শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

(সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ)

৺সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

নবম সংস্করণ

কলিকাতা,
২৪ নং কাশীদত্ত ষ্ট্রীট,
দি হরমোহন পাব্‌লিসিং এজেন্সি হইতে প্রকাশিত।

Price: Rs. 4/8.

প্রাপ্তিস্থান—
মিত্র ব্রাদার্স,
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।
২৪ নং কাশীদত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা, ২৪ নং কাশীদত্ত ষ্ট্রীট,
অরফ্যান্ প্রেস হইতে
শ্রীভোলানাথ মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

এই পুস্তক সংগ্রহ কার্য্যে আমি অনেক বন্ধুর নিকট হইতে অনেক প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সে জন্য আমি তাঁহাদের নিকট বাধিত রহিলাম। একটী বন্ধু এ সম্বন্ধে একটী অমানুষী ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন বলিয়াই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, সে কথাও আমি স্বীকার না করিয়াও থাকিতে পারিলাম না।

এ পুস্তকে প্রকাশিত কোন স্থল যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন যে মিথ্যা, অতিরঞ্জিত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের নিকট বাধিত থাকিব ও ভবিষ্যতে পুস্তকের পুনঃ সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া দিব। যদি নূতন কোন ঘটনা বা উপদেশ কেহ আমাদিগকে জানাইতে পারেন, তবে আমরা আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিব, লেখক সেই সংবাদটী কোন সূত্রে অবগত হইয়াছেন, তাহাও আমাদিগকে সেই সঙ্গে জানাইতে হইবে, কেননা বিনা অনুসন্ধানে আমরা কোন কথা গ্রহণ করিতে পারিব না। যাঁহারা পরমহংসদেবের শ্রীমুখ হইতে কোন কথা শুনিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের কথাই গ্রহণ করিব। জনশ্রুতিতে যে সকল কথা শুনা যায়, সে সকল কথা বা ঘটনা আমাদের লিখিবার প্রয়োজন নাই; কেননা ঐরূপ ঘটনা আমাদের অনেক শুনা আছে, কিন্তু সেকল এস্থলে প্রকাশ করি নাই।

উপদেশগুলি মুদ্রিত করিয়া কয়েকটী বন্ধুকে দেখাইলে পর, তাঁহারা

যেরূপ পরামর্শ প্রদান করেন, পরিশিষ্টে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। তৃতীয় সংস্করণে তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিয়া দিব। *

কোন কোন উপদেশ দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু তাহা আমরা ইচ্ছা করিয়া করিয়াছি। এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে করিতে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক উপদেশ যখন একদল লোক এক প্রকারে এবং অপর দল লোক অন্য প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা সেস্থলে উভয় প্রকারই রাখিয়া দিয়াছি। পরমহংসদেব এক উপমা বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, ইহাদের ভিতর কি এক প্রকারটী সত্য ও অপর প্রকারটী ভুল তাহা আমরা এক্ষণে বলিতে পারি না। কালে ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কোন কোন উপদেশে পরমহংসদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত কথাগুলি দিয়াছি মাত্র, কিন্তু তাহার ভাব বা ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি নাই সে সব স্থলে ভাব বা ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মত বিভিন্নতা আছে, ইহাই বুঝিয়া লইবেন।

শাস্ত্রমর্য্যাদা ও সাধু মাহাত্ম্য রক্ষা করিবার জন্য পরমহংসদেব সময়ে সময়ে শাস্ত্রোক্ত উপদেশ ও সাধু মাহাত্মাদিগের বচন প্রয়োগ করিতেন, এজন্য পুস্তকে অনেক সাধুর উক্তি ও শাস্ত্রের উপদেশ আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত।

* এই সংস্করণে পরিশিষ্ট অনুযায়ী সংশোধিত করিয়া পরিশিষ্ট উঠাইয়া দিলাম। পুস্তকখানি দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, যে তাঁহাদের পরামর্শে স্থলে স্থলে নুতন উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রকাশক।

প্রকাশকের নিবেদন।

এই পুস্তক পরমহংসদেবের জীবিতাবস্থায় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে "Sayings of Paramahansa Ramkrishna" "পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি" নামে পুস্তিকাকারে প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় ভাগও বাহির হয়। পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের উপদেশ নামে ১ম ও ২য় ভাগ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। তৎপরে সুরেশবাবু আরও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করিয়া দিলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড উপদেশ (এক এক খণ্ডে ১০০টী উপদেশ ধরা হয়) পুনঃ মুদ্রিত হয়। অতি অল্পকাল মধ্যেই উক্ত পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই পুস্তক সকলের নিকট সমাদৃত হইলেও নানা কারণবশতঃ পুনরায় সংস্করণ করা হয় নাই। যাহাতে সকলে পরমহংসদেবের অমৃতময় উপদেশ সকল জানিতে পারেন, এ কারণ সুরেশবাবু আরও উপদেশ সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই পুস্তকের প্রধান উদ্যোগী ও প্রকাশক ৺হরমোহন মিত্র মহাশয় যাহাতে আরও উপদেশ সংগৃহীত হয় এবং আপামর সাধারণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময় উপদেশগুলি পাঠ করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ইহার সংস্করণ ফুরাইলেই তাড়াতাড়ি পুনঃ মুদ্রিত করিতেন না; আরও সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেন।

এই সংগ্রহ কার্য্য সময়সাপেক্ষ, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই পুস্তকে মিথ্যা, অতিরঞ্জিত বা পরিবর্ত্তিতাকারে পরমহংসদেবের কোন

উপদেশ স্থান পায় নাই। সংগ্রহ করিবার একমাত্র উপায় পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা যাতায়াত করিতেন তাঁহারা। তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই অনেকে চিনেন না এবং অনেকে তাঁহার নিকট যাইতেন, কিন্তু কার্য্যবশতঃ এক্ষণে বিদেশে অবস্থান করিতেছেন। হয় ত তাঁহারা পরমহংসদেবের অনেক উপদেশ শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহা সাধারণের জানিবার উপায় নাই। পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা যাইতেন এবং যাঁহারা বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই উপদেশগুলিই এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

লীলাময়ের লীলার সময় সম্পূর্ণ হওয়ায় প্রধান উদ্যোগী ও প্রকাশক মহাশয়কে অকালে ইহসংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়, তাই সংকল্পিত কার্য্যসাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুরেশ বাবু যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা যোগ করিয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার চতুর্থ সংস্করণ হয়। এক্ষণে দুঃখের সহিত জানাইতেছি সুরেশবাবুও আর ইহসংসারে নাই।

এই সংস্করণে দুইখানি ছবি দেওয়া গেল। একখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের দাঁড়ান ছবি, অপরখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ভাব, যাহা তাঁহার প্রধান ভক্ত ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

কাগজের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি ও ছাপাখানার মাল মজুরী বৃদ্ধি হওয়ায়

Price: Rs. 4/8.) ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম।

কলিকাতা,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ সাল }

প্রকাশক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা।

পুণ্যভূমি কামারপুকুর।

হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ (বর্ত্তমান আরামবাগ) মহকুমার চারি ক্রোশ পশ্চিমে পুণ্যভূমি কামারপুকুর অবস্থিত। ইহা বর্দ্ধমান হইতে ষোল ক্রোশ দক্ষিণে, তারকেশ্বর হইতে বার ক্রোশ পশ্চিমে ও ঘাটাল হইতে আট ক্রোশ উত্তরে।

ঠাকুরের পিতামাতা।

ঠাকুরের পিতার নাম খুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। ইনি অতি দরিদ্র, নিষ্ঠাবান্ ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। গ্রামের লোকেরা ইঁহাকে অত্যন্ত মান্য করিত। কথিত আছে—তিনি যতক্ষণ সরোবরে স্নান করিতেন, ততক্ষণ আর কেহ জলে নামিত না। আর একটী কথা শুনা আছে যে, ইনি অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও, আজীবন কখনও শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই। ঠাকুরের মা ঠাকুরাণীর সম্বন্ধে এইরূপ শুনিয়াছি যে, তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি লোককে অত্যন্ত ভাল বাসিতে জানিতেন। কাহাকেও ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে, তিনি তাহার হস্তে কিছু না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। শেষাবস্থায় তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে, স্বীয় পুত্র রামকৃষ্ণের নিকটে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাটীতে আসিয়া বাস করেন। পরমহংসদেবের প্রধান ভক্ত, রাণী রাসমণির উপযুক্ত

জামাতা মথুর বাবু অনেক কাল হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের প্রত্যেক আত্মীয়ের কিছু কিছু সংস্থান করিয়া যাইবেন। কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট সে কথা প্রকাশ করিয়া তিনি সুখী হন নাই। পরমহংসদেব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করা দূরে থাক্, সে বিষয় হইতে তাঁহাকে সাধ্যমত নিরস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণী যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তখন মথুর বাবুর মনে আবার সেই পূর্ব্বভাব জাগিয়া উঠিল এবং এক দিন তিনি ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া, তাঁহাকে কিছু প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণী সেই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বাপু! আমি এখানে খুব সুখে আছি, আমার কোন কষ্ট নাই, আমি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেছি এবং মায়ের প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছি, আমার আর কোন অভাব নাই।" মথুর বাবু সেই কথা শুনিয়াও, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে কিছু গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণী বারংবার উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা! তুমি আমাকে দু' পয়সার দোক্তা তামাক কিনে দিও।" মথুর বাবু সেই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "হায়! হায়! এমন না হইলে আপনার গর্ভে উনি জন্মিবেন কেন।"

ঠাকুরের আবির্ভাব।

৺গয়াধামে অবস্থান কালে ঠাকুরের পিতা এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, গয়াধামাধিপতি শ্রীশ্রীগদাধরজীউ তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিতেছেন যে, "আমি তোমার পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিব।"

উপরোক্ত ঘটনাটী সত্য কি কল্পনাপ্রসূত, সূক্ষ্ম কথায় মর্ম্মাবধারণ

করিবার অধিকার যাঁহাদের এক্ষণেও জন্মায় নাই, তাঁহারা তর্ক দ্বারা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করুন, কিন্তু রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ বর্ত্তমানে, এই শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রচারের দিনে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা ঠাকুরের কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহারাও দেখিতে পাইবেন যে, ১৭৫৬ শকাব্দের ১০ই ফাল্গুন * শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে, বুধবারে কামারপুকুর গ্রামে খুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাটীর সূতিকাগৃহে যে পুত্রটী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সাধারণ মনুষ্য নন। গদাধরের কৃপায় খুদিরাম সে সময় এ গূঢ় ঘটনা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাই তিনি পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন গদাধর। লোকে এই গদাধরকে "গদাই" বলিয়া ডাকিত।

বালক রামকৃষ্ণ।

গদাইয়ের মূর্ত্তিটী এমন কোন অপরূপ উপাদানে গঠিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিলেই লোকে মোহিত হইয়া যাইত। যে তাঁহাকে দেখিত, সেই তাঁহাকে আদর করিয়া কোলে লইত, গদাইও যে কোলে লইত, তাহার কোলে আনন্দের সহিত যাইতেন। একমাত্র গদাইকে দেখিবার জন্য পাড়ার স্ত্রীলোকেরা কাজ কর্ম্ম সারিয়া তাঁহাদের বাটী একবার না একবার যাইতই যাইত।

ক্রমে গদাইয়ের যতই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই লোকে তাঁর আশ্চর্য্য মেধা ও অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিল। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা আপন আপন সন্তানসন্ততি সত্ত্বেও, তাঁহাকে একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। একদিন না দেখিলে, একজন অপরকে

* সন ১২৪১ সাল, ইং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, ২০শে ফেব্রুয়ারী।

জিজ্ঞাসা করিত "গদাইকে কাল দেখিলাম না কেন?" ভাল মন্দ দ্রব্য পাইলে, স্ত্রীলোকেরা আপন আপন সন্তানদের দিয়া গদাইয়ের জন্য তাহা না রাখিয়া থাকিতে পারিত না এবং আদর করিয়া যে যাহা দিত, জাতি বিচার না করিয়া গদাইও তাহা ভক্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

তিনি পাঠশালে যাইতেন বটে, কিন্তু রীতিমত লেখাপড়া করিতেন না—খেলিয়া বেড়াইতেন এবং অপর পোড়োদিগকে লইয়া খেলিতে যাইতেন। তিনি হিসাব নিকাস অঙ্ক করিতে পারিতেন না, কেবল পাঠশালে বসিয়া ঠাকুরের নাম লিখিতেন।

অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রগাঢ় দেবভক্তি ছিল; এবং তিনি সময়ে সময়ে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিয়া সমবয়স্ক বালকগণকে আমোদিত করিতেন।

সাধুভক্তি সাধুসঙ্গও অল্প বয়সেই তাঁহার ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের গ্রামে জমিদার বাবুদের একটি অতিথিশালা ছিল; এবং সে অতিথিশালায় সময়ে সময়ে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া থাকিতেন। গদাই সেই সাধু সন্ন্যাসীদিগের নিকট যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। সাধুরাও আদর করিয়া কখন কখন তাঁহাকে তিলক পরাইয়া দিতেন; এবং কখন বা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাটি দেখিতে আসিতেন। একদিন গদাই কৌপীন পরিধান করিয়া বাটীতে আসিয়া বলিলেন, "দেখ! দেখ! আমি কেমন সাধু সেজেছি, আজ সাধুরা আমায় সাজিয়ে দিয়েছেন, রুটি খাইয়েছেন, আমি আজ ঘরে কিছু খাব না।" তারপর প্রকাশ পাইল যে, গদাই সেদিন যে নূতন কাপড়খানি পরিয়া সাধুদের নিকট গিয়াছিলেন, সেই কাপড়খানিই খণ্ড খণ্ড করিয়া তিনি কৌপীন প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণের যৌবনকাল।

খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিন পুত্র ও দুই কন্যা। গদাই তাঁহার শেষ বয়সের আদরের সন্তান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঝামাপুকুরে একটী চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে গদাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া তাহার টোলে অবস্থান করেন; কিন্তু এখানে আসিয়াও লেখাপড়ায় তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় নাই। গ্রামের ন্যায় এখানেও তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং এই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন, "যে বিদ্যা শিখে কেবল চাল কলা বাঁধতে হয়, সে বিদ্যা আমার দরকার নাই।"

সন ১২৫৯ সালের স্নানযাত্রার দিনে কলিকাতার জানবাজারস্থ বিখ্যাত রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে বহুল অর্থ ব্যয়ে একটী কালীবাটী প্রস্তুত করেন। প্রতিষ্ঠার দিন খুব ধুমধাম ও সমারোহ হইয়াছিল। ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এখানে পূজার কার্য্যে ব্রতী হন। ঠাকুরও ভ্রাতার সহিত ঐ দিনে তথায় উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তিনি সেদিন তথাকার কোন দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া সন্ধ্যাকালে বাজার হইতে এক পয়সার মুড়কী কিনিয়া জলযোগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। ৬।৭ দিন পরে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আপন ভ্রাতার অন্বেষণে যান এবং সেই অবধি তিনি তথায় বাস করেন।

একদিন মথুর বাবু তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পূজা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাসনা করিয়া অনেক অনুরোধ করেন, ঠাকুর প্রথমে চাকরি করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার বিশেষ অনুরোধে অবশেষে তাহাতে সম্মত হন।

রাণী রাসমণি জাতিতে কৈবর্ত্ত, তাঁহার ঠাকুর বাটীতে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আহারাদি করিবেন না বুঝিতে পারিয়া রাণী দেবালয়টি আপন

ইষ্টদেবতার নামে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইহাও ঠাকুরের মনঃপুত হয় নাই; তিনি প্রথম প্রথম পঞ্চবটী তলায় আপনি রন্ধন করিয়া খাইতেন। খাইবার সময় তিনি কখন কখন ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেন, "মা, কৈবর্ত্তর ভাতটা খাওয়ালি!"

পূজাকার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি এমনি একান্ত মনে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, সকলে তাঁহার পূজা-প্রণালী দেখিয়া বিস্মিত ও চমকিত হইল।

তিনি যখন দেবীপূজা করিতেন, তখন বোধ হইত তিনি প্রত্যক্ষ দেবীকে সম্মুখে দেখিয়া পূজা করিতেছেন এবং ভগবতীও সাক্ষাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন।

রাণী রাসমণিও তাঁহার হাব-ভাব দেখিয়া দিন দিন বিশেষরূপ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকেন। তিনি মন্দিরে আসিলে প্রায়ই তাঁহার নিকট এক আধটি গান শুনিয়া যাইতেন। একদিন পরমহংসদেব গান করিতেছেন, রাণী রাসমণি নীরবে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মন গানের দিকে না গিয়া মোকদ্দমার দিকে গিয়াছিল; এমন সময় পরমহংসদেব "কি! এখানেও মোকদ্দমা?" এই কথা বলিয়া সজোরে তাঁহার পৃষ্ঠে একটী চড় মারিয়াছিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিল রাণী ঠাকুরের উপর বিরক্ত হইবেন; কিন্তু রাণী বিন্দুমাত্রও বিরক্ত না হইয়া বরং ঠাকুরের অসাধারণ শক্তি দেখিয়া মোহিত হইয়া যান।

পূজা করিতে করিতে সময়ে সময়ে তিনি এমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন যে, সে সময় বহির্জগতের কোন চিন্তাই তাঁহার থাকিত না। একদিন তিনি আপন মনে দেবীর আরতি করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া পড়িল এবং উন্মাদের ন্যায় মা! মা! করিতে করিতে তিনি ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া

তাঁহাকে বাহিরে আনিল। তাঁহার বক্ষস্থল নয়নধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সে রাত্রে বা তৎপরদিনও হইল না।

ক্রমে তিনি দেবীর নিয়মিত পূজা কার্য্য হইতে অবসর পাইলেন। তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার পরিবর্ত্তে পূজা করিতে লাগিলেন। লোকে সে সময়ে তাঁহার ভাব দেখিয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, তিনি উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন।

তাহার পর কিছু দিনের জন্য তাঁহার উন্মত্ত ভাব কমিয়া আইসে। সেই সময়ে অনুমান ২৪ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহ করিতে ঠাকুর কোন প্রকার অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। শেষাবস্থায় তিনি কাহাকেও বলিয়াছিলেন যে, "সে সময় মনে ক'রেছিলাম যে, চিরদিন গৃহে থাকিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন ক'র্‌ব, কিন্তু কোথা হ'তে একটা ঝড় এসে আমার মন ওলট পালট ক'রে দিলে।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আনন্দিত মনে স্বদেশে বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেশের সন্নিকটে জয়রামবাটী নামক গ্রামের ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি পুনরায় পূর্ব্বভাবাপন্ন হন এবং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া আপন ভাবে মগ্ন হইয়া পড়েন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একে একে সকল প্রকার ধর্ম্ম প্রণালী মতে সাধনা করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণের প্রৌঢ়াবস্থা।

দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনা করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ সকল ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রাণী রাসমণি তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। মথুরবাবু তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান জ্ঞান

করিতেন এবং অতি যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। ঠাকুরের যখন যাহা ইচ্ছা হইত, মথুরবাবু তাহা সম্পন্ন করিয়া দিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে গুপ্তভাবে অবস্থান করিলেও যেখানে কোন বড়লোক, পণ্ডিত বা সাধকের নাম শুনিতেন, তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। সকল প্রকার ধর্ম্ম-সমাজের সংবাদ রাখিতেন এবং সাধু বা সিদ্ধ পুরুষের সংবাদ পাইলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।

ঠাকুরের প্রকট অবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত ভাবে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর ঠাকুর সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়েন। কারণ ঐ সময়ে কেশবচন্দ্র সেন সশিষ্যে তাঁহার নিকট যাতায়াত করায় ক্রমশঃ লোক সমাগম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেশববাবু আসিতে আরম্ভ করিলে, ঢাকে কাটি পড়িয়া গেল, চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণ নামে এক মহাপুরুষ আছেন—যাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি ও ভাব দেখিয়া কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। দলে দলে লোকে ঐ কথা শুনিয়া প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে যাইত।

যে কেশব বক্তৃতা করিলে পৃথিবী শুদ্ধ লোক ছুটিয়া আসিত, নিরক্ষর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখের কথা শুনিবার জন্য সেই কেশব দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া কোন বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া বিনীতভাবে বসিয়া থাকিতেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি শত শত হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয়ান পরমহংসদেবের উপদেশ শুনিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আগমন করিতেন ও কেহ কেহ তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইতেন। পরমহংসদেব যে দিন যাঁহার বাটীতে যাইতেন, সেদিন তাঁহার বাটীতে মহোৎসব হইয়া যাইত। শত শত লোক সংবাদ পাইয়া সেদিন তথায় উপস্থিত হইত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যভাব।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়, মধুর বাল্যকাল কবির কল্পনার বিষয় হইয়া যায়—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলায় সে নিয়ম খাটে নাই। তিনি আজীবন বাল্যভাবে কাটাইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে শেষ অবস্থায়ও দেখিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার অপূর্ব্ব বাল্যভাব দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

কেহ কেহ তাঁহার অপূর্ব্ব বাল্যভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে অসভ্য মনে করিয়াছিল, কিন্তু যাঁহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাঁহারা ঠাকুরের উলঙ্গ অবস্থার ভিতর অলৌকিক বাল্যভাব দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। বালকেরা যেমন দু'দণ্ড কাপড় পরিধান করিয়া থাকিতে পারে না, ঠাকুরও সেইরূপ অনেকক্ষণ কাপড় পরিধান করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, রামকৃষ্ণের সম্মুখে রাজামহারাজা বা গুণীজ্ঞানী শত শত লোক বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার কোমরের কাপড় সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গিয়াছে, অথচ সেদিকে তাঁহার আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই।

বিবাহের সময় বাটীর পরিবারেরা খেদ করিয়াছিলেন, যে বাজনা হইল না, তাহাতে তিনি মুখে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন।

বালকেরা যেমন ক্ষুধার সময় চাহিয়া খায়, তিনিও অনেক সময় অনেক স্থানে সেইরূপ চাহিয়া খাইতেন। বালকেরা যেমন এককালীন অধিক খাইতে পারে না, তিনিও সেইরূপ এক সময়ে বেশী খাইতে পারিতেন না।

বালকেরা যেমন নূতন জিনিষ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয় এবং সেই জিনিষ দেখিলে বা প্রাপ্ত হইলে আহ্লাদে আটখানা হইয়া যায়, পরমহংসদেবও সেইরূপ নূতন জিনিষ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। একবার কলের জাহাজের ঝক্ ঝক্ শব্দ কি করিয়া হয়, তাহা দেখিবার জন্য তিনি

ব্যাকুল হন এবং যখন তাঁহাকে জাহাজের ভিতর লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা ছিল না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী ভাব।

একজন সাধক বলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অর্দ্ধ নারী অর্দ্ধ পুরুষ অর্থাৎ এতদুভয়ের সমষ্টিতে একটী বালকরূপে লীলা করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক রামকৃষ্ণদেবের ভিতর বালকভাব যেমন প্রবল ছিল, তেমনি তাঁহার ভিতর স্ত্রীভাব এবং পুরুষভাবও প্রকাশ পাইয়াছিল।

অতি বাল্যকালে বালক রামকৃষ্ণের ভিতর বালিকার ভাবও দেখা গিয়াছিল। স্ত্রীলোকের ন্যায় তিনি এমনি হাবভাব ও কটাক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন যে, সে কারণে পুরুষ মহলে বিশেষতঃ স্ত্রী মহলে তিনি অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যৌবনকালে ঠাকুর কিছুকাল সখী ভাবে লীলা করিয়াছিলেন। এসময়ে তিনি স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ ভূষা করিতেন এবং অধিকক্ষণ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে বাস করিতেন।

মথুরবাবুর বাটীতে ৺দুর্গা পূজার সময় পরমহংসদেব স্ত্রী বেশে দেবীর সম্মুখে শক্তি-বিষয়ক গীত ও চামর ব্যজন করিতেন।

শেষ অবস্থায় যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার স্ত্রী ভাবের ভূরি ভূরি পরিচয় পাইয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা কিরূপে পুরুষদিগকে বিমোহিত করে একথা তিনি অনেক সময় স্ত্রী সাজিয়া দেখাইতেন। বর্ত্তমান লেখকের সম্মুখে একদিন তিনি স্ত্রীবেশে কাপড় পরিধান করিয়া স্ত্রী যেরূপে স্বামীকে আহার করায়, সেইরূপ হাবভাব কটাক্ষ সহকারে কাল্পনিক স্বামীকে আহার করাইতে বসিয়াছিলেন।

আর একদিন দোলের সময় তিনি রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে গেলে পর

তাঁহার রাধার ভাব হয় এবং সে সময় তিনি কৃষ্ণের গায়ে ফাগ দিতে দিতে "আজু ফাগু রণে, দেখি তুমি হার কি আমি হারি" গান করিতে করিতে এরূপ ভাবে ক্রীড়া করিয়াছিলেন যে, যাঁহারা সে দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা মোহিত হইয়া গিয়াছেন।

ঠাকুরের পুরুষভাব।

পুরুষদেহ ধারণ করিয়া যখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন যে তাঁহার ভিতর পুরুষভাব ছিল একথা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তিনি স্ত্রীলোকের সহিত অধিকক্ষণ আলাপ ও বসবাস করিতে পারিতেন না। তবে এ সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র দেখাইব যে, যে রাজ্যে একটীও পুরুষের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই রাজ্যে পুরুষরূপে বিহার করিয়াছিলেন।

সাধক মাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীবৃন্দাবনে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পুরুষ, আর সকলেই স্ত্রী হউক আর পুরুষই হউক, আপনাকে স্ত্রীভাবে দেখেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভিতরে শ্রীমতীর এবং কখন বা শ্রীকৃষ্ণের ভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল। শ্রীধাম নবদ্বীপে যখন যান, তখন তথায় তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম ঠাকুরের ভিতর পুরুষভাব কেন, পরম পুরুষের ভাবও মধ্যে মধ্যে উদ্দীপিত হইত। শিবের ভাবও তাঁহার ভিতর মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত।

মথুর বাবুও তাঁহাকে এক সময়ে শিবরূপে ও অন্য সময়ে অন্য দেব দেবী রূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তাই বলি তাঁহার ভিতর পরম পুরুষের ভাবও ছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উন্মাদ ভাব।

মুক্তাত্মাগণ এই সংসারে বালক, পাগল ও পিশাচ এই তিন ভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন—ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণও এই তিন ভাবে এই সংসারে লীলা করিয়া গিয়াছেন। কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে সকল সময়েই লোকে তাঁহার ভিতর পাগলের ভাব দেখিয়াছে। বালক গদাই এক দিকে যেমন প্রিয়দর্শন ও মিষ্টভাষী অপর দিকে কিন্তু লেখাপড়ায় চাড় না থাকায় অনেকে অনেক সময় বলিত "ছেলেটী কেমন পাগ্‌লা, পাগ্‌লা।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব লীলার মধ্য অবস্থায় এমন সম্পূর্ণ পাগল সাজিয়াছিলেন যে, দু'একজন মহাপুরুষ আসিয়া যদি তাঁহাকে না দেখিতেন, তবে বোধ হয় আজ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিতেন, "আমি এক এক ভাবে ও মতে সিদ্ধ সাধু পুরুষ দেখিয়াছি, কিন্তু সকল ভাবে ও মতে সিদ্ধ কেবল পরমহংসদেবকেই দেখিয়াছি আর কাহাকেও দেখি নাই, জগতের ইতিহাসে ইহা নূতন।"

ঠাকুর জানিতেন যে, এ ঘোর কলিকালে শুধু কথায় চিঁড়া ভিজিবে না। তাই তিনি মনস্থ করিলেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম সাধনা করিয়া জগতকে দেখাইতে হইবে, যে সকল ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সেই এক সত্য স্বরূপে পৌছান যায়।

গোপনে গোপনে ঠাকুর ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, লোকে কিন্তু সে সময়ও তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করিল।

যখন তিনি আপন ভাবে সমস্ত দিন ভাগীরথী তীরে বসিয়া থাকিতেন এবং দিনান্তে বালিতে আপন মুখ ঘস্‌ড়াইতে ঘস্‌ড়াইতে

বলিতেন, "মা! দিনতো গেল, আমায় দেখা দে মা!" লোকে তখন তাঁহার গূঢ় ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে পাগল বলিত।

আবার যখন তিনি হনুমানের ন্যায় কাপড়ের লেজ পরিয়া গাছের উপর বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে "রঘুবীর" "রঘুবীর" বলিয়া চীৎকার করিতেন, সংসারী নরনারীগণ তাঁহাকে পাগল বলিবে না তো কি বলিবে?

তিনি কখন বা আল্লা আল্লা করিতেছেন! কখন বা দেবীর মন্দিরে যাইয়া দেবীর পাদপদ্মে পুষ্প বিল্বদল না দিয়া মন্দিরের অপরাপর যে কিছু দ্রব্য ছিল, তাহাদের পূজা করিতেছেন। আবার কোন সময়ে বা সখ্য-প্রেমে মগ্ন হইয়া কৃষ্ণ বিরহে আকুল হইয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছেন, আবার কখন বা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন, "ভাই কানাই। আর তোকে ছেড়ে দিবনা ভাই।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পিশাচ ভাব।

ঠাকুরের জীবনে এমন সময়ও গিয়াছে, যে সময় তিনি কাপড়ে মল ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন অথচ তাঁহার বাহ্য জ্ঞান নাই।

তিনি যে সময়ে অশুচি অবস্থায় মন্দিরে যাইতেন, দেবীকে স্পর্শ করিতেন, সে সময়ে মন্দিরের কর্ম্মচারীরা তাঁহার পিশাচ ভাব দেখিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইত।

ঠাকুর যখন বিষ্ঠা লইয়া সাধনা করিয়াছিলেন; তখনও লোকে তাঁহার ভিতর পিশাচভাব দেখিয়াছিল।

আবার তিনি যখন বিষ্ঠাকে জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় অনেকেই তাঁহাকে পিশাচ বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও কাঞ্চন।

কামকাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ঈশ্বর লাভ হইবে না, ইহাই রামকৃষ্ণদেবের প্রধান উপদেশ। ঠাকুর জীবের হৃদয়ে এই ভাবটী দৃঢ়ভাবে

অঙ্কিত করিবার জন্য আপনি এক হাতে টাকা ও আর এক হাতে মাটী লইয়া, টাকা মাটী—মাটী টাকা করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন, শেষে এই ভাব তাঁহার ভিতর এমনি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি কোন প্রকার ধাতু স্পর্শ করিতে পারিতেন না, স্পর্শ করিতে গেলে তাঁহার হাত বাঁকিয়া যাইত।

মথুরবাবু কোন সময় পরমহংসদেবের নামে ৫০,০০০৲ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিতেছিলেন, কিন্তু পরমহংসদেব কোন মতে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। মথুরবাবু অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহাতে দোষ কি? আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না, কেবল আপনার নামে কাগজগুলি থাকিবে মাত্র, আমরা তাহার স্থদ আনিব এবং সে জন্য আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না। পরমহংসদেব বলিলেন, "কিছু করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু তাহ'লে আমার মনের মধ্যে একটা দাগ পড়িবে তো যে আমার টাকা আছে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও কামিনী।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্ত্রীলোক মাত্রকেই মাতৃজ্ঞান করিতেন, এ কারণ তিনি আপন বিবাহিতা স্ত্রীর সহিতও কোন দিন ঐহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন নাই।

যুবক রামকৃষ্ণ স্ত্রীর নিকট যাইতে চায় না বলিয়া, ভাগিনেয় হৃদয় কত সময় কত প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। অবশেষে ঠাকুরবাটীর একটী পরিচারিকার সহিত পরামর্শ করিয়া একটী যুবতী রমণীকে রাত্রিকালে ঠাকুরের শয়ন গৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না, লাভের মধ্যে সেবার হৃদয় ঠাকুরের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিল।

তারপর মথুর বাবু একটু চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি একদিন কোন সুন্দরী বেশ্যার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার গৃহে কতকগুলি সুন্দরী বেশ্যাকে সুসজ্জিত করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে লইয়া গিয়া তাহাদের মধ্যে ছাড়িয়া দেন। ঠাকুর তাহাদের মধ্যে যাইয়া "মা আনন্দময়ী" "মা আনন্দময়ী" বলিয়া তাহাদের সকলকে গড় করিয়া তাহাদের মধ্যে বসিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। বেশ্যারা ঠাকুরের ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া কেহ কেহ বাতাস করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিল। মথুরবাবু লজ্জিত হইলেন, কিন্তু পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি বাড়িয়া গেল।

জানবাজারে যখন মথুরবাবুর বাটীতে পরমহংসদেব থাকিতেন এইরূপ প্রকাশ যে, তখন তিনি, মথুরবাবু সস্ত্রীক যে বিছানায় শয়ন করিতেন, তাঁহার নিকটে অন্য এক বিছানায় বালকের ন্যায় শয়ন করিতেন।

দীন রামকৃষ্ণ।

শত সহস্র লোকে দেখিয়াছে যে, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে কেহ অগ্রে প্রণাম করিতে পারিত না, তিনি অগ্রে সকলকে প্রণাম করিয়া ফেলিতেন।

কি করিয়া অহঙ্কার দূর করিতে হয়, কি করিয়া দীন হীন হইতে হয়, ঠাকুর নিজে জীব সাজিয়া সকলকে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

তিনি মায়ের নিকট সরোদনে প্রার্থনা করিতেন, "মা! আমার অহঙ্কার দূর ক'রে দে মা! আমি যেন দীনের দীন, হীনের হীন হ'য়ে যাই মা!"

অহঙ্কার নাশ করিবার জন্য কিছুকাল তিনি হস্তে মার্জ্জনী লইয়া পাইখানা পরিষ্কার করিয়াছিলেন। ঠাকুরবাটী কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্ট পাতা মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিতেন।

তিনি মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতেন, "মা! লোকে আমায় জানুক,

মানুক, গনুক তা আমি চাই না মা! তুই আমার অহঙ্কার নাশ ক'রে দে মা! আমায় দীনের দীন, হীনের হীন ক'রে দে মা!"

দয়াময় রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণদেব এ জগতের লোক নহেন, অথচ কেন তিনি এ জগতে আসিয়া আমাদের সহিত লীলা করিয়া গেলেন? দয়া! দয়া! একমাত্র দয়াই ইহার কারণ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ যদি ভগবান, তবে আবার তিনি জীবের ন্যায় কঠিন সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কেন? দয়া! দয়া! একমাত্র দয়াই ইহার কারণ।

দয়ার অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দুঃখীর দুঃখ দেখিতে পারিতেন না; এবং দীন দুঃখী যে কেহ তাঁহার নিকট গিয়াছে, তিনি তাঁহাদের দুঃখ মোচন করিয়া দিয়াছেন, এ কথার সাক্ষ্য শত শত লোকে এক্ষণে প্রদান করিয়া থাকে।

একদা কালীবাটীতে একটী কাঙ্গালি দুই চারি দিন ভোজন করিতে আসিলে, দ্বারবান তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। পরমহংসদেব তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, "মা! এ কি তোর বিচার, দু'টী অন্নের জন্য মার খেলে?"

প্রেমিক রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেমন জীবকে ভাল বাসিয়াছিলেন, সেরূপ ভালবাসার দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি দেখা যায় না। হাজার হাজার লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার ভালবাসার প্রণালীতে সকলেই মনে করিতেন ও বলিতেন যে, তিনি তাঁহাদের বড় ভাল বাসিতেন।

ঠাকুর প্রথম দিনেই দু'দণ্ডের আলাপে মানুষকে এমনি ভালবাসিয়া ফেলিতেন যে, যাহারা তাঁহার ঘোর বিরোধী, তাহারাও তাঁহার সে ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। আবার বিদায়কালে যখন তিনি মিষ্ট মিষ্ট করিয়া বলিতেন, "আর একদিন এসো" "আর একদিন এসো।" তখন কে না তাঁহার ভাবে বিমোহিত হইয়া যাইত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বালকদিগকে ভাল বাসিয়াছিলেন, তেমনি যাহারা মাতাল, গাঁজাখোর, বেশ্যাসক্ত ও ধর্ম্মসমাজের পরিত্যক্ত, তাহাদিগকেও সেইরূপ ভাল বাসিয়াছিলেন, যুবক ও বৃদ্ধদিগের প্রতি তাঁহার ভালবাসা অল্প ছিল না, তবে বালকদিগের প্রতি তাঁহার টানটা কিছু বেশী একথা অস্বীকার করা যায় না।

ভক্তেরা তাঁহার জন্য ভাল ভাল দ্রব্যাদি লইয়া যাইত ঠাকুর সে সকল দ্রব্য আদর করিয়া লোককে খাওয়াইতেন। মা যেমন সন্দেশটী পাইলে ছেলের জন্য তুলিয়া রাখেন, ঠাকুরও তেমনি ভালমন্দ জিনিষ পাইলে ভক্তদের জন্য তুলিয়া রাখিতেন এবং কলে কৌশলে তাঁহাদের ডাকিয়া পাঠাইতেন।

অলৌকিক রামকৃষ্ণ।

কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়াবস্থায়, লোকে সকল সময়েই তাঁহার ভিতর অলৌকিক ঐশী শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া দূরদূরান্তরের ঘটনা দেখা ও যথাযথ বলা, মনুষ্যের মনের কথা ও ভাব বলা, এতদ্ভিন্ন পরমহংসদেবের স্পর্শের যে অদ্ভূত শক্তি ছিল, যাহার ফলে ভ্রূযুগলের মধ্যে "দ্বিদলপদ্ম" প্রস্ফুটিত হইত তন্মধ্যে কালী, দুর্গা, শিব, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি দিব্য জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি দর্শন, এক নব শক্তির সঞ্চার ও হৃদয়ে ভগবত নামের স্ফুরণ হইত। তিনি

সশরীরে ঢাকায় যাইয়া মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে দেখা দিয়াছিলেন, মথুরবাবুকে নিজ শরীরে শিব মূর্ত্তি ও কালী মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, ছায়া মূর্ত্তিতে নিত্য প্রকাশিত আছেন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হইল না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অবতার ভাব।

অন্যান্য ভাবের ন্যায় অবতার ভাবও ঠাকুরের ভিতর সকল বয়সে দেখা গিয়াছিল। তাঁহার অলৌকিক জন্ম, তাঁহার পিতার স্বপ্ন দর্শন, তাঁহার মাতার গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার দেবদেবী দর্শন, ছয় মাসের শিশু ষোল বৎসরের যুবার ন্যায় হইয়া মাতাকে দর্শন দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁহার জীবনের অনেকানেক ঘটনা তাঁহার অবতারত্ব স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

তাহার পর মধ্য লীলায় দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি মথুরবাবুকে বলিয়াছিলেন, "আমার সব ভক্ত আছে, মা ব'লেছে তাঁহারাও আসিবে।"

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, বর্দ্ধমান মহারাজার সভাপণ্ডিত সুধীবর পদ্মলোচন, ইঁদেশবাসী ভক্তপ্রবর মহাপ্রাজ্ঞ গৌরী পণ্ডিত প্রভৃতি কয়েকটী বিখ্যাতনামা সাধুপুরুষ আসিয়া সেই সময় তাঁহাকে দর্শন করেন ও লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে অবতার বলিয়া নিশ্চয় করতঃ স্তব করেন।

পরমহংসদেব নিজ মুখেও আপন অবতারত্ব সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক আছে। তিনি বলিতেন, "যেমন রাজাগণ সময়ে সময়ে আপন রাজ্য মধ্যে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করেন অথচ কেহ তাঁহাদের চিনিতে পারে না, এবারে আমিও সেইরূপ ছদ্মবেশে আসিয়াছি, এবারে আমায় সকলে চিনিতে পারিবে না।"

তিনি বলিতেন, "অবতার তাঁর কর্ম্মচারী, কিন্তু এবারে তিনি খোদ এসেছে।"

তিনি বলিতেন, "আমাকে বকল্‌মা দাও" ভগবান ভিন্ন একথা কোন্‌ মনুষ্য বলিতে পারে ?

তিনি কাহাকেও বলিয়াছিলেন, "প্রাতঃকালে আমার মন জগৎ ব্যাপিয়া থাকে, অতএব সে সময়ে আমায় স্মরণ করিও।"

আবার তিনি বলিতেন, "এখানে এলে গেলেই হবে—আর কিছু করিতে হবে না।"

তিনি তাঁহার ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "তোমাদের কোন সাধন ভজন করিতে হইবে না, আমাকে যদি তোমাদের ষোল আনা বিশ্বাস হয় তাহা হইলে সব হইবে।"

দিবারাত্রে অনেক সময় ঈশ্বর প্রসঙ্গমাত্র তাঁহার সমাধি হইত, তদবস্থায় নয়ন পলকশূন্য, উভয় নেত্রে প্রেমধারা, মুখে সুমধুর হাসি, বাহ্য-চৈতন্য শূন্য, সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দহীন, প্রস্তরের ন্যায় হইয়া যাইত, কাণে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃ-স্বরে ওঁকার শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে চৈতন্যোদয় হইত।

ঠাকুর নিজমুখে বলিয়াছেন, দ্বিপ্রহরের সময় ঘড়ীর দু'টী কাঁটাই যেমন একত্র হইয়া থাকে, আমার মনও সেইরূপ সদা সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে মগ্ন হইয়া থাকিতে চায়, তবে জীবের কল্যাণ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি বলিয়া, আমি জোর করিয়া ইহাকে পৃথিবীতে নামাইয়া রাখি। ঠাকুর বলিতেন, যখন দেখিতে পাই যে, সমাধি হইবার পূর্ব্বলক্ষণ হইতেছে, আমি ওমনি বলপূর্ব্বক একান্ত মনে বলিয়া থাকি "তামাক খাব" "তামাক খাব" "তামাক খাব।" কিন্তু তাহাতেও সমাধির গতি রোধ করিতে পারি না। সে সময়ে সমাধিস্থ হইয়া পড়ি বটে, কিন্তু সমাধির পূর্ব্বে তামাক খাইবার বাসনা করিয়াছিলাম বলিয়া, আমার সমাধি আবার ভাঙ্গিয়া যায় এবং

এইরূপে আমি বিবিধ প্রকার বাসনা করিয়া মনটাকে নামাইয়া রাখি। "সমাধির অবস্থায় মন কিরূপ হয়?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, "মাছকে জলে ছাড়িয়া দিলে তাহার যেরূপ আনন্দ হয়, সমাধি অবস্থায় মন সেইরূপ পরমানন্দ লাভ করে।" পাঠক ইহার দ্বারা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, উক্ত সমাধি অবস্থা সমাধিমর্ম্মজ্ঞ পুরুষের কতদূর বাঞ্ছনীয়। সেই অত্যুৎকৃষ্ট চিরাভিলষিত অবস্থা তিনি জীবের কল্যাণের জন্য ত্যাগ করিতে চাহিতেন। এই দয়ার বিষয়, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ইহা কতদূর নিঃস্বার্থ। আমাদের মত জীবে কি ইহা কখন সম্ভব? তাঁহার এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার গুণে আমরা সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী। যিনি বহু সাধনলব্ধ অমূল্য ধন আমাদিগকে বিতরণ করিবার জন্য আপনার দেহ ও মনকে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন তদীয় শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া অদ্য তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত জীবনী সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাব।

এইরূপে শত শত নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত করিয়া শত শত পাপীকে পরিত্রাণ করিয়া, ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সকল সহজ ও সরল ভাবে লোককে বুঝাইয়া এবং আপনার অসীম শক্তি ও অপার মহিমা বিশেষ ভাবে প্রকাশিত করিয়া, সন ১২৯৩ সাল ৩১শে শ্রাবণ, ইংরাজী ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগষ্ট, রবিবার প্রতিপদ তিথিতে রাত্রি ১টা ৬ মিনিটের সময় তিনি স্ব স্বরূপে অবস্থান করিলেন।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের তৈলচিত্র হইতে অনুমত্যনুসারে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

১ রাত্রে আকাশে কত তারা দেখ, সূর্য্য উঠ্‌লে দেখ্‌তে পাওনা ব'লে কি ব'ল্‌বে দিনের বেলায় আকাশে তারা নাই। সেই রকম অজ্ঞান অবস্থায় ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাওনা ব'লে কি ব'ল্‌বে—ঈশ্বর নাই?

২ যেমন এক জলকে কেউ বারি বলে, কেউ পানি বলে, কেউ ওয়াটার্ বলে, কেউ একোয়া বলে, তেমনি এক সচ্চিদানন্দকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কেউ আল্লা বলে, কেউ হরি বলে, কেউ ব্রহ্ম বলে, কেউ গড্ বলে।

৩ দু'জন লোক ঘোর তর্ক আরম্ভ ক'রেছে। একজন ব'ল্‌ছে অমুক খেজুর গাছে সুন্দর লাল রঙের একটা গিরগিটী আছে। আর একজন ব'ল্‌ছে তোমার ভুল হ'য়েছে গিরগিটী লাল নয়—নীল। তর্কে ঠিক্ না হওয়ায়, শেষে দু'জনে খেজুর-তলায় গিয়ে যে সেখানে থাক্‌তো তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কেমন হে তোমার এই গাছে লাল রঙের গিরগিটী আছে?"

সে ব'ল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" আর একজন ব'ল্‌লে, "বল কি ? সেটা তো লাল নয়—নীল।" সে ব'ল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" সে জান্‌তো গিরগিটী বহুরূপী, এই জন্যে যে যে রং ব'ল্‌লে সে তাহাতেই হাঁ দিলে। **সচ্চিদানন্দ হরিরও বহুরূপ। যে সাধক হরির যেরূপ দেখেছে, সে তাঁর সেই রূপই জানে। কিন্তু যে তাঁর বহুরূপ দেখেছে সেই কেবল ব'ল্‌তে পারে এ সকল রূপ সেই এক হরিরই বহুরূপ। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার এবং তাঁর আরো কত আকার আছে তাহা আমরা জানি না।**

৪ গ্যাসের আলো নানা স্থানে নানা ভাবে জ্ব'ল্‌ছে, কিন্তু এক আধার হ'তে আস্‌ছে। **নানা দেশের নানা জাতির ধার্ম্মিক লোক সেই এক পরমেশ্বর হ'তে আস্‌ছে।**

৫ লুকোচুরী খেলায় বুড়ী ছুঁলেই আর চোর হয় না, সেই রকম ঈশ্বর ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয় না। যে বুড়ী ছুঁয়েছে সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, তাকে আর চোর করবার যো নাই। **সংসারেও সেই রকম ঈশ্বরকে ছুঁতে পার্‌লে আর ভয় থাকে না।** যিনি ঈশ্বরকে ছুঁয়েছেন, সংসারের সকল অবস্থাতেই তিনি নিরাপদ থাকেন, কিছুতেই তাঁকে আর বদ্ধ ক'র্‌তে পারে না।

৬ লোহা যদি একবার স্পর্শমণি ছুঁয়ে সোণা হয়, তাকে মাটীর ভিতর রাখ, আর আঁস্তাকুড়েই ফেলে রাখ সোণাই

থাক্‌বে, লোহা হ'বে না। যিনি ঈশ্বর পেয়েছেন তাঁর অবস্থা সেই রকম। তিনি সংসারেই থাকুন, আর বনেই থাকুন তাঁর গায়ে আর কিছুতেই দাগ লাগ্‌বে না।

৭ লোহার তরবারে স্পর্শমণি ছোঁয়ালে সোণার তরবার হয়, কিন্তু গড়নটা সেই রকমই থাকে, তবে কি না তাতে আর হিংসার কাজ চলে না। সেই রকম ঈশ্বরকে ছুঁলে আকার সেই রকমই থাকে, কিন্তু তার দ্বারা আর অন্যায় কাজ হয় না।

৮ সমুদ্রের ভিতরে লুকান চুম্বক পাথর যেমন হঠাৎ জাহাজের লোহার পেরেক খুলে ফেলে তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ডুবিয়ে দেয়, সেই রকম জ্ঞান-চৈতন্য উদয় হ'লে অহঙ্কারও স্বার্থপূর্ণ জীবনকে মুহূর্ত্তের মধ্যে খণ্ড খণ্ড ক'রে ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

৯ দুধে জলে এক সঙ্গে রাখ্‌লে মিশে যায়, কিন্তু দুধকে মাখন ক'র্‌তে পার্‌লে জলের সঙ্গে মেশে না। ঈশ্বরকে লাভ ক'র্‌তে পার্‌লে হাজার হাজার সংসারী বদ্ধ জীবের সঙ্গে থাক্‌লেও আর বদ্ধ ক'র্‌তে পারে না।

১০ গৃহস্থের বৌ নানারকম সংসারের কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, সন্তান হ'বার সময় হ'লে সমস্ত কাজ ছেড়ে দেয়। প্রসব

হ'লে তার আর অন্য কাজ কর্ম্ম ক'র্তে ভাল লাগে না, তখন সে সমস্ত দিন কেবল আপনার ছেলেটীকে লালন পালন করে ও তাহার মুখচুম্বন ক'রে আনন্দ পায়। **মানুষও অজ্ঞান অবস্থায় নানা কাজ করে, কিন্তু ঈশ্বর দর্শন পেলে আর সে কাজ ভাল লাগে না, তখন সে তাঁর কাজ ছাড়া অন্য কাজে সুখ পায় না, আর তাঁকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়্তে চায় না।**

১১ সিদ্ধ হ'লে কিরূপ অবস্থা হয়?

যেমন আলু, বেগুণ ইত্যাদি সিদ্ধ হ'লে নরম হ'য়ে যায়, সেই রকম **মানুষ সিদ্ধ হ'লে নরম হ'য়ে যায়; তাহার অহঙ্কারাদি কেটে যায়।**

১২ জগতে চারি * রকম সিদ্ধ লোক দেখা যায় নিত্য-সিদ্ধ, মন্ত্র বা ধ্যান-সিদ্ধ, কৃপা-সিদ্ধ ও হঠাৎ-সিদ্ধ।

১৩ লাউ গাছে, কুমড়া গাছে আগে ফল হয়, তারপর ফুল হয়, নিত্য-সিদ্ধ লোক আগে সিদ্ধ হ'য়ে তারপর সাধনা করে। **অবতারাদি নিত্যসিদ্ধ।**

১৪ হোমা পাখী আকাশে থাকে, আকাশেই ডিম পাড়ে, ডিমটা পড়'তে থাকে, পড়'তে পড়'তে শূন্যেতেই ফোটে, ছানা হয়ে উড়ে যায় নিচে আসে না। **নিত্যসিদ্ধ জীবও**

* চারি রকম সিদ্ধ নহে; একটী বন্ধু বলেন, ঠাকুর বলিতেন, পাঁচ রকম সিদ্ধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়—নিত্যসিদ্ধ, মন্ত্র বা ধ্যানসিদ্ধ (কেহ কেহ সাধন সিদ্ধও বলে) কৃপাসিদ্ধ, হঠাৎসিদ্ধ ও স্বপ্নসিদ্ধ।

তেমনি, তাঁরা কখন সংসারে বদ্ধ হয় না। ঈশ্বর প্রসঙ্গ নিয়েই মত্ত থাকে।

১৫ নিত্যসিদ্ধ জীবের বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। প্রহ্লাদের 'ক' দেখেই কান্না—অমনি কৃষ্ণকে মনে পড়েছে। কিন্তু সাধারণ জীবের সর্ব্বদাই সংশয় বুদ্ধি, তাদের সহজে বিশ্বাস হয় না।

১৬ গুরুর মুখ হইতে মন্ত্রোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই মন্ত্র জপ দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি করিয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহাদিগকে মন্ত্রসিদ্ধ বলা যায়।

১৭ "ধ্যানসিদ্ধ যে জন মুক্তি তার ঠাঁই" ধ্যানসিদ্ধ—যাঁহারা ধ্যানে বসিলেই ভগবানের ভাবে বিভোর হ'য়ে যায় তাঁদের ধ্যান-সিদ্ধ বলে।

১৮ ঈশ্বরের কৃপায় যাঁরা সিদ্ধ হয়, তাঁরাই কৃপাসিদ্ধ যেমন কালিদাস সরস্বতীর কৃপায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য।

১৯ যেমন হঠাৎ কোন গরিব লোক মাটীর ভিতর, কি অন্য উপায়ে টাকা পেয়ে বড় লোক হ'য়ে যায়, সেই রকম অনেক পাপী লোক হঠাৎ বদ্‌লে গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে চলে যায়। লালা বাবু প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের লোক।

২০ যেমন অনেকে বন কাট্‌তে কাট্‌তে পুকুর, বাড়ী ইত্যাদি পায়, কষ্ট ক'রে কাটাতে কি তৈয়ারী করিতে হয় না, সেই রকম অনেকে সামান্য সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে যায়।

২১ হাট হ'তে দূরে থাক্‌লে কেবল হাটের হো হো শব্দ

শুন্‌তে পায়, কিন্তু হাটের ভিতর ঢুকলে আর সে শব্দ শুন্‌তে পায় না, তখন স্পষ্ট শুন্‌তে পায়—কেউ আলু চাচ্চে, কেউ পটল চাচ্চে। ঈশ্বর হ'তে দূরে থাক্‌লে কেবল তর্ক যুক্তি মীমাংসার গোলমালের মধ্যে প'ড়ে থাক্‌তে হয়; কিন্তু তাঁর কাছে যেতে পারলে আর তর্ক মীমাংসা থাকে না, তখন সকলই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যায়।

২২ শত্রুগণ যীশুর গায়ে পেরেক বিদ্ধ করিল, তিনি তাদের মঙ্গল প্রার্থনা ক'রলেন—এ কেমন?

সাধারণ নারকেলে পেরেক বিঁদ্‌লে শাঁস পর্য্যন্ত বিঁদে যায়, কিন্তু খড়ুলী নারকেলের শাঁস ভিতরে আল্‌গা হয়ে থাকে, তাতে পেরেক বিঁদ্‌লে শাঁসে লাগে না। যীশুখ্রীষ্ট খড়ুলী নারিকেলের মত ছিলেন, তিনি দেহ থেকে ভিন্ন ছিলেন, তাই তাঁকে কষ্ট দিতে পারে নাই, এই জন্য তাঁর দেহে পেরেক বিঁদলেও আনন্দ মনে শত্রুদের মঙ্গল প্রার্থনা ক'রেছিলেন।

২৩ মৈ, বাঁশ, সিঁড়ি, দড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন বাড়ীর ছাদে উঠা যায়, তেমনি ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে, প্রত্যেক ধর্ম্মই এক একটী উপায় দেখিয়ে দিচ্চে।

২৪ মার পাঁচটী ছেলে আছে, তিনি কাহাকে চুষী, কাহাকে পুতুল, কাহাকে বা খাবার দিয়ে ভুলিয়ে রেখে আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিজের কাজ ক'রছেন। তার ভিতর যে ছেলেটী

খেলনা ফেলে মা বলে কাঁদ্‌চে তিনি তাকেই কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা ক'রছেন। মানুষ তুমিও অন্য জিনিষ নিয়ে ভুলে আছ এ সব ফেলে দিয়ে যখন তুমি ঈশ্বরের জন্য কাঁদ্‌বে তখনই তিনি এসে তোমায় কোলে নেবেন।

২৫ এ সংসার ঈশ্বরের রঙ্গভূমি। লীলা-রসময় হরি নানা ভাবে এখানে সদা লীলা করিতেছেন। মাতা যেমন সন্তানের হস্তে লাল চুষী দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, ঈশ্বর সেইরূপ নানাবিধ পদার্থ দিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। সন্তান চুষী ফেলিয়া দিয়া মা বলিয়া চীৎকার করিলে মাতা তৎক্ষণাৎ যেমন তাহার নিকট উপস্থিত হন, আমরাও যদি পার্থিব-মমতা বিহীন হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন করিতে পারি, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট উপস্থিত হন।

২৬ ঈশ্বরের অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যাঁর যে নামে, যে ভাবে তাঁকে ডাক্‌তে ভাল লাগে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাক্‌লে তাঁর ঈশ্বর লাভ হবে।

২৭ ঈশ্বর যদি সর্ব্বত্র বিদ্যমান তবে আমরা তাঁকে দেখ্‌তে পাই না কেন?

পানায় ঢাকা পুকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে তোমরা ব'ল্‌ছো পুকুরে জল নাই। যদি জল দেখ্‌তে চাও তবে পানা সরিয়ে ফেল। মায়ায় ঢাকা চোক্ নিয়ে তোমরা ব'ল্‌চো ঈশ্বরকে

আমরা দেখ্‌তে পাই না কেন? **যদি ঈশ্বরকে দেখ্‌তে চাও তবে মায়াকে সরিয়ে ফেল।**

২৮ মা আনন্দময়ীকে আমরা দেখ্‌তে পাই না কেন?

ইনি বড় লোকের মেয়ে চিকের আড়ালে থাকেন। ভক্ত সন্তানেরা মায়ারূপ চিকের ভিতর দিয়ে তাঁকে দেখেন।

২৯ তর্ক ক'রো না। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর কর, অন্যকেও তার মতের উপর সেই রকম নির্ভর ক'র্‌তে দাও। মিছে তর্কে কাকেও তার ভুল বোঝাতে পারবে না। **ঈশ্বরের কৃপা হ'লেই সকলে আপন আপন ভুল বুঝ্‌তে পার্‌বে।**

৩০ হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে পিদ্দিম জ্বাল্‌লে তখুনি আলো হয়। **হাজার জন্মের পাপ তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।**

৩১ মলয়-বাতাস বইলে যে গাছে সার আছে সে গাছে চন্দন হয়; কিন্তু অসার পেঁপে, বাঁশ, কলাগাছে কিছু হয় না। ভগবৎ কৃপা হ'লে যাদের সার আছে, তারাই মুহূর্ত্তের মধ্যে বদ্‌লে পবিত্র হ'য়ে ঈশ্বর ভাবে পূর্ণ হয় কিন্তু **অসার বিষয়াসক্ত মানুষের কিছু হয় না।**

৩২ ছেলে ব'ল্‌লে, মা আমায় ডেকে হাগিও, মা ব'ল্‌লে আমায় ডাক্‌তে হ'বে না, তোমার হাগাই তোমাকে ডাক্‌বে এখন।

৩৩ অন্নের জন্যে ভাব্‌তে হয় সাধনা করি কিরূপে ?

যাঁর জন্যে খাট্‌বে তিনিই খেতে দিবেন। যিনি পাঠাইয়াছেন তিনি আগেই খোরাকীর যোগাড় ক'রে রেখেছেন।

৩৪ কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী তরুণ সাধু ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, গৃহস্থের যুবতী কন্যা সাধুকে ভিক্ষা প্রদান করিতে আসিল। সাধু যুবতীর বক্ষের উপর দুটী উন্নত স্তন দেখিয়া অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল কন্যা ভিক্ষা দিতে চাহিল, কিন্তু সাধুর সে ভাব নাই, অগত্যা কন্যা ফিরিয়া গিয়া আপন মাতাকে জানাইল যে, সাধু ভিক্ষা লয় না এক দৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া থাকে। মাতা সাধুর নিকটে আসিয়া কারণ অনুসন্ধান করায় সাধু বলিলেন, "মা তোমার কন্যার বক্ষের উপর অত বড় দুইটী ফোঁড়া হ'য়েছে অথচ উনি কিরূপে স্থির হ'য়ে আছেন ? সামান্য একটা ফোঁড়া হ'লে মানুষ অস্থির হ'য়ে পড়ে, আর অত বড় দুটী ফোঁড়া হ'য়েছে অথচ কেমন ক'রে উনি স্থির হ'য়ে আছেন ?" মাতা বলিলেন, "উহা ফোড়া নহে, উহার নাম স্তন, উহার সন্তান হইবার সময় হইয়া আসিতেছে, এজন্য ভগবান আগু হইতে বক্ষে স্তন করিয়া দিয়াছেন, ঐ স্তনে দুগ্ধ হ'বে এবং সেই দুগ্ধ পান ক'রে শিশু জীবনধারণ ক'রবে।" সাধু এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "কি ! উহার সন্তান হ'বে তাহার জন্য ভগবান এত

আগু হ'তে দুধের যোগাড় করেছেন?" সাধু আর ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহার বোধ হইল যে, ভগবান এত দয়াময়, তিনি আমার জন্যও অবশ্য আহারের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন তবে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই কেন?

৩৫ যদি কারও ঠিক্ ঠিক্ সাধনার দরকার হয়, তিনি তার সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন। **গুরুর জন্য সাধকের ভাব্‌বার দরকার নাই।**

৩৬ এক সময়ে পথ দিয়া যেতে যেতে হঠাৎ এক সাধুর পা এক দুষ্ট লোকের গায়ে লেগেছিল। সে রেগে অন্ধ হ'য়ে সাধুকে ভয়ানক মার্‌লে। সাধু অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল। তাঁর শিষ্যেরা নানামতে তাঁর সেবা কর্‌তে ক'র্‌তে কিছু চৈতন্য হ'লে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "বলুন দেখি কে আপনার সেবা কচ্চে?" সাধু ব'ল্‌লেন, "যে আমায় মেরেছিল।"

৩৭ মানুষ বালিশের খোল, যেমন বালিশের খোলের উপর দেখ্‌তে কোনটা লাল, কোনটা কাল, কিন্তু সকলকার ভিতরে সেই একই তুলো। মানুষ দেখ্‌তে কেউ সুন্দর, কেউ কাল, কেউ সাধু, কেউ অসাধু কিন্তু **সকলের মধ্যে সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ ক'র্‌ছেন।**

৩৮ সকল জল নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান করা যায় না। সকল জায়গায় ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু সকল জায়গায় যাওয়া যায় না। যেমন কোন জলে পা ধোয়া যায় কোন জলে মুখ ধোয়া যায়, কোন জল বা খাওয়া যায়, কোনও

জল বা ছোঁয়া যায় না, তেমনি কোন যায়গার কাছে যাওয়া যায়, কোন জায়গার দূরে থেকে গড় ক'রে পালাতে হয়।

৩৯ বাঘের ভিতর ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু বাঘের সম্মুখে যাওয়া উচিত নয়। কু-লোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কু-লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

৪০ গুরু ব'ল্লেন, সকল পদার্থই নারায়ণ—শিষ্য তাই বুঝ্‌লে। পথের মধ্যে একটা হাতী আস্‌ছিল, উপর হ'তে মাহুত ব'ল্‌ছিল, "সরে যাও" "সরে যাও।" শিষ্য ভাব্‌লে "আমি সর্‌ব কেন ? আমিও নারায়ণ—হাতীও নারায়ণ, নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভয় কি ?" সে স'র্‌ল না। শেষে হাতী শুঁড় দিয়ে তাকে দূরে ফেলে দিলে। তার বড় লাগ্‌লো, পরে সে গুরুর কাছে এসে সমস্ত ঘটনা জানালে। গুরু ব'ল্লেন, "ভাল ব'ল্‌ছ তুমিও নারায়ণ হাতীও নারায়ণ কিন্তু উপর হ'তে মাহুতরূপে আর একজন নারায়ণ তোমাকে সাবধান হ'তে ব'ল্‌ছিল, তুমি তার কথা শুন্‌লে না কেন ?"

৪১ একজন সমস্ত দিন আখের ক্ষেতে জল দিয়ে শেষে দেখ্‌লে যে এক ফোঁটাও জল ক্ষেতে যায় নাই, দূরে কতকটা গর্ত্ত ছিল, তাদিয়ে সমস্ত বেরিয়ে গেছে। সেই রকম যিনি বিষয়বাসনা, সাংসারিক মানসম্ভ্রম ও সুখসচ্ছন্দতার দিকে মন রেখে উপাসনা ক'র্‌ছেন, সারা জীবন উপাসনা ক'রে শেষে তিনিও দেখ্‌তে পাবেন যে, ঐ সকল বাসনারূপ ছ্যাঁদা দিয়ে তাঁর সমুদায় উপাসনা বেরিয়ে গেছে, তিনি যেমন

মানুষ, তেমনি প'ড়ে আছেন, একটুও উন্নতি ক'রতে পারেন নাই।

৪২ যে সকল লোক উপাসনা ক'রলে ঠাট্টা করে, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করে, সাধনার সময় একেবারে তাদের কাছ থেকে দূরে থাক্‌বে।

৪৩ জল ও দুধ এক সঙ্গে রাখ্‌লে মিশে যায়, দুধ আর আলাদা থাকে না। ধর্ম্মপিপাসু নবীন সাধক সংসারে সকল রকম লোকের সঙ্গে মিশ্‌লে আপনার ধর্ম্মও হারিয়ে ফেলে, তার আগেকার বিশ্বাস, ভক্তি, উৎসাহ কোথায় চলে যায়, সে কিছুই টের পায় না।

৪৪ দল করা কি ভাল?

স্রোতের জলে দল হয় না, গেড়ে ডোবার বদ্ধ জলে দল হয়। যার মন ঈশ্বর পাবার জন্য দৌড়েছে, তার আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না। যে মান সম্ভ্রমের দিকে চেয়ে আছে, সেই দল বাঁধ্‌তে যায়।

৪৫ বেদ, তন্ত্র, পুরাণ সমুদায় উচ্ছিষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, কেন না বার বার মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, কিন্তু ব্রহ্ম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয় নাই, কেন না কেহই আজও তাঁকে মুখে ব'লতে পারে নাই।

৪৬ মেঘেতে যেমন সূর্য্যকে ঢেকে রাখে, মায়াতে

তেমনি ঈশ্বরকে ঢেকে রেখেছে, মেঘ স'রে গেলেই যেমনি সূর্য্যকে দেখা যায়, মায়া দূর হ'লে তেমনি ঈশ্বরকে দেখা যায়।

৪৭ মায়াকে চিন্‌তে পার্‌লে সে তখনি পালায়। এক গুরু শিষ্য-বাড়ী যাচ্ছিলেন, সঙ্গে চাকর ছিল না। পথের মাঝে এক মুচীকে দেখ্‌তে পেয়ে ব'ল্‌লেন; "ওরে আমার সঙ্গে যাবি? ভাল খেতে পাবি আদরে থাক্‌বি, চল্‌না।" মুচী ব'ল্‌লে, "ঠাকুর আমি অতি নীচ জাত, কেমন ক'রে আপনার চাকর হ'য়ে যাব?" গুরু ব'ল্‌লেন, "তাতে তোর কোন চিন্তা নাই, তুই কাকেও আপনার পরিচয় দিস্‌নি কি কারু সঙ্গে আলাপ করিস্‌ নি।" মুচী রাজী হ'লো। সন্ধ্যার সময় শিষ্য-বাড়ীতে গুরু সন্ধ্যা ক'র্‌ছেন, এমন সময় আর একজন ব্রাহ্মণ এসে সেই চাকরকে ব'ল্‌লেন, "অমুক জায়গা থেকে আমার জুতো জোড়াটা এনে দেত?" চাকর কথা কইলে না। ব্রাহ্মণ আবার ব'ল্‌লেন, সে তাতেও চুপ ক'রে রৈলো। ব্রাহ্মণ তিন চারবার ব'ল্‌লেন, সে তবুও নোড়ল না। শেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্‌লেন, "আরে বেটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিস্‌নে, তুই কি জাত, মুচী নাকি?" মুচী এ কথা শুনে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গুরুর দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে, "ঠাকুরমশায় গো! ঠাকুরমশায় গো! আমায় চিনেছে আমি পালাই।"

৪৮ হরিদাস বাঘের মুখোস মুখে দিয়ে একটা ছেলেকে

ভয় দেখাচ্ছিল। মা এসে ছেলেকে শান্ত কর্‌বার জন্য ব'ল্‌লেন, "ওকে আবার ভয় কি ? ও যে আমাদের হরে। ও কাগজের মুখোস মুখে দিয়েছে।" সে তাতেও থাম্‌লো না ; পরে যখন হরিদাস মুখোস খুলে তার সুমুখে দাঁড়ালো ও মুখোসটি তার হাতে দিয়ে শান্ত ক'রলে, তখন সে সব বুঝ্‌লে, আর মুখোসে ভয় পায় না। সেই রকম মায়ার ভিতর যিনি আছেন, তাঁকে জান্‌তে পার্‌লে আর মায়াকে ভয় হয় না।

৪৯ **জীবাত্মা ও পরমাত্মা কিরূপ ?**

যেমন স্রোতের জলে একটা লাঠি বা তক্তা আড় ক'রে ধ'রলে দু'ভাগ দেখায়, তেমনি **অখণ্ড পরমাত্মা মায়া-রূপ উপাধি দ্বারা দু'ভাগ দেখায়।**

৫০ যেমন জল ও জলের বুদ্‌বুদ। এক বুদ্‌বুদ যেমন জলেই উঠে, জলেই থাকে ও জলেই মেশায়, তেমনি **জীবাত্মা পরমাত্মা একই, তফাৎ এই যে, বড় ও ছোট— আশ্রয় ও আশ্রিত।**

৫১ সমুদ্রের জল দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গেলে তা নয়—স্বচ্ছ নির্ম্মল। **কৃষ্ণের রূপ দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গেলে তা নয়—স্বচ্ছ নির্ম্মল।**

৫২ কলের জাহাজ নিজে অনায়াসে চলে যায় ও বড় বড় গাধা বোট্‌কে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি **মহাপুরুষ যখন আসেন, তখন তিনি অনায়াসে বদ্ধ লোকদের টেনে নিয়ে যান।**

৫৩ যখন বন্যা আসে তখন খানা, ডোবা সমস্ত ভাসিয়ে নে যায়। বৃষ্টিতে সামান্য নালা দিয়ে কষ্টে জল যায় মাত্র। **যখন মহাপুরুষ আসেন, সকলেই তাঁহার কৃপায় ত'রে যায়।** সিদ্ধ লোক কষ্টে সৃষ্টে আপনি ঈশ্বর লাভ ক'রে চ'লে যান।

৫৪ বড় বড় বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন কত লোক তার উপর চ'ড়ে ভেসে যায়। তাতে সে ডোবে না। হাবাতে কাঠে সামান্য একটা কাক ব'সলেও ডুবে যায়। তেমনি **যখন মহাপুরুষ আসেন, কত লোকে তাঁরে আশ্রয় ক'রে তরে যায়। সিদ্ধ লোক নিজে কষ্টে সৃষ্টে যায় মাত্র।**

৫৫ রেলের ইঞ্জিন আপনি চ'লে যায় ও কত মাল বোঝাই গাড়ি টেনে নে যায়। **অবতারেরাও সেই রকম পাপ বোঝাই সংসারী লোকদের ঈশ্বরের নিকট টেনে নে যায়।**

৫৬ **সাধু মহাজনদিগকে নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা অগ্রাহ্য করে,** দূরস্থ লোকদিগের নিকট তাঁদের আদর হয়, ইহার কারণ কি?

বাজীকরের বাজী তাদের আত্মীয় লোকেরা দেখে না, দূরের লোক দেখে অবাক্ হ'য়ে যায়।

৫৭ বজ্র বাঁটুলের বীচি গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে গিয়ে দূরে পড়ে ও সেখানে গাছ হয়। সেই রকম ধর্ম্ম

প্রচারকদিগের ভাব দূরেতেই প্রকাশ হয় ও লোকে আদর করে।

৫৮ লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেই রকম মহাপুরুষদের কাছের লোকেরা বুঝ্‌তে পারে না, দূরের লোকেরা তাঁদের ভাবে মুগ্ধ হয়।

৫৯ যাঁর নিকট যে কিছু শিক্ষা পাই, তাঁকে গুরু না বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে গুরু বলিবার প্রয়োজন কি?

ব্যাকুল প্রাণে যে তাঁকে ডাকে, তার কিছুই দরকার নাই। কিন্তু সচরাচর সে রকম ব্যাকুলতা দেখা যায় না ব'লেই গুরুর দরকার হয়। গুরু এক, কিন্তু উপগুরু অনেক হ'তে পারে। যাঁর কাছে কিছু শিক্ষা পাই—তিনিই উপগুরু। অবধূত এই রকম চব্বিশটী উপগুরু ক'রেছিলেন।*

৬০ যেমন কোন অচেনা জায়গায় যেতে হ'লে যে জানে এমন একজনের কথামত চ'ল্‌তে হয়, অনেককে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে পথ গোল হ'য়ে যায়; সেই রকম ঈশ্বরের নিকট যেতে গেলে গুরুর কথা মত চল্‌তে হয়। এ নিমিত্ত একজন গুরুর দরকার।

৬১ একদিন মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে অবধূত দেখ্‌তে পেলেন, সুমুখে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে মহা

* ভাগবত ১১ স্কন্ধ ৭ অধ্যায় ৩২ শ্লোক হইতে ৮ম ও ৯ম অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত দেখুন।

জাঁকজমকে একটী বর আস্‌ছে, পাশে একটা ব্যাধ এক মনে আপনার লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে। এমন যে জাঁকজমকে বর আস্‌ছে, তার দিকে সে একবারও চেয়ে দেখ্‌ছে না। অবধূত সেই ব্যাধকে নমস্কার ক'রে ব'ললেন, "প্রভু! তুমি আমার গুরু, যখন আমি ধ্যানে ব'সবো, তখন যেন ঐ রকম লক্ষ্য করি।"

৬২ একজন মাছ ধ'রছে, অবধূত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "ভাই! অমুক যায়গা কোন পথে যাব?" তখন তার ফাৎনায় মাছ খাচ্চে, সে কোন উত্তর না দিয়ে আপনার মনে ফাৎনার দিকে লক্ষ্য করে রৈল। কাজ শেষ ক'রে পেছোন ফিরে ব'ল্‌ল, "আপনি কি ব'ল্‌ছেন।" অবধূত প্রণাম ক'রে ব'ললেন, "আপনি আমার গুরু, আমি যখন পরমাত্মার ধ্যানে ব'সবো তখন যেন এই রকম আপন কাজ শেষ না ক'রে অন্য দিকে মন না দিই।"

৬৩ এক বক আস্তে আস্তে একটা মাছ ধ'রতে যাচ্ছে, পেছনে এক ব্যাধ সেই বককে লক্ষ্য ক'র্‌ছে; কিন্তু বক সে দিকে চেয়েও দেখ্‌ছে না। অবধূত সেই বক্‌কে নমস্কার করে ব'ললেন, "আমি যখন ধ্যানে ব'সবো তখন যেন ঐ রকম পেছনে চেয়ে না দেখি।"

৬৪ একটা চিল মাছ মুখে ক'রে যাচ্ছে, শত শত কাক চিল এসে তার পেছোনে ঠুক্‌রে কামড়ে বিরক্ত ক'রে কেড়ে নেবার চেষ্টা ক'র্‌ছে। সে যে দিকে যায়, সমস্ত কাক চিল-

গুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছোনে পেছোনে যায়। শেষে সে বিরক্ত হ'য়ে মাছটা ফেলে দিলে, আর একটা চিল এসে সেটা নিলে, সমুদায় কাক চিলগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছোনে যেতে লাগ্‌লো। প্রথম চিলটী নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক গাছে ব'সে রইল। অবধূত সেই চিলের নিরাপদ অবস্থা দেখে প্রণাম ক'রে ব'ললেন, **বুঝ্‌লুম সংসারের ভার ফেলে দিতে পার্‌লেই শান্তি; নতুবা মহা বিপদ।**

৬৫ যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

শিষ্য গুরুর কোন কাজ দেখ্‌বে না, তিনি যাহা আজ্ঞা করেন, নতশিরে তাই পালন ক'রবে।

৬৬ মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কাণে।
জগৎ গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে॥

৬৭ তিন চার জন অন্ধ লোক হাতী দেখ্‌তে গেছে। তার ভিতর কেউ হাতীর পায়ে হাত দিয়ে এসে ব'ল্‌লে যে, হাতী থামের মত, কেউ শুঁড়ে হাত দিয়ে এসে ব'ল্‌লে যে, হাতী মোটা লাঠীর মত; কেউ পেটে হাত দিয়ে এসে ব'ল্‌লে যে, হাতী জালার মত; কেউ কাণে হাত দিয়ে এসে ব'ল্‌লে যে, হাতী কুলোর মত। এই রকম সবাই হাতীর চেহারা লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। গোলমাল দেখে একজন এসে ব'ল্‌লে, "তোমরা কি গোলমাল ক'র্‌ছ?" তাহারা

সকলে তাহাকে মধ্যস্থ করিল, সে সমুদায় শুনিয়া ব'ল্‌লে, "তোমরা কেহই ঠিক হাতী দেখ নাই; হাতী থামের মত নয়— হাতীর পা থামের মত; মোটা লাঠীর মত নয়—হাতীর শুঁড় লাঠীর মত; জালার মত নয়—হাতীর পেট জালার মত; কুলোর মত নয়—হাতীর কাণ কুলোর মত। এই সকল একত্র করিলে যা হয়, তাই হাতী।" সেই রকম **ঈশ্বরের এক দিক্ যাহারা দেখিয়াছে; তাহারা পরস্পর ঝগড়া করে।**

৬৮ ব্যাঙাচির ল্যাজ খ'সে গেলে ব্যাঙ্‌ হয়, তখন সে জলেও থাক্‌তে পারে, ডাঙ্গায়ও থাক্‌তে পারে। **অবিদ্যা রূপ ল্যাজ খ'সে গেলে মানুষ মুক্ত হয়।** তখন সে সচ্চিদানন্দেও থাক্‌তে পারে, সংসারেও থাক্‌তে পারে।

৬৯ বাহ্যিক চিহ্ন উপবীত রাখা ঠিক্ কি না?

আত্মজ্ঞান লাভ ক'রলে আর কোন বন্ধন থাকে না; তখন তার সকল বন্ধন আপনি খ'সে যায়, তখন বামুন শুদ্দুর বোধ থাকে না, এ অবস্থায় পৈতে আপনি প'ড়ে যায়। যখন সে বোধ থাকে তখন জোর ক'রে ফেলা উচিত নয়।

৭০ হাঁসের ঠোঁটে কি রকম রস আছে, সে দুধে জল মেশানো থাক্‌লে জল রেখে দুধটুকু খায়, অন্য পাখীতে তা পারে না। সেই রকম **ঈশ্বর মায়ায় মিশিয়ে**

আছেন, অন্যে তাঁকে আলাদা ক'রে দেখ্‌তে পারে না; যাঁরা পরমহংস তাঁরাই মায়াকে ফেলে ঈশ্বরকে নেন।

৭১ এ দেহ যখন অসার ও অনিত্য, তখন সাধু ভক্তেরা এ দেহের প্রতি এত যত্ন করেন কেন? খালি সিন্দুকের কেউ যত্ন করে না, যে সিন্দুকে মোহর, টাকা কি দামী জিনিষ থাকে, সকলে তাকে যত্ন ক'রে রক্ষা করে। যে হৃদয়ে তিনি বিরাজ ক'রছেন, যেখানে তাঁর নিত্য লীলা প্রকাশ হ'চ্চে, সাধু ভক্তগণ সেই দেহকে যত্ন না ক'রে থাক্‌তে পারেন না।

৭২ মেয়েরা রাত্রে স্বামীর সঙ্গে কি কথা ক'য়েছে, কারো কাছে বলে না—ব'লতে ইচ্ছাও হয় না, কোন রকমে প্রকাশ হ'লে লজ্জা পায় কিন্তু আপনার এক-বয়সীদের কাছে সমুদয় বলে—বলবার জন্য ব্যাকুল হয় ও ব'লে আনন্দ পায়। ঈশ্বরের ভক্তও যে ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, আলাপ ক'রে প্রাণে যে ভাব হয়, যার তার কাছে ব'লতে ইচ্ছা করেন না—ব'লে সুখ পান না, আর ব'লতে গেলে প্রাণে সে ভাব থাকে না। কিন্তু ভক্তের কাছে প্রাণ খুলে সব কথা বলেন—ব'লেও সুখ পান আর ব'লবার জন্যে ব্যাকুল হন।

৭৩ ভক্তেরা ভগবানের জন্যে সব ছেড়ে ছুড়ে দেন কেন?

পতঙ্গ একবার আলো দেখ্‌লে আর অন্ধকারে যায় না,

পিঁপড়ে গুড়ে প্রাণ দেয়, তবুও ফেরে না। ভক্তও সেই রকম ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দেয়, তবুও অন্য কিছু চায় না।

৭৪ মা বলিতে ভক্ত এত মত্ত হন কেন ?

মার কাছে যে আব্দার বেশী।

৭৫ ভক্ত একা থাকতে ভাল বাসেন না কেন ?

একা গাঁজা খেয়ে গাঁজাখোরের সুখ হয় না। ভক্তও গাঁজাখোরের মত একা নাম ক'রে তেমন আনন্দ পান না।

৭৬ যোগী সন্ন্যাসীরা সাপের জাত। সাপ নিজের জন্য কখনও গর্ত্ত করে না, ইঁদুরের গর্ত্তে থাকে, একটা গর্ত্ত ভাঙ্গলে আর একটায় যায়। যোগী সন্ন্যাসীরাও সেই রকম নিজের জন্য ঘর করেন না। পরের ঘরে আজ এখান, কাল সেখান ক'রে দিন কাটিয়ে দেন।

৭৭ গরুর দলে অন্য জন্তু ঢুক্‌লে গরুরা তাকে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু গরু এলে সকলে তার গা চাটাচাটি করে; সেই রকম যখন ভক্তের সঙ্গে দেখা হয়, তখন তারা উভয়ে আনন্দ পান ও সে সঙ্গ ত্যাগ ক'রতে ইচ্ছা করেন না; কিন্তু অভক্ত এলে তার সঙ্গে মিশেন না।

৭৮ সাধু হ'লেই সাধুকে চিন্‌তে পারে। যে সূতোর কাজ করে, সে সূতো দেখ্‌লেই কোন্ নম্বরের সুতো ব'লে দিতে পারে।

৭৯ একজন সাধু সমাধিস্থ হ'য়ে রাস্তার ধারে প'ড়ে আছেন। এমন সময় একজন চোর দেখে আপনাআপনি ব'ল্‌তে লাগলো, "এ নিশ্চয় চোর, সমস্ত রাত্রি চুরি ক'রে এখন পড়ে আছে, এখনি পুলিশ এসে ধ'রে নিয়ে যাবে আমি পালাই।" একজন মাতাল দেখে ব'ল্‌লে, "সমস্ত রাত্রি মদটদ্ টেনে খানায় পড়ে আছে, আমি পড়্‌চিনি বাবা।" শেষে একজন সাধু দেখে চিন্‌লে যে, ইনি সমাধিস্থ হ'য়ে প'ড়ে আছেন ও তাঁর পদসেবা ক'রতে লাগ্‌লেন।

৮০ অন্যকে মার্‌তে হ'লে ঢাল তরবারের দরকার হয়, কিন্তু আপনাকে মার্‌তে হ'লে সামান্য একটী নরুণ দিয়ে হয়। **লোককে শিক্ষা দিতে হ'লে অনেক শাস্ত্র পড়িতে হয়; কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ একটী কথায় বিশ্বাস ক'রলেই হয়।**

৮১ যে পুকুরে অল্প জল, তার উপর হ'তে আস্তে আস্তে জল খেতে হয়, নাড়্‌তে নাই। নাড়্‌লে তার ভিতর হ'তে ময়লা উঠে জল ঘোলা করে ফেল্‌বে। যদি পবিত্র হ'তে চাও, তবে **তুমি বিশ্বাস ক'রে সাধনা ক'রতে থাক মিছে শাস্ত্র বিচার, তর্ক ক'রো না; ক্ষুদ্র মন গুলিয়ে যাবে।**

৮২ এক বাগানে দুজন লোক বেড়াতে গিয়েছে। তার ভিতরে যার বিষয় বুদ্ধি বেশী, সে ঢুকেই বাগানে কটা আম গাছ, কোন গাছে কত আম হ'য়েছে, বাগানটার কত দাম

হ'তে পারে, এই রকম বিচার ক'রতে লাগ্‌লো। আর একজন মালির সঙ্গে ভাব ক'রে গাছতলায় ব'সে একটী ক'রে আম পাড়্‌তে লাগ্‌লো, আর খেতে লাগ্‌লো। বল দেখি কে বুদ্ধিমান? **আম খাও পেট ভ'রবে কেবল পাতা গুণে কিম্বা হিসাব কিতাব ক'রে লাভ কি?** যাঁরা জ্ঞানাভিমানী, তাঁরা শাস্ত্রীয় মীমাংসা তর্কযুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, **বুদ্ধিমান লোক ঈশ্বরের সঙ্গে ভাব ক'রে এ সংসারে পরমানন্দ ভোগ করেন।**

৮৩ কাঁচা ময়দা গরম ঘিয়ে ফেলে দিলে কল্‌কল্ ক'রে শব্দ হয়, কিন্তু ময়দা যত ভাজা হ'তে থাকে, তত শব্দ কম হ'য়ে আসে। ভাজা হ'লে আর শব্দ হয় না। অল্প জ্ঞান পেয়ে মানুষ বক্তৃতা দিতে ও বাহ্য আড়ম্বর ক'রতে থাকে, কিন্তু পুরো জ্ঞান হ'লে আর আড়ম্বর থাকে না।

৮৪ সংসারের মধ্যে বাস ক'রে যিনি সাধনা ক'রতে পারেন, তিনিই ঠিক বীর সাধক।

৮৫ সংসার ও ঈশ্বর উভয় কার্য্য কি একত্রে সম্ভবে?

একটী স্ত্রীলোক এক হাতে ঢেঁকিতে চিঁড়ে নাড়্‌চে, আর এক হাতে ছেলেকে বুকে নিয়ে মাই খাওয়াচ্ছে, মুখে হয় ত কোন লোকের সঙ্গে চিঁড়ের হিসাব ক'র্‌ছে এই রকম সে অনেক কাজ ক'রছে বটে, কিন্তু তার মন আছে যেন ঢেঁকিটী হাতে না পড়ে। **সংসারে থেকে সকল কাজ**

কর; কিন্তু দৃষ্টি রেখো যেন তাঁর পথ হ"তে দূরে না যাও।

৮৬ কুমীর জলের উপর ভাস্‌তে বড় ভালবাসে, কিন্তু কি করে, মানুষের অত্যাচারে প্রাণভয়ে জলের ভিতর থাকৃতে হয় উপরে ভাস্‌তে পারে না। তবুও সে সুবিধা পেলে হুস্‌হুস্‌ ক'রে জলের উপরে এক একবার ভাসে। হে সংসারী জীব! সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাস্‌তে তোমারও ইচ্ছা হয় আমি জানি; কিন্তু কি ক'রবে একান্তই যদি স্ত্রী পুত্র পরিজনের কাজে তোমাকে ডুবিয়ে রাখে, তবে মাঝে মাঝে এক একবার হরিকে স্মরণ ক'রো, তাঁর কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা ক'রো, দুঃখ জানাইও, তিনি ঠিক সময়ে অবশ্যই তোমাকে মুক্ত ক'রবেন।

৮৭ শব সাধন ক'রতে হ'লে পাশে ছোলা ও মদ রাখ্‌তে হয়। সাধনার কোন সময় যদি ঐ শব জেগে হাঁ করে, তখন ঐ ছোলা ও মদ তার মুখে দিলে সে স্থির হবে, না পেলে তোমার সাধনার ব্যাঘাত ক'রবে। সংসারের মধ্যে থেকে সাধনা ক'রতে হ'লে, আগে সংসারের খরচ পত্রের ঠিক ক'রে ব'সতে হবে; না হ'লে তোমার সাধনার ব্যাঘাত ক'রবে।

৮৮ বাউল যেমন দুহাতে দুরকম বাজনা বাজায় আর মুখে গান করে। হে সংসারী জীব! তুমিও হাতে কর্ম্ম

কর ; কিন্তু মুখে ঈশ্বরের নাম সর্ব্বদা ক'রতে ভুলো না।

৮৯ অসতী স্ত্রীলোক বাপ মা ও সমস্ত পরিবারের ভিতর থেকে সংসারের কাজ কর্ম্ম করে, কিন্তু তার মন থাকে সেই উপপতির প্রতি। **হে সংসারী জীব! মন ঈশ্বরে রেখে, তুমিও বাপ মা ও পরিবারের কাজ করিও।**

৯০ ধনীদের ঘরের দাসীরা মনিবের ছেলেদিগকে মার মতন পালন করে, কিন্তু মনে মনে তারা নিশ্চিত জানে যে, ঐ সকল ছেলেদের উপর তাদের কোন অধিকার নাই। সেই রকম তুমিও তোমার ছেলেদের যত্ন ক'রে পালন ক'রো ; কিন্তু মনে মনে জেনো যে, ঐ সকলের উপর তোমার কোন অধিকার নাই।

৯১ বিবেক বৈরাগ্য ছাড়া শাস্ত্র পড়া মিছে। **বিবেক বৈরাগ্য ছাড়া ধর্ম্মলাভ অসম্ভব।** [সদসৎ বিচার, দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক জ্ঞান করিবার ক্ষমতা, এবং প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানকে বিবেক ; বিষয়-তৃষ্ণা বা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগকে বৈরাগ্য বলে।]

৯২ **মানুষ আপনাকে চিন্‌তে পারলে অন্যকে ও ঈশ্বরকে চিন্‌তে পারে।** আমি কে? হাত, পা, রক্ত, মাংস, আত্মা এর কোন্‌টা আমি? ভালরূপ বিচার ক'রলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, "আমি" বলে কোন জিনিষ

নাই। প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে প্যাঁজ ব'লে যেমন কোন জিনিষ থাকে না; "আমি কে" বিচার ক'রলে সেইরূপ "আমি" বলে কিছুই পাই না। শেষে যা থাকে তা ঈশ্বর। আমিত্ব দূর হ'লে ঈশ্বর দেখা দেন।

৯৩ **কলিকালে ঈশ্বরের নাম করাই একমাত্র সাধনা।**

৯৪ **ঈশ্বরকে দেখবার ইচ্ছা থাক্‌লে নামে বিশ্বাস ও সদসৎ বিচার করা চাই।**

৯৫ হাতীকে ছেড়ে দিলে চারিদিকের গাছপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যায়; কিন্তু তার মাথায় ডাঙ্গস মার্‌লে ঠাণ্ডা হয়। **মনকে ছেড়ে দিলে সে নানারকম ভাবে, কিন্তু বিবেকরূপ ডাঙ্গস্ মারিলে সে স্থির হয়।**

৯৬ **ধ্যান ক'রবে কোণে, বনে আর মনে।**

৯৭ **মনকে একাগ্র করবার জন্যে ধ্যান করবার আগে হাততালি দিয়ে খানিকক্ষণ "হরিবোল, হরিবোল" ব'লবে।** গাছের তলায় হাততালি দিলে যেমন গাছের পাখী উড়ে যায়, তেমনি **"হরিবোল, হরিবোল" ব'ললে কুচিন্তা মন থেকে চ'লে যায়।**

৯৮ **উপাসনা কতক্ষণ দরকার, যতক্ষণ নামে অশ্রুপাত না হয়।** হরিনাম শুন্‌লে যাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে, তাঁর আর উপাসনা ক'রবার দরকার নাই।

৯৯ এক ডুবে রত্ন না পেলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে ক'রো না। ডুব দিতে দিতে রত্ন মিল্‌বেই মিল্‌বে। **অল্প সাধনা ক'রে ঈশ্বর দর্শন হ'লো না ব'লে হতাশ হইও না।** ধৈর্য্য ধ'রে সাধনা ক'রতে থাক, যথাসময়ে ঈশ্বর-কৃপা তোমার উপর প'ড়বেই প'ড়বে।

১০০ এক কাঠুরে বন থেকে কাঠ কেটে এনে দুঃখকষ্টে দিন কাটাত। হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তার দুঃখ দেখে বল্‌লেন, "বাপুহে এগিয়ে যাও।" কাঠুরে ব্রাহ্মণের কথা শুনে কিছু এগিয়ে গিয়ে একটা চন্দন বন পেলে এবং সেদিন যত পারলে চন্দন কাঠ কেটে এনে বাজারে বেচে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী টাকা পেলে। পরদিন সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো যে ঠাকুর মহাশয় আমাকে চন্দন কাঠের কথা তো কিছু বলেন নাই, শুধু "এগিয়ে যাও" বলেছিলেন? অতএব আমি এগিয়ে যাই। সে এগুতে লাগ্‌লো এবং কিছু দূর গিয়ে একটা তামার খনি পেলে। সেদিন যত পার্‌লে তামা এনে বেচে আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশী টাকা পেলে। কিন্তু সে তাতে না ভুলে দিন দিন আরও যত এগুতে লাগ্‌লো, ক্রমে ক্রমে রূপা, সোণা, হীরার খনি পেয়ে ধনী হয়ে প'ড়্‌লো। ধর্ম্মরাজ্যেরও ঐ কথা, **যদি জ্ঞানী হ'তে চাও তবে এগিয়ে যাও। সাধনার কোন বিশেষ অবস্থা** (যেমন অষ্ট সিদ্ধাই ইত্যাদি) **পেয়ে আহ্লাদে ভুলোনা।** এগুতে থাক অমূল্যধনে ধনী হ'বে।

১০১ **সাধুসঙ্গ ধর্ম্মসাধনের একটী প্রধান অঙ্গ জানিবে।**

১০২ **চারা গাছকে প্রথমে বেড়া দিয়ে রক্ষা ক'র্‌তে হয়,** না হ'লে ছাগল গরু এসে তাকে নষ্ট ক'রে ফেলে। গাছ একবার বড় হ'লে আর সে ভয় থাকে না, তখন শত শত গরু ছাগল এসে তার তলায় আশ্রয় লয় ও তার পাতায় পেট ভরায়। সাধনার প্রথম অবস্থায় আপনাকে কুসঙ্গ বিষয়বুদ্ধি ও সংসার ইত্যাদি হ'তে রক্ষা ক'রতে হ'বে, না ক'রলে সমুদয় ধর্ম্মভাব নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে। কিন্তু একবার সিদ্ধ হ'লে আর কোন ভয় নাই। হাজার হাজার সংসার ও কুসঙ্গ তখন তোমায় নষ্ট ক'রতে পা'রবে না, বরং অনেকে তোমার কাছে এসে শান্তি পাবে।

১০৩ হাতীর গা পরিষ্কার ক'রে দিলে তখনি ময়লা ক'রে ফেলে। কিন্তু গা পরিষ্কার ক'রে যদি ঘরের ভিতর বদ্ধ ক'রে রাখা যায়, তা হ'লে আর গা ময়লা হয় না। সংসারের মধ্যে যতই পবিত্রতা লাভ কর না কেন, আবার অপবিত্র হ'য়ে পড়্‌বে। **মনকে পবিত্র ক'রে ঈশ্বরের উপর বদ্ধ ক'রে রাখ্‌লে পবিত্র থাক্‌বে, সংসারে ছেড়ে দিলে আবার ময়লা হ'য়ে যাবে।**

১০৪ **মরবার আগে মনে যে ভাব হয়, পর-জন্মে সেই আকার ধরে,** সেই জন্য সাধনার দরকার।

ক্রমাগত অভ্যাসে মনে আর কোন ভাব উঠে না তখন ঈশ্বরই মনে পড়ে।

১০৫ আমিত্ব কি সম্পূর্ণ দূর হ'বে না?

পদ্মের পাপড়ী খ'সে যায়, কিন্তু তার দাগ যায় না; আমিত্ব যায়, কিন্তু একটু দাগ থাকে, সে দাগে কোন কার্য্য হয় না।

১০৬ সাধকের বল কি?

ছেলেদের মত সাধকের কান্নাই বল।

১০৭ তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই? সতীর যেমন পতিতে মন, কৃপণের যেমন টাকাতে মন, তেমন তাঁতে চাই।

১০৮ মানবীয় ভাব কেমন ক'রে যায়?

ফল বড় হ'লে ফুল আপনি খ'সে যায়, দেবত্ব বাড়্‌লে নরত্ব থাকে না।

১০৯ পুস্তক পাঠে কি ভক্তি লাভ হয়?

পাঁজিতে ২০ আড়া জল লেখা আছে, কিন্তু নেংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না। তেমনি পুঁথিতে অনেক ধর্ম্মকথা লেখা আছে, কিন্তু প'ড়লে ধর্ম্ম হয় না—সাধনা চাই।

১১০ দশবার গীতা উচ্চারণ ক'রলেই গীতার অর্থ বোঝা যায়, যেমন গীতা-গী-ত্যাগী-ত্যাগী অর্থাৎ হে বদ্ধজীব! সমুদয় ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরেতে মন দাও।

১১১ যে মুসলমান 'আল্লাহো' 'আল্লাহো' ক'রে চীৎকার করছে, জেনো সে আল্লাকে পায় নাই, যে পেয়েছে সে চুপ্ ক'রে ব'সে আছে।

১১২ কলসী পূর্ণ হ'লে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ। যে ভগবান পায়নি সেই ভগবান সম্বন্ধে নানা গোল করে আর যে তাঁর দর্শন পেয়েছে, সে স্থির হ'য়ে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করে।

১১৩ মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চারিদিকে গুন্ গুন্ করে, ততক্ষণ সে মধু পায় নাই। মধু পেলে আর সে গুন্ গুন্ করে না, চুপ ক'রে মধু পান করে। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম্ম ল'য়ে গোল করে, ততক্ষণ সে ধর্ম্মের আস্বাদ পায় নাই, পেলে চুপ্ করে যায়।

১১৪ জাহাজের কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে থাকে, তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তা হ'লে কোনও ভয় থাকে না।

১১৫ বানরের বাচ্চা আপনার মাকে জড়িয়ে থাকে, কিন্তু বিড়ালের ছানা প'ড়ে প'ড়ে কেবল ম্যাঁও ম্যাঁও ক'রে ডাকে। বাঁদরের বাচ্চা যদি হাত ছেড়ে দেয়, তা হ'লে প'ড়ে যায়, কারণ সে নিজে মাকে ধ'রে আছে। আর বেড়ালের ছানাকে মা মুখে ক'রে ধ'রে থাকে, তার আর প'ড়বার ভয় নাই। প্রথমটী পুরুষকার, শেষটী নির্ভর।

১১৬ হিন্দুস্থানী মেয়েরা মাথায় ক'রে চার পাঁচটী জল-ভরা কলসী নিয়ে যায়, পথে আত্মীয়দের সঙ্গে গল্প করে, সুখ-

দুঃখের কথা কয়, কিন্তু তাদের মন থাকে মাথার কলসীর উপর, যেন সেগুলি প'ড়ে না যায়। ধর্ম্মপথের পথিকদেরও সকল অবস্থার ভিতরে ঐ রকম দৃষ্টি রাখ্‌তে হ'বে, মন যেন তাঁর পথ থেকে সরে না যায়।

১১৭ হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আঠা লাগে না, তেমনি জ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে থাক্‌লে কামিনী-কাঞ্চনের ময়লা (আঠা) লাগে না।

১১৮ সাঁতার শিখ্‌তে হ'লে অনেক দিন জলে হাত পা ছুঁড়্‌তে হয়, একেবারেই সাঁতার দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম-সাগরে সাঁতার শিখ্‌তে হ'লেও আগে অনেক-বার উঠ্‌তে পড়্‌তে হয়, একেবারেই হয় না।

১১৯ যাত্রার দলে দেখেছ, যতক্ষণ খোল খচ্‌মচ্‌ ক'র্‌ছে, "কৃষ্ণ এসহে" "কৃষ্ণ এসহে" ব'লে চীৎকার ক'রে গান ক'রছে, কৃষ্ণের তখন ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আপন মনে সাজঘরে তামাক খাচ্চে আর গল্প ক'রছে; যখন সে সকল থাম্‌লো, নারদ ঋষি মৃদুস্বরে প্রেমভরে গান ধ'রলেন, কৃষ্ণ আর থাক্‌তে পার্‌লেন না, অমনি ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে আসরে নেমে প'ড়লেন। সাধ-কের ভিতরেও সেইরূপ। যতক্ষণ সাধক "প্রভু এস হে! প্রভু এস হে!" ব'লে চেঁচাচ্ছে, ততক্ষণ জেনো প্রভু সেখানে আসেন না। প্রভু যখন আস্‌বেন, সাধক তখন ভাবে গদ-গদ হ'বে, আর চেঁচাবে না। সাধক যখন গদগদ

ভাবে ডাকে, তখন প্রভু আর দেরি ক'রতে পারেন না।

১২০ যে জিনিষ লাভ ক'রতে চাও সেই রকম সাধনা কর তা না ক'রলে কি হ'বে? দুধে মাখন আছে ব'লে চেঁচালে মাখন বেরোবে না। যদি মাখন বার ক'রতে চাও, তবে দুধকে দৈ কর, তাকে মন্থন কর, মাখন বেরোবে। সেই রকম যদি ঈশ্বর লাভ ক'রতে চাও সাধনা কর, ঈশ্বর দর্শন পাবে। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর ব'লে গোলমাল ক'রলে কি হ'বে।

১২১ সিদ্ধি সিদ্ধি ব'লে চেঁচালে সিদ্ধির নেশা হ'বে না, সিদ্ধি এনে বাটো, খাও, তবে সিদ্ধির নেশা হ'বে। খালি ঈশ্বর ঈশ্বর ব'লে চীৎকার ক'রলে কি হবে? নিয়মিত সাধনা কর, নিশ্চয়ই সে আনন্দ পাবে।

১২২ মুক্তি হ'বে কবে? "আমি" যাবে যবে। যখন "আমিত্ব" নষ্ট হ'বে, তখন মুক্ত হ'বে।

১২৩ পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে যেমন আর একটা কাঁটা দিয়ে বার ক'রে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দেয়, সেই রকম অবিদ্যা নাশ ক'রতে হ'লে বিদ্যা মায়ার দরকার হয়। শেষে জ্ঞান লাভ হ'লে বিদ্যা অবিদ্যা দুটোই চ'লে যায়।

১২৪ মায়ার হস্ত হ'তে রক্ষা পা'বার জন্য আমরা কিরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইব?

মায়ার হাত থেকে রক্ষা পা'বার জন্য যে **ব্যাকুল হয়, ভগবান তাঁর কাছে আপনি উপায় ব'লে দেন। ব্যাকুলতাই দরকার।**

১২৫ **মায়াকে চিন্‌তে পা'রলেই মায়া আপনি পালায়;** যেমন চোর বাড়ী এসেছে, গেরস্থ টের পেলে চোর আপনি পালায়।

১২৬ **সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুব্‌তে হবে।** যদি বল কামক্রোধ রূপ কুমীর ধ'রবে, তা হ'লে বিবেক বৈরাগ্য-রূপ হলুদ মেখে ডুব দাও।

১২৭ **যখন কোন খারাপ যায়গায় যাবে, তখন মা আনন্দময়ীকে সঙ্গে লয়ে যেও।** তা হ'লে অনেক মন্দ কাজ করবার ইচ্ছে থাকলেও তা থেকে রক্ষা পাবে। **মার কাছে থাক্‌লে লজ্জায় মন্দ কাজ ক'রতে পার্‌বে না।**

১২৮ **তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকা কি আবশ্যক?**

তিনি পিঁপড়ের পায়ের শব্দও শুন্‌তে পান। তোমার যে রকমে ইচ্ছে ডেকো, তিনি শুন্‌তে পাবেন।

১২৯ **শরীরের প্রতি আসক্তি কমে কিসে?**

মানুষ হাড় মাংসের ঘরকন্না করে, এ দেহখানা কেবল হাড়, মাস, পূঁজ, রক্ত, মল ও মূত্রের আধার এ সকল বিচার ক'রলে তার উপর আর আসক্তি থাকে না।

১৩০ **সাধকের কোনরূপ ভেক ধারণ করা কি ঠিক?**

ভেক্ ধারণ ভাল, গেরুয়া প'রলে ও খোল করতাল নিলে মুখে খেয়াল টপ্পা আসে না। কালা পেড়ে ধুতি প'রে বাঁকা সিঁতে কেটে ছড়ি হাতে ক'রে বেরুলে নিধুর টপ্পা গাইতে ইচ্ছে হয়।

১৩১ **এক এক বার মনে বেশ ভাব হয়, কিন্তু থাকে না কেন ?**

বেঁশো আগুন নিবে যায়, ফুঁ দিয়ে রাখ্‌তে হয়—সাধনা চাই।

১৩২ **হরির আগমন কিরূপে হয় ?**

সূর্য্য ওঠবার আগে যেমন অরুণোদয়।

১৩৩ যেমন রাজা কোন চাকরের বাড়ীতে যা'বার আগে আপনার ভাঁড়ার হ'তে বাড়ীর সাজ সজ্জা ও তাঁর বসবার মত আসন, খাবার ইত্যাদি পাঠিয়ে দেন; সেই রকম হরি আ'সবার আগে নিজের সমস্ত যোগাড় ক'রে ভক্তের বাড়ীতে আগে পাঠান। **প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা** সাধকের হৃদয়ে আগে দেন।

১৩৪ **বিষয় বাসনা কিরূপে দূর হয় ?**

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোটী কোটী সুখের জমাট বাঁধা, তাঁহাকে যাঁহারা সম্ভোগ করেন, তাঁদের আর বিষয় সুখ ভাল লাগে না।

১৩৫ **হৃদয়ের কিরূপ অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয় ?**

হৃদয় স্থির হ'লে ঈশ্বর দর্শন হয়। হৃদয়রূপ সরোবর যখন কামনারূপ বায়ুতে চঞ্চল থাকে, তখন ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব।

১৩৬ **ঈশ্বরকে কি প্রকারে লাভ করা যায়?**

রাঙ্গানুড়ো রুই মাছ ধ'রতে যেমন ছিপ ফেলে ধৈর্য্য ধ'রে ব'সে থাকৃতে হয়। সেই রকম ধৈর্য্য ধ'রে সাধনা করা চাই।

১৩৭ বাছুর বিশবার পড়ে, বিশবার উঠে, তারপর দাঁড়াতে পারে। সাধনা ক'রতে গেলে তেমনি অনেক বার প'ড়ে যায়, তারপর সিদ্ধ হয়।

১৩৮ দুই জনে শব সাধনা ক'রতে গিয়ে একজন ক্ষেপে গেল, আর একজন শেষরাত্রে মার দর্শন পেয়ে মাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "মা! ও ক্ষেপে গেল কেন?" তিনি ব'ললেন, "তুইও অমন কত জন্মে কত বার পাগল হ'য়েছিলি, তারপর আমার দেখা পেলি।"

১৩৯ হিন্দুদের মধ্যে যখন নানা মত প্রচলিত র'য়েছে, তখন আমরা কোন্ মত গ্রহণ ক'রব?

পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন যে, ঠাকুর সচ্চিদানন্দ রূপের খেই (মূল) কোথা? মহাদেব ব'ললেন "**বিশ্বাস।**" মতে কিছু আসে যায় না, যিনি যে মতে দীক্ষিত হ'য়েছেন, বিশ্বাসের সহিত তিনি তারি সাধনা করুন।

১৪০ সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা সদা সর্ব্বদা হাঁ ক'রে জলের উপর ভাসে, কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাদের মুখে প'ড়লে তারা মুখ বন্ধ ক'রে একেবারে জলের

নীচে চলে যায়, আর উপরে আসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুপ্তমন্ত্র-রূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।

১৪১ চক্‌মকি পাথর শত বৎসর জলের ভিতর প'ড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না, তুলে লোহার ঘা মার্‌বা মাত্র আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত, হাজার হাজার অপবিত্র সংসারীর ভিতর প'ড়ে থাক্‌লেও তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎ কথা হ'লেই সে উন্মত্ত হয়।

১৪২ স্রোতের জল বেগে যেতে যেতে এক এক জায়গায় ঘুরতে থাকে, কিন্তু তখনি আবার সোজা হ'য়ে বেগে চলে যায়। পবিত্রাত্মা ধার্ম্মিকদের মনেও কখন কখন অবিশ্বাস, নিরাশা, দুঃখ প্রভৃতির আভা পড়ে, কিন্তু অধিকক্ষণ থাক্‌তে পারে না। শীগ্‌গীর চ'লে যায়।

১৪৩ একজন পাত্‌কো খুঁড়তে গিয়ে দু'হাত মাটী কেটেছে এমন সময় আর একজন এসে ব'ল্‌লে, "ভাই তুমি মিছে পরিশ্রম ক'রছ কেন? এর নীচে জল পাবে না শুধু বালি বেরোবে।" সে তার কথা শুনে সে জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় মাটী কাট্‌তে লা'গলো। সেখানে আর একজন এসে ব'ল্‌লে, "ভাই এখানে আগে কুয়ো ছিল, মিছে কষ্ট

ক'রছ কেন? কিছু দক্ষিণ দিকে এগিয়ে কাট্‌লে সুন্দর জল বেরোবে।" সে তখুনি তাই ক'র্‌লে। সেখানে আর একজন এসে আবার বারণ ক'র্‌লে। এই রকম সে যত জায়গা ঠিক ক'রে ঐ রকমে বাধা পায়। তার আর কুয়ো কাটা হ'লো না। ধর্ম্ম পথেও এই রকমে অনেকে সর্ব্বস্ব হারিয়েছেন। আজ যা বিশ্বাস ক'রলেন, বিপদে, কষ্ট-পরীক্ষায় প'ড়ে কাল তা ত্যাগ ক'র্‌লেন, শেষে হয় একেবারে নাস্তিক হ'য়ে প'ড়লেন না হয় স্থির সিদ্ধান্ত ক'র্‌লে, "এজীবনে ধর্ম্মলাভ অসম্ভব।" **একটা ধ'রে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে থাক্‌তে হয়।**

১৪৪ পাথর হাজার বছর জলের মধ্যে প'ড়ে থাকলেও তার ভিতর জল ঢোকে না, কিন্তু মাটীতে জল লাগ্‌লে তখুনি গ'লে যায়। **বিশ্বাস হৃদয় হাজার হাজার পরীক্ষার মধ্যে প'ড়লেও হতাশ হয় না।** কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষ সামান্য কারণেই ট'লে যায়।

১৪৫ রেলগাড়ী অনায়াসেই ভারি বোঝাই নিয়ে যায়। **বিশ্বাসী ভক্ত সন্তানও এই সংসারের ভার মাথায় ল'য়ে অনায়াসে তাঁর উপর ভক্তি-বিশ্বাস রেখে চলে যান;** কোন কষ্ট বোধ করেন না।

১৪৬ বালকের স্বভাব যেমন টাকা কড়ি ফেলে, পুতুল লয়। **বিশ্বাসী ভক্ত ছাড়া,** সংসারে ধন মান ফেলে, **ঈশ্বরকে ফেলে কেউ নিতে চায় না।**

১৪৭ বালক যেমন খুঁটি ধ'রে বন্‌বন্ ক'রে ঘুরতে থাকে, পড়বার ভয় করে না ; সংসারে সেই রকম ঈশ্বরকে ধ'রে সকল কাজ কর নিরাপদে থাক্‌বে।

১৪৮ মাঠের জল কেউ ব্যবহার না ক'রলেও রৌদ্রে আপনি শুকিয়ে যায়। পাপী মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভর ক'রে প'ড়ে থাক্‌লে তাঁর দয়াগুণে আপনা আপনি পবিত্র হ'য়ে যায়।

১৪৯ খানদানী চাষা ১২ বৎসর অনাবৃষ্টি হ'লেও চাষ দিতে ছাড়ে না। ঠিক বিশ্বাসী সমস্ত জীবনে তাঁর দর্শন না পেলেও তাঁকে ছাড়ে না।

১৫০ এক জন্মেই ঈশ্বর লাভ ক'রব। তিন দিনে লাভ ক'রব। একবার নাম ক'রব আর লাভ ক'রব। এই রকম জোর ভক্তি হওয়া চাই। হচ্চে হ'বে যে মেদাটে ভক্তি ওটা ভাল নয়।

১৫১ আত্মসমর্পণ চেয়ে সহজ সাধনা আর নাই। আত্ম-সমর্পণ—আমার ব'লে কোন অহঙ্কার মনে না থাকা।

১৫২ নির্ভরতা কেমন? অত্যন্ত পরিশ্রমের পর যেমন তাকিয়া ঠেস দিয়ে তামাক টানা। (অর্থাৎ কোন ভাবনা চিন্তা নাই যা করবার তিনি ক'রবেন।)

১৫৩ এঁটো শালপাতা যেমন ঝড়ে উড়ে বেড়ায়, নিজে কোন চেষ্টা করে না, সেই রকম যে তাঁর উপর নির্ভর

ক’রে থাকে, তাকে ঈশ্বর যেমন চালান সেই মত চলে, তার নিজের কোন চেষ্টা থাকে না।

১৫৪ পাকা আম ঠাকুরের সেবায় ও সকল কাজে লাগ্‌তে পারে, কিন্তু একবার কাকে ঠোক্‌রালে আর কোন কাজে লাগে না। দেব সেবায় আর সে আম দেওয়া যায় না, ব্রাহ্মণকেও দান করা যেতে পারে না, আপনি খাওয়াও উচিত নয়। পবিত্র-হৃদয় বালক ও যুবাদের ধর্ম্মপথে ল’য়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত, কেননা তাদের ভিতর বিষয় বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই। একবার বিষয় বুদ্ধি ঢুক্‌লে বা স্ত্রী রাক্ষসী কামড়ালে আর সে পথে লয়ে যাওয়া ভার।

১৫৫ বাপ এক ছেলেকে কোলে নিয়েছে, আর এক ছেলে বাপের হাত ধ’রে মাঠ দিয়ে যাচ্চে; যেতে যেতে একটা চিল দেখে, যে ছেলে বাপের হাত ধ’রেছিল সে হাত ছেড়ে আহ্লাদে হাততালি দিয়ে “বাবা কেমন পাখী” ব’লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু হাত ছেড়ে দেওয়াতে হোঁচোট্‌ খেয়ে প’ড়ে গেল, আর যে ছেলে বাপের কোলে ছিল, সেও চিল দেখে আনন্দে হাততালি দিতে লাগ্‌লো, কিন্তু প’ড়লো না, কারণ বাপ তাকে ধ’রে আছে। প্রথমটী পুরুষকার, শেষটী নির্ভর।

১৫৬ গুরু মিলে লাখেলাখ চেলা না মিলে এক। উপদেষ্টা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু উপদেশ পালন ক’রতে পারে, এরূপ লোক অতি অল্প মিলে।

১৫৭ সূর্য্য-কিরণ সব জায়গায় সমান হ'লেও জলের ভিতর, আর্শীতে ও সকল রকম স্বচ্ছ জিনিষের ভিতর বেশী উজ্জ্বল দেখায়। ঈশ্বরের প্রকাশ সকল হৃদয়ে সমান হ'লেও সাধুদের হৃদয়ে বেশী প্রকাশ পায়।

১৫৮ সকল পিঠের এঁথেল এক চালের গুঁড়োয় তৈয়ার হয়, কিন্তু পুরভেদে পিঠে ভাল মন্দ হ'য়ে থাকে। সকল মানুষের শরীর এক জিনিষে গড়া বটে, কিন্তু হৃদয়ের পবিত্রতা অনুসারে ভালমন্দ হ'য়ে থাকে।

১৫৯ **ধর্ম্ম বিকৃতভাব ধারণ করে কেন?**

আকাশের জল নির্ম্মল ও পরিষ্কার কিন্তু যেমন ছাত ও নল দিয়ে বেরোয়, সেই রকম ঘোলা ও ময়লা হ'য়ে থাকে।

১৬০ নুনের পুতুল, কাপড়ের পুতুল ও পাথরের পুতুলকে সমুদ্রে ফেলে দিলে নুনের পুতুল একেবারে গলে যায়, তার অস্তিত্ব থাকে না। কাপড়ের পুতুলে জল ঢোকে বটে, কিন্তু সে জলের সঙ্গে মেশে না, ইচ্ছা ক'রলে তাকে জল থেকে ভিন্ন করা যায়। পাথরের পুতুলে জল কোন মতে ঢোকে না। মুক্ত জীব নুনের পুতুলের মত, সংসারী জীব কাপড়ের পুতুলের সমান, আর বদ্ধ জীব পাথরের পুতুলের মত।

১৬১ সত্ত্ব, রজ ও তমঃ * এই তিন রকম প্রকৃতিতে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব হয়।

---

* ভগবদগীতা ১৪ অ, ৫ – ১৯। ১৬ অ, ১—২৪। ১৭ অ, ১ – ২২। ১৮ অ, ৭—৯, ১৮—৪০ শ্লোকে সত্ত্ব, রজ ও তমের বিষয় বর্ণিত আছে।

১৬২ সংসারে সত্ত্বগুণীর স্বভাব—বাড়ীটী এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগ্‌ছে; উঠানে এখানে শেওলা প'ড়েছে, ওখানে শেওলা প'ড়েছে হুঁস নাই। আসবাবগুলো পুরানো ফিট্ ফাট্ করবার চেস্টা নেই; কাপড় যা তা একখানা হ'লেই হ'লো। লোকটী শান্তশিষ্ট, অমায়িক কারও কোন অনিষ্ট করে না।

১৬৩ রজোগুণীর স্বভাব—ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটা আংটী, বাড়ীর আস্‌বাব খুব ফিট্‌ফাট্। দেওয়ালে রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়ীটী চুনকাম করা কোনখানে একটুও দাগ নাই। নানা রকমের ভাল ভাল পোষাক; চাকরদেরও তাই। এমনি এমনি সব।

১৬৪ তমোগুণীর স্বভাব—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার এই সব ভাব বিশিষ্ট।

১৬৫ গুটিপোকা যেমন নিজের ঘরে নিজে বদ্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার ঘরে আপনি বদ্ধ হয়। যেমন প্রজাপতি হ'লে ঘর কেটে বেরোয়, তেমনি বিবেক বৈরাগ্য হ'লে সংসারী বদ্ধ জীব ঘর থেকে বেরুতে পারে।

১৬৬ প্রেম তিন রকম—সামর্থা, সামঞ্জস্যা, সাধারণী। উচ্চ, মধ্যম ও নীচ। উচ্চ—তুমি ভাল থাকলেই হ'লো, আমি কষ্ট পাই ক্ষতি নাই। মধ্যম—তুমিও ভাল থাক আমিও

ভাল থাকি। নীচ—আমি বুঝি কষ্ট পাব? তুমি যেমন ক'রে পার অমুক জিনিষ আমায় দাও।

১৬৭ এ সংসারে যেমন অনেকে বরফের বিষয় শুনেছে মাত্র, কখন চোখে দেখে নাই; সেই রকম ধর্ম্ম প্রচারক অনেক আছেন, যাঁরা ঈশ্বরের তত্ত্ব শাস্ত্রে প'ড়েছেন মাত্র, জীবনে প্রত্যক্ষ করেন নাই। আবার যেমন অনেকে বরফ দেখেছে, খায় নাই; সেইরূপ প্রচারক অনেক আছেন, যারা তাঁর দূর আভাস মাত্র পেয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত তিনি যে কি পদার্থ, তার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। বরফ যে খেয়েছে সেই বরফের গুন ব'লতে পারে। ঈশ্বরকে শান্ত, দাস্য ইত্যাদি ভাবে **যিনি তাঁকে লাভ করেছেন, তিনিই তাঁর গুন যথার্থ ব'লতে পারেন।**

১৬৮ যেমন কতকগুলা মাছ জালে আটকালে আদপে পালাবার চেষ্টা করে না, অমনি প'ড়ে থাকে; আবার কতক-গুলা মাছ পালাবার জন্য লম্ফঝম্ফ করে, কিন্তু পালাতে পারে না; আবার আর এক জাতীয় মাছ আছে যারা জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। আবার দু' চারটে মাছ এমনই সেয়ানা সে কখনও জালে পড়ে না। সেইরূপ সকল জীব সমান হ'লেও অবস্থাভেদে জীব চারি রকম। বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

১৬৯ উট কাঁটা ঘাস খায় ও খাইতে ভাল বাসে; কিন্তু যতই খায়, ততই তাহার মুখে রক্ত বহিতে থাকে। তথাপি

সে সেই কাঁটা ঘাস খাইবে, কোন মতে ছাড়িবে না। বদ্ধ জীবেরও ঐ দশা। মানুষ এ সংসারে কত শোকতাপ দুঃখ-যাতনা পায়, তথাপি কিছুদিন পরে সে যে মানুষ, আবার সেই মানুষ। স্ত্রী মরিয়া গেল আবার বিবাহ করিল। ছেলে মরিয়া গেল, কত শোক পাইল, কিছুদিন বাদ আবার সব ভুলিয়া গেল।

১৭০ বদ্ধজীব হাজার লাথি ঝাঁটা খাইলেও কামিনী-কাঞ্চনের লোভ সহসা সম্বরণ করিয়া ভগবানে মন দিতে পারে না।

১৭১ বদ্ধজীব হরিনাম আপনি শোনে না, পরকেও শুন্‌তে দেয় না,—ধর্ম্মসমাজ ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করে এবং উপাসনা ক'রলে ঠাট্টা করে।

১৭২ সাঁকোর জল যেমন এক দিক দিয়ে আসে এবং আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, সংসারী বদ্ধজীবদের পক্ষে ধর্ম্ম কথাও সেই রকম। এক কাণ দিয়ে শোণে আর এক কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

১৭৩ বদ্ধজীব হরিনাম শুনিতে চায় না, বলে হরিনাম রবিবার দিন হবে, এখন কেন? আবার মৃত্যুশয্যায় শয়ন ক'রে পুত্র কন্যাদের বলে, "প্রদীপে অত সল্‌তে কেন? একটী সল্‌তে দাও তেল কম পুড়বে।"

১৭৪ পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে যেমন মটর গজ্ গজ্ করে, সেই রকম বদ্ধজীবের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া

যায়, বিষয় বাসনা তাদের ভেতর গজ্ গজ্ ক'রছে। বিষয়ই তাদের ভাল লাগে, ধর্ম্ম কথা ভাল লাগে না।

১৭৫ বদ্ধজীব যদি তীর্থে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা করিবার অবসর পায় না; কেবল পরিবারদের পুঁটুলি বইতে বইতেই প্রাণ যায়। ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে কেবল ছেলেটাকে গড়াগড়ি দেওয়াতে আর চরণামৃত খাওয়াইতে ব্যস্ত।

১৭৬ মুমুক্ষুজীব যারা সংসার জাল থেকে মুক্ত হ'বার জন্য ব্যাকুল প্রাণে চেষ্টা ক'রছে।

১৭৭ যারা সংসার জাল থেকে পালাতে পারে তারাই মুক্ত জীব।

১৭৮ পানকৌটী জলে থাকে বটে, কিন্তু তার গায়ে জল লাগে না। মুক্ত পুরুষেরাও সেই রকম।

১৭৯ পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে বটে, কিন্তু পাঁক তার গায়ে লাগে না। মুক্ত পুরুষেরাও সেই রকম।

১৮০ ধ্রুব ও প্রহ্লাদ প্রাতে-তোলা মাখনের মত উৎকৃষ্ট ছিল। বেলাতে মাখন তুল্‌লে তেমন ভাল হয় না। অধিক বয়সে সাধনা করিলে সেইরূপ পবিত্র হ'তে পারে না।

১৮১ নারদ শুকদেব এঁরা সব নিত্যজীব। যেমন 'steam boat' (কলের জাহাজ) আপনিও পারে যেতে পারে আবার বড় বড় জীবজন্তু এমন কি হাতীকে পর্য্যন্তও পারে নিয়ে যেতে পারে।

১৮২ নিত্যজীব যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর ব'সে

মধু পান করে। নিত্যজীব একমনে হরি-রস পান করে, বিষয় রসের দিকে ফিরেও তাকায় না।

১৮৩ সাধ্য সাধনা করে যে ভক্তি এদের সে ভক্তি নয়। এত জপ এত ধ্যান ক'র্‌তে হ'বে, এইরূপ পূজা ক'র্‌তে হবে এ সব বিধিবাদীর ভক্তি নিত্যজীবের নয়।

১৮৪ **ঈশ্বর যেন চিনির পাহাড়;** তার কাছে গিয়ে ক্ষুদে পিঁপড়ে একটী ছোট দানা নিলে। ডেঁও পিঁপড়ে না হয় তার চেয়ে একটু বড় দানা নিলে, কিন্তু পাহাড় যেমন তেমনি রইল। **ভক্তেরা সেই রকম তাঁর একটা ভাব নিয়ে মেতে যায়, কেউ তাঁর সব ভাব নিতে পারে না।**

১৮৫ কেউ এক ছটাক মদ খেয়ে মাতাল হয়, কেউ বা ২।৪ বোতল মদ খেয়ে মাতাল হয়। মদ খাওয়া হ'লে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে তার হিসাব আর কি দরকার?

১৮৬ **সাধুসঙ্গ চালের জলের মত। চালের জলে নেশা কাটায়।** যার অত্যন্ত নেশা হ'য়েছে চালের জল খাওয়াও দেখ্‌বে তার নেশা চ'লে যাবে। **সংসার-মদে মত্ত জীবের নেশা কাটাবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।**

১৮৭ মফঃস্বলের নায়েব প্রজার উপর কত অত্যাচার করে, কিন্তু জমীদারের কাছে এসে সকালে বিকালে জপতপ

করে, প্রজার উপর খুব সদ্ব্যবহার করে, কোন রকম নালিশ উপস্থিত হ'লে বিশেষরূপ তদন্ত ক'রে সদ্বিচার ক'রতে চেষ্টা করে ; সঙ্গগুণে ও জমীদারের ভয়ে অত্যাচারী নায়েবও ভাল হ'য়ে যায়।

১৮৮ ভিজে কাঠ উনুনের উপর রাখ্‌লে তাত লেগে তার জল শুকিয়ে জ্বলে উঠে, সেই রকম **সাধুসঙ্গে সংসারী লোকের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন-রূপ জল শুকিয়ে গিয়ে বিবেক আগুন জ্বলে উঠে।**

১৮৯ **কিরূপে জীবন যাপন ক'রতে হবে?**

ঝিকনে কাটী দিয়ে যেমন মাঝে মাঝে উনুন নেড়ে দিতে হয়, তাতে নেব নেব আগুন উস্কে ওঠে, সেই রকম **সাধুসঙ্গ ক'রে মনকে সতেজ করা চাই।**

১৯০ কামারশালার আগুন যেমন জাঁতা টেনে মাঝে মাঝে তাইয়ে রাখে, সেই রকম সাধুসঙ্গ ক'রে মনকে তাইয়ে রাখা উচিত।

১৯১ সমাধি অবস্থায় আপনার মনে কি ভাব হয়?

জ্যান্ত মাছকে পুকুরে ছেড়ে দিলে তার যেমন আনন্দ হয়।

১৯২ মানুষ—মানহুঁস, অর্থাৎ যার হুঁস হ'য়েছে, তাকেই মানুষ বলা যেতে পারে। (হুঁস অর্থে জ্ঞানলাভ।)

১৯৩ মানুষের ভিতর দুটো "আমি" কাজ ক'রছে। একটা "পাকা আমি" আর একটা "কাঁচা"। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ছেলে, আমার স্ত্রী, আমার শরীর এইটা

"**কাঁচা আমি**"। আর যা কিছু দেখ্‌ছি যা শুন্‌ছি কিছুই আমার নয়, এ শরীর পর্য্যন্ত আমার নয়, আমি নিত্য-মুক্ত-জ্ঞান-স্বরূপ এইটিই "**পাকা আমি**"।

১৯৪ এক জ্ঞানী ও এক প্রেমিক সাধক বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে পথের মধ্যে একটা বাঘ দেখ্‌তে পেলেন। জ্ঞানী ব'ললেন, "**আমাদের পালাবার কোন কারণ নাই, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষা ক'রবেন।**" প্রেমিক ব'ললেন, "**না ভাই চল আমরা পালিয়ে যাই। আমাদের দিয়ে যে কাজ হ'তে পারে, ভগবানকে কেন আর সে কাজে মিছামিছি পরিশ্রম করাব।**"

১৯৫ জ্ঞান—পুরুষ। ভক্তি—স্ত্রীলোক। **ঈশ্বরের বাহির বাটীতে জ্ঞান যেতে পারে, কিন্তু অন্তঃপুরে ভক্তি ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না।**

১৯৬ কলিকাতার কোন ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় অনেক ভাল ভাল বিলাতী ছবি দেখিয়া পরমহংসদেব ব'লেছিলেন, "কৈ তোমাদের বাড়ীতে একখানিও ঠাকুরের ছবি নাই।" একটী বালক সেখানে ছিল, সে বলিল, "সে সব এখানে কেন অন্দরে।" পরমহংসদেব সেই বালকের উত্তরে বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন।

১৯৭ শকুনি অতি উর্দ্ধে উড়ে, কিন্তু তার দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে, বইপড়া পণ্ডিতেরা অতি উঁচু উঁচু জ্ঞানের কথা বলে

বটে, কিন্তু তাঁদের মন থাকে, অসার চাল-কলা, ধন-মান ও বিদায়ের উপর।

১৯৮ **শাস্ত্র প'ড়ে লোককে ঈশ্বর বোঝান, আর ছবিতে কাশী দেখে লোককে কাশী বোঝান একই কথা।**

১৯৯ "নাক্ তেরে কেটে তাক্" বোল বলা সহজ, হাতে বাজান কঠিন। সেই রকম **ধর্ম্মকথা বলা সোজা, কিন্তু কাজে করা বড়ই কঠিন।**

২০০ যেমন হাতীর দাঁত বাইরে এক রকম, ভিতরে আর এক রকম। কপট ধার্ম্মিকের ভাবও সেই রকম। মুখে এক, ভিতরে অন্য রকম।

২০১ তিনি খুব বক্তৃতা ক'রতে পটু, কিন্তু তাঁর জীবন বড় খাট, তাঁকে আপনি কিরূপ জানেন? হাঁ, তিনি সহজে পরকে উপদেশ দেন, কিন্তু নিজে গচ্ছিত ধন নষ্ট করেন।

২০২ পার্থিব লাভের আশায় সংসারীরা অনেক রকম ধর্ম্ম কর্ম্ম ক'রে থাকে, কিন্তু বিপদ, দুঃখ দরিদ্রতা ও মৃত্যু আসলে তারা সব ভুলে যায়। **পাখী সমস্ত দিন 'রাধাকৃষ্ণ' বলে; কিন্তু বেড়ালে ধ'রলে কৃষ্ণনাম ভুলে ক্যাঁ ক্যাঁ ক'রতে থাকে।**

২০৩ সংসারী লোকদের যদি বল সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্যে গৌর নিতাই দু'ভাই মিলে

পরামর্শ ক'রে ব্যবস্থা কল্লেন 'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।' প্রথম দু'টীর লোভে অনেকে হরিবোল ব'ল্‌তে যেতো। হরিনামের একটু আস্বাদ পেলে তারা বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, মাগুর মাছের ঝোল আর কিছু নয় কেবল হরিপ্রেমে যে অশ্রুধারা পড়ে তাই, আর যুবতী মেয়ে কিনা—পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল কিনা—ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

২০৪ খৈ ভাজ্‌তে ভাজ্‌তে যেটা ছিট্‌কে খোলার বাইরে পড়ে সেটা বেদাগ হয়। আর যেগুলো খোলার ভিতর থাকে, সেগুলো খৈ হয় বটে, কিন্তু দাগ থাকে। সাধনা ক'রতে ক'রতে যারা সংসারের বাহিরে গিরে পড়ে তারাই পূর্ণ সিদ্ধি-লাভ ক'রতে পারে। সংসারের ভিতর থেকে সিদ্ধিলাভ করা যায় বটে, কিন্তু কিছু না কিছু দাগ থেকে যায়।

২০৫ মাখন প্রস্তুত ক'রে জলের হাঁড়িতে রাখ্‌লে ভাল থা'কবে, কিন্তু দৈয়ের হাঁড়িতে রাখ্‌লে ভ্যাস্ ভ্যাস্ ক'রবে। সিদ্ধ হ'য়ে সংসারের ভিতর থা'কলে কিছু ময়লা লাগ্‌তে পারে, কিন্তু বাইরে থাক্‌লে নির্ম্মল থা'কবে।

২০৬ "কজ্জ্বল কি ঘর্‌মে যেত্তা সেয়ান হোয়ে,
থোড়া বূঁদ লাগে পর লাগে।
যুবতী কি সাত্‌মে যেত্তা সিয়ান হোয়ে,
থোড়া কাম জাগে পর জাগে॥"

কালীর ঘরে যত কেন সাবধানে থাক না

গায়ে দাগ লাগ্‌বেই লা'গবে। যুবতীর কাছে অতি সাবধান হ'য়ে থাক্‌লেও কিছু না কিছু কাম জাগ্‌বেই জা'গবে।

২০৭ এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক ব্রাহ্মণের দেখা হয়। সংসার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা কথার পর সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে ব'ল-লেন, "দেখ বাবা! কেউ কারো নয়।" ব্রাহ্মণ কিছুতেই বিশ্বাস ক'রবে না। যে মাগছেলে, বাপমার জন্য সে দিন রাত খেটে ম'রছে, তারা যে কেউ নয় সে কেমন ক'রে বিশ্বাস করে। ব্রাহ্মণ ব'ললেন, "ঠাকুর আমার সামান্য মাথা ধ'রলে যে মা অস্থির হ'য়ে প'ড়ে আমাকে বিপদ হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য, আমাকে সুখে রাখ্‌বার জন্য যারা প্রাণ দিতে রাজি; তারা কি আমার কেউ নয়?" সন্ন্যাসী ব'ললেন, "যদি এমন দেখ তা হ'লে তারা তোমার আপনার বটে, কিন্তু সত্য কথা ব'লতে কি, তুমি ভুলেছ, তোমার মা, স্ত্রী কি ছেলে কেউ তোমার জন্য আপনার প্রাণ দিতে পারে, এ কথা কখনই বিশ্বাস ক'রো না। সত্য মিথ্যা একদিন পরীক্ষা ক'রে দেখ। আজ বাড়ী গিয়ে মিছামিছি বেদনায় অস্থির হ'য়ে চেঁচাতে থাকো, আর আমি গিয়ে তোমায় তামাসা দেখাব।" ব্রাহ্মণ তাই ক'রলে, কত ডাক্তার, কত কবিরাজ এলো, কিন্তু কিছু-তেই তার বেদনা আর কমে না। মা হা হতোস্মি ক'রছে, মাগ ছেলেরা কাঁদ্‌ছে, এমন সময়ে সন্ন্যাসী গিয়ে উপস্থিত। সন্ন্যাসী ব'ললেন, "এর ব্যামো বড় শক্ত, কোন মতে রক্ষা পাবার উপায় দেখি না, তবে যদি এর জন্য আর কেউ

আপনার প্রাণ দিতে পারে, তাহা হইলে এ যাত্রা রক্ষা পায়।” সকলেই আশ্চর্য্য হ’ল। সন্ন্যাসী তার বুড়ি মাকে ডেকে ব’ললেন, “মা এ বুড়ো বয়সে এ উপযুক্ত ছেলে হারিয়ে তোর বেঁচে থাকা আর না থাকা সমান, তা তুই এর বদলে যদি আপনার প্রাণ দিতে পারিস্, তা হ’লে আমি তোর ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে পারি, আর তুই মা হ’য়ে যদি আপনার ছেলের জন্য প্রাণ না দিতে পারিস্, তবে এ সংসারে ওর জন্যে আর কে প্রাণ দিবে বল?” বুড়ি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব’ল্‌লে, “বাবা ওর জন্যে তুমি আমায় যা ব’লবে তাই ক’রব, তবে প্রাণটা—তা এমন ছেলের জন্য প্রাণ কোন ছার—তবে কিনা এই ভাবি যে, বাচ্ছা কাচ্ছা গুলোর দশা কি হ’বে? পোড়া কপাল আমার না হ’লে পেটে এগুলো কেন ধ’রব বল?” এই কথা শুন্‌তে শুন্‌তে স্ত্রী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো, “বাবা গো, মা গো ওমা তোদের প্রাণে আবার দাগা দিয়ে কেমন ক’রে যাবো গো।” সন্ন্যাসী ব’ললেন, “এর মা ত এর জন্য প্রাণ দিতে পার্‌লে না, তা তুমি স্ত্রী, তুমি কি তোমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা ক’রবে?” স্ত্রী ব’ললে, “অভাগী আমি আমার কপালে যা থাকে তাই হ’ক মিছামিছি বাপ মাকে কাঁদিয়ে কি লাভ হবে?” এমনি ক’রে সকলেই আপনার আপনার পথ দেখ্‌তে লাগ্‌লো, তখন সন্ন্যাসী রুগীকে ব’ললেন, “দেখ্‌লে ত কেউ তোমার জন্য প্রাণ দিতে চায় না, এখন ত বুঝ্‌লে কেউ কারও নয়।” ব্রাহ্মণ তাই দেখে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসীর সঙ্গে চ’লে গেল।

২০৮ কুপ্রবৃত্তির মধ্যে যখন মন বাস করে, তখন হাড়ি-পাড়ায় বাস করে।

২০৯ পাথরে যেমন জল ঢোকে না, সেই রকম বদ্ধজীব ধর্ম্ম কথা শোনে না।

২১০ পাথরে যেমন পেরেক বসে না, মাটীতে বসে, সেই রকম সাধুর উপদেশ বদ্ধজীবের ভিতর ঢোকে না; বিশ্বাসী হৃদয়ে সহজে ঢোকে।

২১১ যেমন নরম মাটিতে ছাপ বসে, কিন্তু পাথরে বসে না, সেই রকম ভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের কথা বসে, বদ্ধ জীবে বসে না।

২১২ যেমন বালককে রমণ সুখ বুঝান যায় না, সেই রকম বিষয়াসক্ত মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবকে ব্রহ্মানন্দ বুঝান যায় না।

২১৩ যেমন আর্‌সিতে ময়লা প'ড়লে মুখ দেখা যায় না, তেমনি হৃদয়ে ময়লা প'ড়লে ঈশ্বরের ছবি পড়ে না। ময়লা মুছে ফেল্‌লে যেমন আর্‌সিতে মুখ দেখা যায়, তেমনি হৃদয় নির্ম্মল হ'লে ঈশ্বর প্রকাশ পান।

২১৪ স্প্রীংয়ের গদির উপর ব'সলেই নুয়ে যায়, উ'ঠলেই আবার তেমনি সমান হ'য়ে যায়। সংসারী মানুষেরা সেই রকম, যখন ধর্ম্মকথা শোনে তখন ধর্ম্মভাব হয়, কিন্তু সংসারে ঢুক্‌লেই সব ভুলে যেমন তেমনি হ'য়ে পড়ে।

২১৫ যেমন কামারশালে লোহা যতক্ষণ হাপোরে থাকে

ততক্ষণ লাল থাকে, হাপোর থেকে বার ক'রলেই কাল হ'য়ে যায়, সেই রকম সংসারী মানুষ যতক্ষন ধর্ম্মমন্দিরে বা ধার্ম্মিক লোকের নিকট থাকে ততক্ষণ ধর্ম্মভাবে পূর্ণ থাকে, বাইরে এলেই সে ভাব চ'লে যায়।

২১৬ কুমীরের গায়ে অস্ত্র মারিলে অস্ত্র ঠিক্‌রে পড়ে, তার গায় কিছু লাগে না। বদ্ধ জীবের কাছে ধর্ম্মকথা যতই বল না কেন, কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগাতে পার্‌বে না।

২১৭ খারাপ লোকের মন কুকুরের ল্যাজের মত। কুকুরের ল্যাজ হাজার টান্‌লেও সোজা করা যায় না, খারাপ লোকের মনও কিছুতেই বদ্‌লান যায় না।

২১৮ পথে যেতে যেতে রাত্রি হ'য়ে পড়ায় এক মেছুনি এক মালীর বাড়ীতে আশ্রয় নেয়, মালী যথাসাধ্য তার সেবা ক'রলে, কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম হ'ল না। শেষে সে বুঝ্‌তে পার্‌লে বাগানের ফুলের গন্ধে তার ঘুম হ'চ্ছে না। সে তখনি আঁশ চুপড়ীতে জল ছিটিয়ে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ঘুমোলো। বিষয়ী বদ্ধজীবেরও মেছুনীর মত সংসারের পচা গন্ধ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না।

২১৯ ছোট ছোট ছেলেরা ঘরের ভিতর ব'সে আপন মনে পুতুল খেল্‌ছে কোন ভাবনা নাই; কিন্তু যেই মা এল, অমনি সকলে পুতুল ফেলে 'মা মা' বলে কাছে দৌড়ে গেল। তোমরাও এখন ধন মান যশের পুতুল ল'য়ে সংসারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুখে খেলা ক'রছ, কোন ভয় ভাবনা নেই। যদি মা

আনন্দময়ীকে তোমরা একবার দেখ্‌তে পাও, তা হ'লে আর তোমাদের ধন মান যশ ভাল লাগ্‌বে না ; সব ফেলে তাঁর কাছে দৌড়ে যাবে।

২২০ আমার ছেলে হরিশ বড় হ'লে তার বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার তার উপর রেখে আমি যোগ সাধন ক'রব ; এ বিষয়ে আপনার মত কি ?

তোমার কোন কালে সাধনা হ'বে না। হরিশ গিরিশ বড় নেওটা, ছাড়ে না। পরে সাধ হ'বে, হরিশের ছেলে হোক্ ও তার আবার বিয়ে হোক্।

২২১ **এক জ্ঞান—জ্ঞান, বহু জ্ঞান—অজ্ঞান।**

২২২ ফল পেকে প'ড়ে গেলে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু কাঁচা ফল পা'ড়্‌লে মিষ্টি লাগে না, শুঁট্‌কে যায় ; **জ্ঞান-চৈতন্য হ'লে জাতিভেদ থাকে না, কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে জাতিভেদ বড়ই দরকার।**

২২৩ **ঝড় উঠ্‌লে অশ্বত্থগাছ, বটগাছ চেনা যায় না।** জ্ঞান-চৈতন্য উদয় হ'লে জাতিভেদ থাকে না।

২২৪ কাঁচা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর আবার তাতে হাঁড়ি তৈয়ার করে, কিন্তু পোড়া হাঁড়ি ভাঙ্গ্‌লে আর তাকে নেয় না। তেমনি **অজ্ঞান অবস্থায় মরিলে আবার তাকে জন্ম নিতে হয়, কিন্তু জ্ঞান-চৈতন্য উদয় হ'য়ে মরিলে আর জন্ম নিতে হয় না।**

২২৫ **সেদ্ধ ধানে গাছ হয় না, অসেদ্ধ ধানে হয়।** সিদ্ধ হ'য়ে মানুষ ম'রলে আর জন্ম হয় না, কিন্তু অসিদ্ধ অবস্থায় ম'রলে আবার জন্ম নিতে হয়।

২২৬ **প্রশ্ন—এক সচ্চিদানন্দই সত্য, শাস্ত্রাদির বাহ্যিক আচার ব্যবহারের প্রয়োজন কি?**

উত্তর—চাল দরকার বটে, কিন্তু চাল পুঁতিলে গাছ হয় না, ধান বুনতে হয়। তুঁষ যদিও দরকার নাই, কিন্তু তুঁষটি চালের গায়ে না থাকলে গাছ হয় না। সেই রকম শাস্ত্রাদির সমস্ত বিধি পালন না ক'রলে ধর্ম্ম লাভ হয় না।

২২৭ **প্রশ্ন—আপনি ছেলেদের এত ভাল বাসেন কেন?**

উত্তর—বালকের মন ষোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে বে হ'লে আট আনা স্ত্রীর উপর যায়। ছেলে হ'লে বার আনা কেড়ে নেয়। বাকি চার আনা বাপ মা, মান, সম্ভ্রম, অহঙ্কার বেশভূষা প্রভৃতিতে চ'লে যায়। এজন্য **ছেলে বেলা যার মন ঈশ্বরে যায়, সে সহজে তাঁকে লাভ ক'রতে পারে।** বৃদ্ধদের হওয়া বড় শক্ত।

২২৮ **টিয়াপাখীর গলায় কাঁটি উঠ্‌লে আর পড়ে না,** ছানা বেলায় শেখালে পড়ে। বুড়ো হ'লে সহজে ঈশ্বরে মন যায় না, ছেলে বেলায় যায়।

২২৯ **কচি বাঁশ সহজে নোয়ান যায়,** পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়। ছেলেদের মন সহজে

ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু বুড়ো বেলায় টান্‌তে গেলে ছেড়ে পালায়।

২৩০ **এক সের দুধে এক ছটাক জল থাক্‌লে সহজে অল্প জ্বালে ক্ষীর করা যায়,** আর এক সের দুধে তিন পো জল থাক্‌লে সহজে ক্ষীর হয় না, অনেকক্ষণ জ্বাল দিতে হয়, শেষ হয় তো হয়ই না। সেই রকম বালকের মনে বিষয় বাসনা খুবই কম এজন্য একটুতেই ঈশ্বরের দিকে যায়, কিন্তু বুড়োদের মনে বিষয় বাসনা গজ্‌ গজ্‌ করে তাই তাদের মন সহজে **তাঁর** দিকে যায় না।

২৩১ **মানুষের মন যেন সরষের পুঁটুলি।** সরষের পুঁটুলি একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হ'য়ে উঠে, মানুষের মন সেই রকম একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে স্থির করা ভার হ'য়ে উঠে। বালকের মন ছড়ায়নি এজন্য সহজে স্থির হয়, কিন্তু বুড়োদের মন সংসারে ছড়িয়ে গেছে এজন্য স্থির হওয়া ভার।

২৩২ প্রশ্ন—**সকল মনুষ্যই কি ভগবানকে দেখিতে পাইবে?**

উত্তর—কোন লোক একেবারে উপুষী থাক্‌বে না, তবে কি না কেউ বা ন'টার সময়, কেউ বা দুটোর সময়, আর কেউ বা সন্ধ্যার সময় খায়। সেই রকম **জন্মজন্মান্তরে কোন সময়ে না কোন সময়ে সকলেই ভগবানকে দেখ্‌বে।**

২৩৩ প্রশ্ন—**কোন্ পথ অবলম্বনীয়?**

উত্তর—তোমাদের পক্ষে আর্য্য ঋষিদের পথ—সনাতন পথই শ্রেয়। *

২৩৪ অনুতাপের অশ্রু আর আনন্দের অশ্রু চ'খের দুদিক্ দিয়ে পড়ে। নাকের দিকে চ'খের যে কোণ সে দিক্ দিয়ে অনুতাপের ও অন্য দিক্ দিয়ে আনন্দের অশ্রু পড়ে।

২৩৫ প্রশ্ন—**বর্ত্তমানকালে যে ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে এরূপ প্রচার আপনি কেমন মনে করেন?**

উত্তর—একজনের আয়োজন একশত জনকে নিমন্ত্রণ। অল্প সাধনায় গুরুগিরি।

২৩৬ প্রশ্ন—প্রকৃত প্রচার কি প্রকার?

উত্তর—**লোককে না ভঁজিয়ে আপনি ভজিলেই যথেষ্ট প্রচার হয়,** যে আপনি মুক্ত হ'তে চেষ্টা করে, সেই যথার্থ প্রচার করে, যে আপনি মুক্ত, শত শত লোক কোথা হ'তে আপনি এসে তার কাছে শিক্ষা লয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঠাকুর বলিতেন, **গোলাপ ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।**

---

* পরমহংসদেবের নিকট সকল সম্প্রদায়ের লোক চিরদিন সমভাবে আদৃত হইতেন। হিন্দুদের পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম শ্রেয়ঃ বলিয়াছেন বলিয়া কেহ যেন তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক মনে না করেন। সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিতে তিনি উপদেশ দিতেন।

২৩৭ ভাগাড়ে মড়া প'ড়ে থাকে, কেহ হাড়গিল্লা শকুনিদের ডাকিতে যায় না অথচ কোথা হ'তে শত শত হাড়গিল্লা এসে জুটে।

২৩৮ আগুন দেখ্‌লে কোথা হ'তে পতঙ্গ উড়ে এসে তাহাতে প্রাণ দেয়, আগুন কোন দিন পতঙ্গকে ডাক্‌তে যায় না। সিদ্ধ পুরুষদিগের প্রচারও সেইরূপ। তাঁহারা কাহাকেও ডাকিতে যান না, অথচ কোথা হ'তে শত শত লোক এসে তাঁদের নিকট শিক্ষা লয়।

২৩৯ সন্দেশের গুঁড়া প'ড়লে পিঁপড়ে আপনি এসে জুটে। অতএব সন্দেশের গুঁড়া হ'বার চেষ্টা কর পিঁপড়ে আপনি এসে জুটবে।

২৪০ কলিকালে বহুলোক কীর্ত্তন করিবে।
নাচিয়ে গাহিয়ে শেষ নরকে যাইবে॥

২৪১ খাঁচা থেকে পাখী উড়ে গেলে কেহ খাঁচার আদর করে না; তেমনি এই দেহ-খাঁচা থেকে প্রাণ-পাখী উড়ে গেলে কেহ এ খাঁচার আদর করে না।

২৪২ তেল না হ'লে যেমন প্রদীপ জ্বলে না, ঈশ্বর না থাক্‌লে সেই রকম মানুষ বাঁচে না।

২৪৩ বাঁদর যেমন শিকারীর পদতলে প্রাণ দেয়, মানুষ সেই রকম সুন্দরীর পদতলে প্রাণ দেয়।

২৪৪ আমল্ করকে করে ধ্যান,
গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান,
যোগী হোকে কুটে ভগ,
তুলসী কহে এ তিনই কলিকা ঠক্।

অর্থাৎ নেসা ক'রে ধ্যান করা, সংসারী হ'য়ে জগৎ মিথ্যা বলা এবং যোগী ব্যক্তির স্ত্রীসঙ্গ করা, এ তিনই আত্ম প্রবঞ্চনা মাত্র।

২৪৫ প্রশ্ন—সাধককে যদি স্ত্রী ধরে তবে কেমন হয়?

উত্তর—যেমন আঁব টিপ্‌লে ফক্ ক'রে আঁটি ও শাঁস বেরিয়ে যায়, সেরূপ সাধকের মন ঈশ্বরে চ'লে যায় শরীরটা প'ড়ে থাকে।

২৪৬ **কামিনী কাঞ্চন অনিত্য ঈশ্বরই এক-মাত্র বস্তু।** টাকায় কি হয়? ডাল হয়, ভাত হয়, কাপড় হয়, থাক্‌বার জায়গা হয়; কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না।

২৪৭ **বাতাস, চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়কে লইয়া যায়, কিন্তু কাহারো সহিত মেশে না**; মুক্ত পুরুষও সেই রকম সংসারে থাকেন, কিন্তু সংসারের সহিত মেশেন না।

২৪৮ ছুঁচে সুতা পরাইবে তো সরু কর। **মনকে ঈশ্বরে মগ্ন করাবে তো দীন হীন অকিঞ্চন হও।**

২৪৯ এক সাপ গুরু উপদেশে ঈশ্বরপরায়ণ হ'য়েছিল।

সে আর হিংসা করিত না এবং কাহাকেও কামড়াইত না। পাড়ার ছেলেগুলো এসে সেই সাপকে আঘাত ক'র্‌তে লাগিল, কিন্তু ভক্ত সাপ কাহাকেও কামড়াইল না। আঘাতের চোটে তাহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, তথাপি সে কাহাকেও কামড়াইতে চেষ্টা করিল না। তার পর গুরু এসে সাপের দুর্দ্দশা দেখ্‌লেন। তিনি ব'ললেন, "বাপু! হিংসা ত্যাগ ক'রেছ ভালই, কিন্তু ফোঁস্ ক'রতে ছেড় না। যখন কেহ মার্‌তে আস্‌বে তখন ফোঁস্ ক'রো কিন্তু কামড়িও না।"

২৫০ যে বৃক্ষ ফলবান হয়, নুয়ে পড়ে। বড় হবে তো ছোটো হও।

২৫১ যে পাল্লা ভারি হয় নেবে পড়ে, যে দিকে হাল্‌কা হয় উপরে উঠে যায়।

২৫২ ঈশ্বর কোটি অন্তরঙ্গ; জীব কোটি বহিরঙ্গ।

২৫৩ কত মনি প'ড়ে আছে আমার চিন্তা-মণির নাচদুয়ারে।

২৫৪ জালার পোঁদে বিঁদ থাক্‌লেই সব জল প'ড়ে যায়। সাধকের ভিতর একটুও আসক্তি থাক্‌লে সব সাধনা বেরিয়ে যায়।

২৫৫ সাপ হ'য়ে খাই আমি রোঝা হ'য়ে ঝাড়ি।
হাকিম হ'য়ে হুকুম দি, প্যায়দা হ'য়ে মারি॥

২৫৬ চোরকে বলেন চুরি ক'রতে, গৃহস্থকে বলেন

সাবধান হ'তে অর্থাৎ ঈশ্বর সকলই করিতেছেন।

২৫৭ সাত জন ভগবানের জন্য গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রেছিল যথা—ভরত, প্রহ্লাদ, শুকদেব, বিভীষণ, পরশুরাম, বলী ও গোপিনীগণ।

২৫৮ যাত্রাতে যেমন মায়ামৃগ আসে, তাহার ভেতর কিন্তু মানুষ থাকে। এ সংসারে সেই রকম সবাই মানুষের খোল নিয়ে এসেছে, কিন্তু কাহারও ভেতর বাঘ, কাহারও ভেতর ভল্লুক এবং কাহারও ভেতর সাপ আছে।

২৫৯ প্রশ্ন—সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার উপযুক্ত অধিকারী কে?

উত্তর—তাল গাছে উঠে যে হাত পা ছেড়ে প'ড়তে পারে সেই সন্ন্যাস নেবার যোগ্য।

২৬০ হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গ্‌তে হয়। জ্ঞান-ভক্তি রূপ তেল মেখে সংসারে কাজ ক'রতে হয়।

২৬১ লোকের ভাল মন্দ কথাকে মনে ক'রবে "কাক কোন্দলবৎ"।

২৬২ কোন সময়ে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, সচ্চিদানন্দ সাগরে আমি যেন মীন হ'য়ে রয়েছি।

২৬৩ সাপের সম্মুখে ভেক নাচাইবে, সাপে না ধরিবে তায়।
অমিয় সাগরে সিনান করিবে, কেশ না ভিজিবে তায়॥

২৬৪ একজন সাধু দিন রাত একটা ঝাড়ের কলম হাতে ক'রে দেখ্‌তেন আর হাঁস্‌তেন। সেই কাঁচের কলমের ভেতর দিয়া লাল নীল রং দেখা যায়, কিন্তু সে সবই মিথ্যা তেমনি এই জগৎ সত্য বোধ হ'চ্চে কিন্তু এ সবই মিথ্যা এই ভাবিয়াই তিনি হাঁসিতেন।

২৬৫ একজন বলিল, "স্বভাব কখনও যায় না" অপর একজন বলিল, "আগুনে প্রবেশ করিলে কয়লার ময়লা যায়।"

পরমহংসদেব বলিলেন, "আঙরা হ'লে আর কয়লাত্ব থাকে না, ছাই হ'য়ে যায়।"

২৬৬ রসুন যে বাটিতে গোলা যায় শত বার মাজলেও সে বাটির গন্ধ যায় না। অমিত্বও সেইরূপ পাজী জিনিষ, গিয়েও যায় না।

২৬৭ ঘুঁটী নব ঘর না ঘুরলে চিকে উঠে না। যুগ বেঁধে চিকে উঠলে আর কেহ কিছু ক'রতে পারে না, নয় তো যেই পাকা ঘুঁটী হ'বে অমনি কাটা যাবে। সংসারে সেই রকম ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ ক'রে যে থাকতে পারে সেই নিরাপদ থাকে নতুবা সকল সময়েই বিপদের আশঙ্কা।

২৬৮ অহঙ্কার কিরূপে দূর ক'রতে হয়?

(১) চাল কাঁড়িবার সময় মধ্যে মধ্যে দেখ্‌তে হয় ঠিক্ কাঁড়া হ'য়েছে কি না, যদি না হয় তবে আবার কাঁড়তে হয়।

(২) নিকৃত্তির ওজন ক'রবার সময় দেখ্‌তে হয় ঠিক্ হ'য়েছে কি না, এবং যতক্ষণ ঠিক না হয় ততক্ষণ দেখ্‌তে হয়।

(৩) পরমহংসদেব নিজে নিজেকে গালাগালি দিয়া দেখ্‌তেন অহং উঠে কি না, এবং বিচার করিতেন, এ শরীরটা কি? হাড়ের খাঁচা আর চামড়া। এতে আছে কি? না পূঁজ আর রক্ত ইত্যাদি যত খারাপ জিনিষ। এর জন্যে এত অহঙ্কার? মেথর একবার গু নিয়ে যায়, আর যে শরীরের ভেতর গু দিন রাতই র'য়েছে সেই শরীরের জন্য এত অহঙ্কার কেন?

২৬৯ রাণীরাসমণির কালীবাটীতে এক সময় একটী পাগল সাধু আসিয়াছিলেন, তিনি একদিন খেতে পান নাই, কিন্তু তাই ব'লে কাহারও কাছে খাবার চাইতে যান নাই। একটা কুকুরকে একখানা এঁটো পাতে খেতে দেখে তার কাণ ধ'রে "তোম্ খাতা হাম্ কো নেই দেতা" বলে তার সঙ্গে খেতে ব'সে গেলেন। তার পর মা কালীর মন্দিরে গিয়ে এমনি স্তব ক'রেছিলেন যে, মন্দির যেন কেঁপে উঠেছিল। পরে যখন তিনি চ'লে যাচ্ছিলেন, তখন পরমহংসদেব হৃদয় মুখুয্যেকে ব'ললেন, "ওঁর সঙ্গে সঙ্গে যাও।" হৃদয় তাঁর সঙ্গে খানিক দূরে যেতে না যেতে সাধু ব'ললেন "কেঁও আতা?" হৃদয় বলিল, "কুছ উপদেশ মাঙতা।" সাধু ব'ললেন, "**যখন এই খানার জল আর গঙ্গার জল এক জ্ঞান হ'বে আর ঐ সানায়ের শব্দ আর অন্য অন্য শব্দ**

এক জ্ঞান হ'বে তখন ঠিক জ্ঞান হ'বে”, তিনি ব'লতেন, লোকটীর জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা। সিদ্ধ পুরুষেরা সংসারে বালকবৎ, পিশাচবৎ এবং উন্মাদবৎ বিচরণ করেন।

২৭০ গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হ'ল।
একের দয়া বিনে জীব ছারে খারে গেল॥

অর্থাৎ মন চঞ্চল থাকাতে কিম্বা বিষয়াসক্ত হওয়াতে সদুপদেশ, সাধুসঙ্গাদি সকলি বিফল হয়।

২৭১ পরমহংসদেব ভক্তমাল গ্রন্থ খানির গোঁড়ামি ও একঘেয়ে ভাবটুকু বাদ দিয়া পড়িতে বলিতেন। সার্ব্ব-ভৌমিক উদারতার সাকার মূর্ত্তি পরমহংসদেব সকল মতকেই ঈশ্বর লাভের এক এক পথ বলিয়া মান্য করিতেন এবং যে সকল লোক বা গ্রন্থ আপনার মতকে সর্ব্বস্ব করিয়া অপর মতের নিন্দা করিত তাহাদের উপর তিনি অতীব বিরক্ত হইতেন।

২৭২ প্রতিমাদি সাকার মূর্ত্তিতে ঈশ্বর ভাব থাকিলে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে। আর কাঠ, খড়, মাটি বোধ থাকিলে কিছুই হয় না।

২৭৩ ভগবান, ভক্ত ও ভাগবত তিনই এক রূপ।

২৭৪ সকলেই আপনার জমি প্রাচীর দিয়া ভাগ করিয়া লয়; কিন্তু আকাশকে কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পারে না। এক

অখণ্ড আকাশ সকলের উপর বিরাজ করিতেছে। মনুষ্য অজ্ঞানে আপনার ধর্ম্মকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে; জ্ঞান হইলে সকল ধর্ম্মের উপর এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বিরাজিত দেখে।

২৭৫ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাইতেছেন, রাম অগ্রে, তারপর সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ রামকে দেখিতে ব্যাকুল, লক্ষ্মণের প্রার্থনা মত সীতা যেই একপার্শ্বে সরিলেন, অমনি তাঁহার রাম দর্শন হইল। সেইরূপ ব্রহ্ম মায়া ও জীব। মায়া না সরিলে জীব ব্রহ্মকে দেখিতে পায় না।

২৭৬ প্রেম-ভক্তি কিরূপে স্থায়ী হয়?

কলসীতে জল পুরে সিকেয় তুলে রাখ্‌লে দিনকতক পরে জল শুকিয়ে যায়, কিন্তু গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখ্‌লে কোন কালে শুকোয় না। সেই রকম ঈশ্বরের ভিতর যে নিত্য ডুবে থাকে তার প্রেম-ভক্তি শুকোয় না, কিন্তু দু এক দিনের প্রেম-ভক্তিতে যে নিশ্চিন্ত থাকে, সিকেয় তোলা জলের মতন তার প্রেম ভক্তি দু'দিন পরে শুকিয়ে যায়।

২৭৭ ঈশ্বরে মন স্থির হয় না কেন?

গুয়ে মাছি কখন কখন ময়রার দোকানের সন্দেশের উপর গিয়ে বসে; আবার কোন মেথরাণী গুয়ের ভার নিয়ে যদি সেই পথ দিয়ে যায় তবে সে সন্দেশ ছেড়ে উড়ে গিয়ে সেই

গুয়ের উপর বসে। মৌমাছি মধু পানেই মত্ত থাকে। **সংসারী জীবও সেই রকম কখন হরির কথা শুনে আবার কখনও বিষয়ে মত্ত হয়।**

২৭৮ বিষয়ীর মন গোবরা পোকার মতন। গোবরা পোকা গোবরের ভেতর থাকে। গোবর ছাড়া তাদের কিছুই ভাল লাগে না। জোর করে পদ্মের ভেতর বসিয়ে দিলে তারা ছটফট্ ক'রে মরে। বিষয়ীর মনে সেই রকম বিষয় ছাড়া কিছুই ভাল লাগে না।

২৭৯ প্রশ্ন—**সাধনার গতি কি প্রকার?**

উত্তর—সাধনার গতি তিন প্রকার। যথা—পক্ষীগতি, বানরগতি ও পিপীলিকাগতি।

পক্ষীগতি—পাখী গাছে একটা ফল ঠোকরালে, ফলটী হয়ত প'ড়ে গেল, পাখী তাহা মুখে ক'রে উড়ে যেতে পারলে না।

বানরগতি—বানর ফলটী মুখে ক'রে যেমন লাফ দিতে গেল অমনি ফলটী প'ড়ে গেল।

পিপীলিকাগতি—পিপীলিকা ধীরে ধীরে তার খাবার জিনিষের কাছে গেল এবং সেই জিনিষ মুখে ক'রে আস্তে আস্তে নিয়ে এসে ভোগ ক'র্‌তে লাগিল। এই পিপীলিকাগতির মতন সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা—নিশ্চয় লাভ করা ও ভোগ করা।

২৮০ প্রশ্ন—**নির্লিপ্ত সংসারী কি প্রকার?**

উত্তর—যেমন পদ্মপত্রে জল ও পঙ্কলিপ্ত পাঁকাল মাছ।

২৮১ প্রশ্ন—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগের অবস্থা কি প্রকার?

উত্তর—ঘড়ীর ছোট কাঁটা ও বড় কাঁটা যেমন দুপুর বেলা এক হ'য়ে যায় সেই রকম।

২৮২ প্রশ্ন—বৈরাগ্য সাধন কেমন ক'রে ক'রতে হয়?

উত্তর—স্ত্রী স্বামীকে ব'ললে, "আমার দাদা সন্ন্যাসী হবে, আজ ক'দিন ধ'রে তার কিছু কিছু যোগাড় ক'রছে।" স্বামী ব'ললেন, "দূর ক্ষেপী, সে কখনও সন্ন্যাসী হ'তে পারবে না, যোগাড় টোগাড় ক'রে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।" স্ত্রী ব'ললে, "তবে কি ক'রে হওয়া যায়?" স্বামী ব'ললেন, "দেখ্‌বি ক্ষেপী কি ক'রে হয়?" স্ত্রীকে মা ব'লে কৌপীন পোরে তৎক্ষণাৎ বাটী হ'তে বেরিয়ে গেলেন। আর ফির্‌লেন না।

২৮৩ প্রশ্ন—বৈরাগ্য কয় প্রকার?

উত্তর—সাধারণতঃ দুই প্রকার, তীব্র ও মেদাটে। তীব্র বৈরাগ্য রাতারাতি খাল কেটে পুকুরে জল আনার ন্যায়। মেদাটে বৈরাগ্য, হ'চ্চে হবে, কবে হবে তার ঠিক নাই।

২৮৪ প্রশ্ন—সংসারাসক্তি কি প্রকার?

উত্তর—সংসারাসক্তি লোক ভাঁড়সে নেউলের মত। যারা নেউল পোষে, তারা দ্যালের গায়ে একটা ভাঁড় বা কলসী টাঙিয়ে রাখে এবং নেউলের গলায় একগাছা দড়ি বেঁধে দড়ির অপরদিকে একখানা ইট বেঁধে রাখে। নেউল ভাঁড় থেকে

এদিক ওদিক বেড়াতে থাকে, কিন্তু তাড়া পেলে বা ভয় পেলে দৌড়ে গিয়ে উপরে ভাঁড়ের ভেতর চ'লে যায়, কিন্তু অধিকক্ষণ সেখানে থাকতে পারে না। তার গলার দড়িতে যে ইট বাঁধা থাকে, তারই ভারে সে নেবে পড়ে। সংসারী লোকও সেই প্রকার দুঃখে কষ্টে প'ড়ে অনেক সময় ঊর্দ্ধ (অর্থাৎ ঈশ্বরেতে) আশ্রয় লয়, কিন্তু অধিকক্ষণ সেভাবে থাকতে পারে না, সংসার রূপ ইটের ভারে আবার নেবে পড়ে ও সংসারে মিশে যায়।

২৮৫ প্রশ্ন—ঈশ্বর কোথা আছেন, তাঁকে কিরূপে পাওয়া যায়?

উত্তর—সমুদ্রে রত্ন আছে যত্ন চাই। সংসারে ঈশ্বর আছেন সাধনা চাই।

২৮৬ প্রশ্ন—ঈশ্বর এ দেহে কি ভাবে থাকেন?

উত্তর—তিনি পিচকারির কাঠীর মত আল্গা থাকেন।

২৮৭ ভগবানের কথায় যাঁর গা রোমাঞ্চ হ'য়ে উঠে ও চক্ষে ধারা পড়ে, সেইটী তাঁর শেষ জন্ম বুঝিতে হইবে।

২৮৮ ঘুড়ি লক্ষে একটা কাটে, হেঁসে দাও মা হাত চাপ্‌ড়ি। যত লোক সাধনা করে সবাই সিদ্ধ হয় না।

২৮৯ প্রেম-ভক্তি কাহাকে বলে?

প্রেম-ভক্তিতে সাধক ঈশ্বরকে খুব আত্মীয়ের ন্যায় বোধ করেন, যেমন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীনাথ বলিত—জগন্নাথ বলিত না।

২৯০ ধর্ম্ম কথা অনেক শোনা গেল, কিন্তু কিছু হ'লো না কেন?

সাঁকোর জল একদিক দে এল আর একদিক দে বেরিয়ে গেল। এক কান দে শুনেছ, আর এক কান দে বেরিয়ে গেছে।

২৯১ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজা কিরূপ?

একজন খুব আন্তরিক ভক্তির সহিত পূজা করে, জাঁক জমক বা লোক দেখাবার জন্য করে না। আর একজন পূজা উপলক্ষে বাড়ী ঘর খুব সাজায় ও নাচ গাওনা ফলারের খুব ঘটা করে। আর একজন খুব পাঁটা কাটে ও মদ মাংস ও নাচ গানে মত্ত হয়। প্রথম জনের পূজা সাত্ত্বিক, দ্বিতীয় জনের রাজসিক ও শেষ জনের তামসিক।

২৯২ বিরক্ত বৈরাগী কি রকম?

যে ব্যক্তি বাপ, মা বা স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বিবাগী হ'য়ে যায় তাহাকে বিরক্ত বৈরাগী বলে। সে দু'দিনের বৈরাগ্য, পশ্চিমে চাকরী জুটলে তার বৈরাগ্য চ'লে যায়। আবার সে চাকরি ক'রে বাড়ী আসে।

২৯৩ হঠাৎ কি কিছু হয় না?

যে বাড়ীতে পড়া মুখস্থ করে সেই হাইকোর্টের জজ দ্বারিক মিত্র হ'তে পারে। তা না হ'লে অনাহারী মাজিস্টর। একেবারে কেউ হাইকোর্টের জজ হয় না, অনেক পরিশ্রমে দ্বারিক মিত্র হওয়া যায়।

২৯৪ **ভক্তির তম কিরূপ?**

বাহু তুলে হরি বোল ব'লে নৃত্য করাই ভক্তির তম।

২৯৫ **যেমন ভাব তেমন লাভ।** ভগবান কল্পতরু, যে তাঁর কাছে যেমন চায় সে তেমনি পায়। গরিবের ছেলে লেখা পড়া শিখে হাইকোর্টের জজ হ'য়ে মনে করে, "আমি বেশ আছি।" ভগবানও তখন বলেন, "তুমি বেশ থাক।" তার পর যখন সে পেনসেন্ নিয়ে ঘরে বসে তখন সে বুঝ্তে পারে যে এ জীবনে ক'রলুম কি? ভগবান তখন ব'ললেন, "তাইতো ক'রলে কি?"

২৯৬ প্রশ্ন—আপনি স্ত্রী লইয়া ঘর করেন না কেন?

উত্তর—কার্ত্তিক একদিন একটা বেড়ালকে নখ দিয়ে আঁচড়েছিল। পরদিন আপনার মার গালে একটা নখচিহ্ন দেখে সে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "মা তোমার গালে নখের দাগ কেন?" জগজ্জননী ব'ললেন, "বাপ! এ তোমারই নখের দাগ।" কার্ত্তিক ব'ললে, "আমার নখের দাগ তোমার গালে কি করে গেল?" মা ব'ললেন, "বাপ! কাল তুমি একটী বেড়ালকে নখ দিয়ে আঁচড়েছিলে মনে নাই।" কার্ত্তিক ব'ললে "বেড়ালকে আঁচড়ালুম তা তোমার গালে দাগ হোলো কি ক'রে?" মা ব'ললেন, "বাপ! এ জগতে আমা ছাড়া কোন জীব জন্তু নাই; তুমি যাহাকেই আঘাত কর না কেন, আমাকেই আঘাত করা হইবে।" কার্ত্তিক বিস্মিত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন এ জীবনে আর বিবাহ করিবেন না।

তিনি কাহাকে বিবাহ করিবেন? যাহাকেই বিবাহ করিবেন তিনিই তাঁর মা। সর্ব্বত্র মাতৃবোধ হওয়াতে তাঁহার বিবাহ করা হোলো না। আমারও সেই দশা, আমি স্ত্রীলোক মাত্রকেই মা বলে জ্ঞান করি।

২৯৭ যে মাছ ধ'র্‌তে ভাল বাসে সে যদি শোনে অমুক পুকুরে বড় বড় মাছ আছে, তবে যারা সেই পুকুরে মাছ ধ'রেছে সে তাদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করে সত্যি সত্যি সে পুকুরে বড় বড় মাছ আছে কিনা। যদি থাকে তবে কিসের চার ফেল্‌তে হয়, কি টোপে খায় এ সব বিষয় জেনে নিয়ে পরে সে সেই সব নিয়ে তথায় মাছ ধ'র্‌তে যায়, মাছ ধ'র্‌তে গেলে একেবারেই মাছ ধরা যায় না; সেখানে ছিপ্ ফেলে ব'সে থাক্‌তে হয়। তারপর সে মাছের ঘাই ও ফুট দেখ্‌তে পায় এবং তারপর মাছ ধ'রতে পারে। ধর্ম্মরাজ্যেও সেইরূপ; **মহাজনদিগের কথায় বিশ্বাস ক'রে ও ভক্তি চার ফেলে, মন ছিপে, প্রাণ কাঁটায় নাম টোপ দিয়ে বসে থাক্‌তে হয়।**

২৯৮ মাছ যত দূরেই থাক্ না কেন, ভাল ভাল চার ফেল্‌বামাত্র যেমন তারা ছুটে আসে; **ভগবানও** সেইরূপ **বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র আসিয়া উদিত হন।**

২৯৯ যাহাকে ভূতে পায় সে যদি জান্‌তে পারে যে তাকে ভূতে পেয়েছে, তা হ'লে ভূত পালিয়ে যাবে। **মায়াচ্ছন্ন**

জীবও যদি জান্‌তে পারে যে তাকে মায়ায় আচ্ছন্ন ক'রেছে, তা হ'লে মায়া তার নিকট থেকে পালায়।

৩০০ দাদ যত চুল্‌কাও তত চুল্‌কাতে ইচ্ছা হবে ও চুল্‌কে সুখ হয়। **ভক্তেরাও** সেইরূপ **ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া কখনও পরিতৃপ্ত হন না।**

৩০১ দাদ যেমন চুল্‌কালে সুখ, কিন্তু পরে জ্বালায় অস্থির ক'রে তোলে, সংসারও সেই রকম। প্রথমে বড়ই সুখ, কিন্তু পরে জ্বালায় অস্থির ক'রে দেয়।

৩০২ যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে তারই মধ্যে ভূত প্রবিষ্ট হ'য়েছে। ভূত ছাড়বে কেমন ক'রে? **যে মন দিয়া সাধনা ক'রবে, তাহাই যদি বিষয়াসক্ত হ'য়ে পড়ে তাহা হইলে সাধনা অসম্ভব।**

৩০৩ জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকায় যেন জল না থাকে। **সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধকের ভেতর যেন সংসার না থাকে।**

৩০৪ গুরুকে যে করে মনুষ্য জ্ঞান।
কি করিবে তার সাধন ভজন॥

৩০৫ **মন মুখ এক করাই প্রকৃত সাধনা।** নতুবা মুখে বলিতেছি, তুমি আমার সর্ব্বস্ব এবং মন বিষয়কেই সর্ব্বস্ব জানিয়া বসিয়া রহিয়াছে, এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল।

৩০৬ একটা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। তার ভিতর কি আছে কি নাই, পাঁচিলের বাইরের লোক কিছুই জানিত না। একদিন চারিজন লোক পরামর্শ ক'রে স্থির ক'র্‌লে যে একখানা মই দিয়ে পাঁচিলের উপর উঠে দেখ্‌তে হবে এর ভিতর কি আছে। প্রথম জন মই দিয়ে পাঁচিলের উপর উঠ্‌লেন, অমনি তিনি হাঃ হাঃ ক'রে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে পাঁচিলের ভিতর লাফাইয়া পড়িলেন। দ্বিতীয় জন ব্যাপার কি বুঝ্‌তে না পেরে যেমন পাঁচিলের উপর উঠ্‌লেন, অমনি তিনিও হাঃ হাঃ ক'রে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে লাফ দিয়ে পাঁচিলের ভিতর প'ড়ে গেলেন। তারপর তৃতীয় জন কিছুই না বুঝ্‌তে পেরে যেমন পাঁচিলের উপর উঠ্‌লেন, অমনি তিনিও হাঃ হাঃ ক'রে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে লাফ দিয়ে পাঁচিলের ভেতর প'ড়ে গেলেন। চতুর্থ জন মই দিয়ে পাঁচিলের উপর উঠে বাগানের অপূর্ব্ব শোভা ও সকলের উপভোগের নিমিত্ত দিব্য বস্তু সকল দেখিলেন এবং ঐ সকল বস্তু উপভোগের নিমিত্ত খুব ইচ্ছা হইলেও আরও পাঁচ জনের সহিত একত্রে ভোগ ক'রবেন ব'লে নেমে এসে যাহাকে দেখিতে পাইলেন তাহাকে সেই স্থলের কথা বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবস্তুও সেই প্রকার; যিনি দেখ্‌তে পান তিনি আনন্দে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে তাতে গিয়ে পড়েন। কিন্তু যাঁহারা ফিরে এসে লোককে খবর দেন এবং আর পাঁচজনকে সঙ্গে ল'য়ে ব্রহ্মসাগরে নিমগ্ন হন, তাঁহারাই বিশেষ শক্তিমান মহাপুরুষ।

৩০৭ **শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি এক।** ছেলে যেমন পয়সার জন্য মার কাছে আব্দার করে। কখনও কাঁদে কখনও মারে; সেইরূপ **ঈশ্বরকে আপনার হইতে আপনার জানিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য যিনি সরল শিশুর ন্যায় ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন করেন, তাঁহাকে ভগবান দেখা না দিয়া থাক্‌তে পারেন না।**

৩০৮ **একবার ডাক দেখি মন ডাকার মতন,**
কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে।

ডাকার মতন ডাক হইলে ভগবান দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না।

৩০৯ জমিদার যত বড় হউক না কেন প্রজা যদি তাঁহাকে সামান্য দ্রব্য উপহার দেয়, তবে, তিনি যেমন তাহা আদর ক'রে নেন, সেই রকম ঈশ্বর মহান হইলেও মানুষের তুচ্ছ উপহারও সাদরে গ্রহণ ক'রে থাকেন।

৩১০ যখন শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, তখন কেবল মাত্র সাত জন ঋষি তাঁহাকে চিনিতে পেরেছিলেন। সেইরূপ ভগবান যখন অবতার হন সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে না।

৩১১ যেমন ঘণ্টার শব্দ যতক্ষণ শোনা যায় ততক্ষণ সাকার তারপর নিরাকার। ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ **সাকার এবং নিরাকার।**

৩১২ যেমন সোলার আতা, মাটীর হাতী দেখে আসল

আতা ও হাতী মনে পড়ে, সেই রকম **প্রতিমা দেখে ঈশ্বরকে মনে পড়ে।**

৩১৩ কোন সময়ে কেশবচন্দ্রকে তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রতিমা দেখ্‌লে মাটী খড় তোমার মনে আসে কেন? সচ্চিদানন্দময়ী মা মনে আসে না কেন?"

৩১৪ যেমন আগে গোটা লেখা অভ্যাস হ'লে পরে ছোট হরফ্‌ সহজে লিখিতে পারা যায়; সেইরূপ **আগে সাকারে মন বসিলে সহজেই নিরাকারকে ধরিতে পারা যায়।**

৩১৫ যেমন টিপ্‌ (লক্ষ্য) শিখ্‌তে হ'লে আগে মোটা জিনিষের উপর টিপ্‌ ক'রতে হয়, তারপর সূক্ষ্ম জিনিষেও টিপ্‌ করা যায়; সেই রকম **সাকার মূর্ত্তিতে মন স্থির হ'লে নিরাকার মূর্ত্তিতে মন সহজে স্থির করা যায়।**

৩১৬ যেমন এক চিনিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মঠ প্রস্তুত হয়, তেমনি **এক ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পূজিত হ'য়ে থাকেন।**

৩১৭ যেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ী যাবার অনেক পথ আছে; সেই রকম **ভগবানের ঘরেও নানা পথ দিয়ে যেতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে।**

৩১৮ যেমন এক সোনাতে নানা রকম গহনা তৈয়ার হয়। গহনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হ'লেও যেমন সকলেই এক সোনা,

সেই রকম ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রকমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পূজিত হন এবং বিভিন্ন নামে ও ভাবে পূজিত হ'লেও সকলকার ভেতর সেই এক ঈশ্বর।

৩১৯ শিষ্যের কাপড়ের দোকান আছে। গুরুর পুঁথি বাঁধিবার জন্য টুক্‌রা ছিটের দরকার। গুরু শিষ্যের নিকট আপন অভাব জানালেন। শিষ্য, "তাইতো, তাইতো আগে ব'ল্‌লে হ'তো, এই গিয়ে সেদিন একটা টুক্‌রা প'ড়েছিল, তা অমুককে দিলাম" ইত্যাদি ইত্যাদি নানাপ্রকার ওজর আপত্তি ক'রে শেষ ব'ল্‌লে "তা এবার টুক্‌রা প'ড়লে আপনার জন্য রেখে দেব, আপনি মধ্যে মধ্যে এসে সংবাদ নিবেন।" গুরু অগত্যা তাহাতেই রাজী হইলেন। ওদিকে শিষ্যের স্ত্রী বাটীর ভিতর হ'তে সকল কথা শুনিতেছিল। গুরুদেবকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সে লোক দ্বারা তাঁহাকে বাটীর মধ্যে ডাকাইয়া পাঠাইল। গুরু বাটীর ভিতর আসিলেন। শিষ্যের স্ত্রী ব'ল্‌লে, "কর্ত্তার নিকট আপনি কি চাচ্ছিলেন?" গুরু সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শিষ্যের স্ত্রী ব'ল্‌লে, "তা আপনি যান কাল আপনার বাটী ছিট্‌ পাঠিয়ে দেব।" গুরু তথাস্তু ব'লে চ'লে গেলেন। তারপর রাত্রে শিষ্য দোকান বন্ধ ক'রে ঘরে এলে পর তার স্ত্রী ব'ল্‌লে, "তুমি কি দোকান বন্ধ ক'রে এসেছ না কি?" শিষ্য ব'ল্‌লে, "হাঁ, কেন?" স্ত্রী ব'ল্‌লে, "তবে তুমি এক্ষণেই ফিরে গিয়ে আমার জন্য ভাল দেখে দুখান ছিট্‌ আন।"

শিষ্য বল্‌লে, "তার আর কি আমি কাল তোমায় খুব ভাল দুখান ছিট্ দেব।" স্ত্রী ব'ল্‌লে, "তা হবে না, এখনি আন।" স্বামী ব'ল্‌লে, "আমি শপথ ক'র্‌ছি কাল সকালে তোমায় ছিট্ দেবোই দেবো।" স্ত্রী ব'ল্‌লে, "তা হবে না, আমায় এখনি দাও।" স্বামী কি করে এতো গুরু নয় যে মধ্যে মধ্যে এসে সংবাদ নিতে ব'ল্‌বে, এ যে গুরুর গুরু মহাগুরু এর কথা উপেক্ষা করা যায় না, অগত্যা সেই রাত্রে ফের দোকান খুলে দুখান ছিট্ নিয়ে এলো। স্ত্রী সেই দুখান ছিট্ গুরুকে পাঠিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে, "আপনার যাহা আবশ্যক হবে আমায় ব'ল্‌বেন।"

৩২০ এক ব্রাহ্মণ একটি বাগান তৈয়ার করেছিল। সে দিনরাত তার পোঁদে লেগে থাক্‌তো। একদিন একটা গরু এসে বামুনের অনেক যত্নের একটা গাছ খাচ্ছিল। ব্রাহ্মণ তাই দেখে রেগে অন্ধ হ'য়ে গরুটাকে বেদম্ মার্‌লে। গরুটা মরে গেল। সকলেই গো হত্যার জন্য ব্রাহ্মণকে দোষ দিতে লাগ্‌লো। ব্রাহ্মণ কিন্তু আপন দোষ স্বীকার করে না; সে বলে আমার দোষ কি? আমি গোহত্যা করি নাই, আমার হাত মেরেছে, তা হাতের দেবতা ইন্দ্রই একাজ ক'রেছে। অতএব গো হত্যার জন্য যদি কারো পাপ হ'য়ে থাকে, তবে সে পাপ ইন্দ্রের হ'য়েছে—আমার দোষ কি? ইন্দ্র দেখ্‌লেন, মহা বিপদ, অতএব তিনি ব্রাহ্মণকে আপন দোষ বুঝাবার জন্য এক বামুনের বেশ ধ'রে সেই বাগানে গিয়ে ব্রাহ্মণকে ব'ললেন, "এ বাগানটি কার মহাশয়?"

ব্রাহ্মণ ব'ললে "আমার।"

ইন্দ্র—বেশ বাগান, আপনার মালিটীও বেশ ভাল, দেখুন দেখি কেমন সাজিয়ে গাছগুলি পুতেছে ?

ব্রাহ্মণ—আজ্ঞে ও সব আমিই দাঁড়িয়ে থেকে পুঁতিয়েছি।

ইন্দ্র—বটে, বটে—তা আপনার বাগানের রাস্তাটীও বেশ হ'য়েছে! এগুলি কাহারা ক'রেছে ?

ব্রাহ্মণ—আজ্ঞে ওসবই আমার করা।

ইন্দ্র—বটে, বটে সবই আপনার করা, তবে খালি গরুটা মার্‌বার বেলাই বুঝি ইন্দ্র এসেছিল।

৩২১ এক চোর রাজার বাড়ী চুরি ক'রতে গিয়ে শুন্‌লে যে, রাজা রাণীকে ব'লছেন যে, কাল সকালে গঙ্গাতীরে যে সকল সাধুরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজনকে ডেকে এনে রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিবেন। চোর এই কথা শুনে ভাব্‌লে যে, তবে কেন আমিও সেইখানে সাধু সেজে ব'সে থাকিগে না, যদি ডাকে তাহা হ'লে রাজকন্যাকে বিবাহ ক'রতে পাব। সে তাহাই করিল। পরদিন রাজার লোক গিয়ে সাধুদের আহ্বান ক'রতে লাগ্‌ল; কিন্তু বিবাহের কথা শুনে সাধুরা কেউ রাজী হ'ল না। অতঃপর রাজার লোকেরা সেই সাধু বেশধারী চোরকে আহ্বান করিল, চোর একেবারে সম্মত না হইয়া কিঞ্চিৎ চুপ্ করিয়া রহিল। রাজার লোকেরা রাজার নিকট এসে ব'ললে যে, একটী যুবা সাধু আছেন, তিনি রাজী হ'লেও হ'তে পারেন, কিন্তু আর কোন সাধু সম্মত নন। রাজা অগত্যা

সেই সাধু-বেশধারী যুবক চোরের নিকট আসিলেন এবং বিবিধ রকমে তার সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন। রাজাকে সম্মুখে দেখিয়া কিন্তু চোরের মন ব'দলে গেল, সে ভাব্‌লে যে আমি কেবলমাত্র সাধুর বেশ প'রেছি, তাতেই আমার নিকট রাজা এসে সাধ্য সাধনা ক'রছেন, না জানি আমি প্রকৃত সাধু হ'লে আমার কি দশা হবে। এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মন একেবারে বদ্‌লে গেল এবং বিবাহ না ক'রে যাহাতে প্রকৃত সাধু হওয়া যায়, তারই জন্য সে যত্নবান হইল। তাহার আর বিবাহ করা হইল না। মুহূর্ত্তেক সাধুর বেশ প'রে সাধুর নিকট ব'সে চোরের মন এমনি বদ্‌লে গেল। সৎসঙ্গের মহিমা কত তাহা বলা যায় না।

৩২২ কোন সময়ে নারদের মনে অভিমান হ'য়েছিল যে, বুঝি তাঁর মত ভক্ত আর নাই। ঠাকুর তাহা জানৃতে পেরে একদিন তাঁকে সঙ্গে ক'রে বেড়াতে বেরুলেন। খানিক দূর গিয়ে নারদ এক ব্রাহ্মণকে দেখ্‌তে পেলেন, তার কোমরে একখানা শাণিত তলোয়ার র'য়েছে অথচ বামুন শুক্‌নো ঘাস খাচ্ছে। নারদ বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, সে পরম বৈষ্ণব, অহিংসা তার ধর্ম্ম, তাই যে সকল ঘাসে জীবন আছে, সে সকল ঘাসও সে খায় না, শুক্‌নো ঘাস খায়; কিন্তু এমন বৈষ্ণবের কোমরে আবার তলোয়ার কেন? নারদ তাহা বুঝ্‌তে না পেরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "এ আবার কেমন, একদিকে ঘোর অহিংসা অপর দিকে ঘোর হিংসা, আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

ঠাকুর ব'ললেন,"তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না।" নারদ ঠাকুরের কথামত বামুনের কাছে গিয়ে ব'ললেন, "আপনি ত জীবহিংসা করেন না, শুক্‌নো ঘাস খান, তবে আবার আপনার কোমরে তলোয়ার কেন?" বামুন ব'ললে, তলোয়ার রেখেছি তিনজনকে কাটবার তরে।" নারদ ব'ললেন, "কাকে কাকে?" বামুন ব'ললে, "প্রথম অর্জ্জুন শালাকে?" নারদ ব'ললেন, "কেন?" বামুন ব'ললে, "শালার এত বড় আস্পর্দ্ধা আমার ঠাকুরকে কি না শালা সারথি করে।" নারদ ব'ললেন, "আর কাকে?" বামুন ব'ল্‌লে, "আর দ্রৌপদী শালীকে।" নারদ ব'ললেন, "কেন?" বামুন ব'ললে, "শালীর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমার ঠাকুরকে পাতের এঁটো খাওয়ায়।" নারদ ব'ললেন, "আর কাকে?" বামুন ব'ললে, "আর নারদ শালাকে।" নারদ ব'ললেন, "কেন?" বামুন ব'ললে, "শালার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, দিন নেই রাত নেই যখন তখন আমার ঠাকুরকে জাগায়।" নারদ স্তম্ভিত হইলেন এবং বামুনের ভক্তি দেখে আপন অভিমান ত্যাগ ক'রলেন।

৩২৩ কোন গ্রামে এক সাধ্বী সতী বাস করিতেন। অনেক কাল পরে তাঁর অন্তিম দশায় কপালে সিন্দুর হাতে শাঁখা ও লাল পেড়ে কাপড় পরিয়ে যখন তাঁহাকে গঙ্গা যাত্রা করিতেছিল, তখন একজন গ্রামের লোক দেখে কেঁদে ব'ল্‌লে, "হায়! হায়! এত কাল পরে আমাদের গ্রাম সতীহীন হইল।" সাধ্বী সতী সেই কথা শুনে তাহার পানে চেয়ে ব'ললেন,

"আগে যাই তারপর ব'লো।"

মর'বে নারী উড়বে ছাই।
তবে নারীর গুণ গাই ॥

৩২৪　পরমহংসদেব কাউকে কাউকে ব'লেছিলেন, "আমি যতটুকু ক'রতে বলি তোমরা ততটুকু ক'রতে পারবে কি? তবে ষোলটাং ব'ললে যদি একটাংও ক'রতে পার তবে যথেষ্ট হইবে।"

৩২৫　এক নাপিত পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে, "সাত ঘড়া টাকা নিবি?" নাপিত আশ্চর্য্য হ'য়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে, কিন্তু কাউকে দেখ্‌তে পায় না। সাত ঘড়া টাকার নাম শুনে সে কিঞ্চিৎ লুব্ধ হ'য়ে ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "নেবো।" অমনি সে আবার শুন্‌তে পেলে কে যেন বলিল, "আচ্ছা তোর বাড়ীতে দিয়ে এলুম নিগে যা।" নাপিত বাড়ী গিয়ে দেখে যথার্থই তাহার গৃহে ঘড়া রয়েছে। নাপিত ভাল ক'রে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে পেলে ছয়টী ঘড়া মোহরে ভরা আর একটী ঘড়া খালি র'য়েছে। খালি ঘড়াটী পূর্ণ করিবার জন্য তার একান্ত ইচ্ছা হ'লো এবং তাহার ঘরে সোণা রূপা যাহা কিছু ছিল, সমুদয় এনে সেই খালি ঘড়ার ভিতর পুর্‌লে, কিন্তু তাতে সে ঘড়া পুর্‌বে কেন? নাপিত সংসারের খরচ কমিয়ে রোজ রোজ সেই ঘড়ায় পুরিতে লাগিল এবং অবশেষে কাকুতি মিনতি ক'রে রাজা মহাশয়কে জানালে যে, তার সংসারে এখন

ভারি কষ্ট হইতেছে, সে যে কয় টাকা পায় তাহাতে তার চলে না। রাজা তাহার মাইনে বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু নাপিতের যে দশা সেই দশা। সে এক্ষণে লোকের কাছে মেগেপেতে খায় এবং যাহা কিছু টাকা পায় তাহা ঐ ঘড়ার ভিতর পোরে। পরে রাজা একদিন তাহার দুর্দ্দশা দেখে ব'ল্‌লেন, "হাঁরে! আগু তুই কম মাইনে পেতিস্ তাতে তো বেশ চলিত, আর এখন তুই দ্বিগুণ পাচ্ছিস্ তবু তোর চলে না কেন রে? তুই কি সাত ঘড়া মোহর এনেছিস্ নাকি?" নাপিত থতমত খেয়ে ব'ল্‌লে, "আজ্ঞে আপনাকে কে ব'ল্‌লে?" রাজা ব'ল্‌লেন, "আরে সে যে যকের ধন, সেই যক্ষটা আমার নিকট এসে ব'লেছিল "সাত ঘড়া ধন নেবে?" আমি বলিলাম, "জমার টাকা না খরচের টাকা।" যক্ষটা অমনি পালিয়ে গেল আর কোন্ কথা কহিল না। "ও টাকা কি নিতে আছে, ও টাকা খরচ করিবার যো নাই ও কেবলই জমার টাকা, ভাল চাস্‌তো ফিরিয়ে দিয়ে আয়।" নাপিত ঐ কথা শুনে তাড়াতাড়ি সেই স্থলে গিয়ে ব'ললে, "তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও আমার কাজ নাই।" যক্ষ বলিল, "আচ্ছা।" বাটীতে আসিয়া নাপিত দেখে ঘড়াগুলিকে লইয়া গিয়াছে। লাভের মধ্যে সেই সঙ্গে যে এতকাল ধ'রে সেই খালি ঘড়াটার ভিতর যাহা পুরিয়াছিল, সেগুলিও লইয়া গিয়াছে। **ধর্ম্মরাজ্যেও ঐরূপ, জমা খরচ বোধ না থাকিলে শেষে সর্ব্বস্ব হারাতে হয়।**

৩২৬ কাদা ঘাঁটা ছেলের স্বভাব, মা কিন্তু থাকিতে দেন না, তিনি মধ্যে মধ্যে গা সাফ্ করে দেন। **মানুষ যতই পাপ করুক না কেন, ভগবান তাহার উদ্ধারের পথ ক'রে দেনই দেন।**

৩২৭ ব্রাহ্ম-সমাজের কোন কোন লোককে ভালবেসে তিনি বলিতেন, **"ওরে পোদো, তোর বাগান শুনে কি লাভ হবে দুটো আম খা, যে শরীর ঠাণ্ডা হো'ক।"** অর্থাৎ **ধর্ম্মবিষয়ে মিছে তর্ক না ক'রে দুটো উপদেশ শুনে তাহা পালন কর, সুখ হবে।**

৩২৮ **পরচর্চ্চা ক'রতে গেলে আত্ম ও পরমাত্ম দুই চর্চ্চাই ভুল হয়।**

৩২৯ তামসিক ধর্ম্ম কিরূপ? তিনি বল্‌তেন, "আর ভাই দাঁত নাই।" অর্থাৎ দাঁত পড়িয়া গিয়াছে আর কালী পূজা করিয়া সুখ নাই। ইহাই তামসিক ধর্ম্ম।

৩৩০ **সকল বস্তুই নারায়ণ।** মানুষ নারায়ণ, হাতি নারায়ণ, ঘোড়া নারায়ণ, লম্পট নারায়ণ, সাধু নারায়ণ।

৩৩১ **যার এখানে আছে তার সেখানে আছে, যার এখানে নাই তার সেখানেও নাই।** *

* কেহ কেহ বলেন—ঠাকুর আপন বক্ষে হাত দিয়া বলিতেন যার এখানে আছে তার সেখানে আছে। আবার কেহ কেহ বলেন—কোন ব্যক্তি তীর্থ পর্য্যটন জন্য ব্যস্ত হওয়ায় ঠাকুর বলেন, যার এখানে আছে তার * * * ইত্যাদি।

৩৩২ **কে কার গুরু? ঈশ্বর সকলকার গুরু।**

৩৩৩ **যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ।** দুই বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে দেখ্‌তে পেলে এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হইতেছে। একজন বলিল, "চল ভাই খানিকক্ষন ঐখানে ব'সে ভাগবত শুনিগে?" অপর জন বলিল, "না ভাই! ভাগবত শুনে কি হবে, চল ততক্ষণ বেশ্যালয়ে গিয়ে আমোদ করিগে।" প্রথম জন তাতে রাজী হ'ল না, সে সেখানে গিয়ে ভাগবত শুনিতে লাগিল, অপর জন বেশ্যালয়ে গেল। কিন্তু বেশ্যালয়ে তাহার আমোদ করা হইল না, সে কেবলই ভাবিতে লাগিল যে, হায়! হায়! আমি কেন এখানে আসিলাম, না জানি আমার বন্ধু এতক্ষণ সেখানে ব'সে কত হরিগুণ গান শুনিতেছে। অপরজন ভাগবত শুনিতে বসিল, কিন্তু তাহার ভাল লাগিল না, সে তথায় বসিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল যে, হায়! হায়! আমি কেন আমার বন্ধুর সঙ্গে গেলাম না, না জানি বেশ্যালয়ে সে এতক্ষণ কত আমোদ করিতেছে। ফলে যে ব্যক্তি ভাগবত শুনিতেছিল তাহার বেশ্যালয়ে যাওয়ার ফল হইল এবং যে ব্যক্তি বেশ্যালয়ে গিয়াছিল, তাহার ভাগবত শুনার ফল হইল।

৩৩৪ এক শিবমন্দিরের পাশে একজন সন্ন্যাসী থাকিত। সন্ন্যাসীর সম্মুখে একটী বেশ্যালয় ছিল। বেশ্যালয়ে দিন রাত লোক আসে দেখে সন্ন্যাসীর মনে দুঃখ হইল এবং একদিন সেই

বেশ্যাকে ডেকে তিরস্কার ক'রে ব'ল্লেন, "দেখ্, তুই ভারী পাপী, দিন রাত তুই পাপ করিস্, তোর দশা কি হবে ?" বেশ্যা এই কথা শুনে নিতান্ত দুঃখিত হইল এবং মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়ে ঈশ্বরের নিকট নানাপ্রকার প্রার্থনা করিল এবং সেই দিন হইতে সে যখনই পেটের দায়ে পাপ কার্য্য করিত, তখনই কাতরপ্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। সন্ন্যাসী পরদিন হইতে মনে করিল যে, মাগীর বাটীতে কত লোক আসে তাহা দেখিব এবং তাহার বাটীতে যতবার লোক আসে, সে ততবার এক একটী ক'রে ঢিল ধরে। ক্রমে এক একটা ক'রে অনেক ঢিল জমে গেল। পরে একদিন সেই মাগীকে দেখ্‌তে পেয়ে সন্ন্যাসী সেই ঢিলের কাঁড়ির দিকে চেয়ে ব'ল্লে "দেখ্ দেখি মাগী এই ক'দিনে তুই কত রাশি রাশি পাপ ক'রেছিস্, তা এখনও বলি সাবধান।" মাগী ঢিলের রাশি দেখে ভীত হ'য়ে ভগবানের কাছে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা ক'র্লে যে, হে ভগবান আমায় মুক্ত কর। পরে ঐ বেশ্যা ও সন্ন্যাসীর এক দিনে মৃত্যু হইল; এবং যমদূত আসিয়া সন্ন্যাসীকে ও বিষ্ণুদূত আসিয়া মাগীকে লইয়া গেল। বিষ্ণুদূত মাগীকে লইয়া যাইতেছে ও যমদূত তাহাকে লইতে আসিতেছে দেখিয়া, সন্ন্যাসী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল, "তোমাদের ভুল হইয়াছে, বিষ্ণুদূত আমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে এবং যমদূত অবশ্য ঐ মাগীকে লইয়া যাইতে আসিয়া থাকিবে।" যমদূত বলিল, "না—আমাদের ভুল হয় নাই—ঠিকই

হইয়াছে।" সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কি আজীবন আমি ভগবানের নাম করিলাম, আর ওমাগী বেশ্যাবৃত্তি করিল, এক্ষণে আমাকে তোমরা, এবং উহাকে বিষ্ণুদূতে লইয়া যাইবে এ কেমন কথা?" যমদূত বলিল, "ও বেশ্যাবৃত্তি করে নাই, বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছ তুমি; আর তুমি ভগবানের নাম কর নাই, নাম ক'রেছে ঐ বেশ্যা, ভাল করে তাহা বুঝে দেখ। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ তাহা কি জান না?"

৩৩৫ এক ব্যক্তি তেল মেখে নাইতে যেতে যেতে পথে শুন্‌তে পেলে যে, অমুক সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, আজ ক'দিন ধ'রে তার যোগাড় করিতেছে। এই কথা শুনেই তার বোধ জন্মিল যে, সন্ন্যাসী হওয়াই সার এবং তৎক্ষণাৎ সেই তেল মাখা গায়েই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, আর বাটীতে ফিরিল না। ইহারই নাম তীব্র-বৈরাগ্য।

৩৩৬ আঁধারে লাণ্ঠান হাতে পাহারাওলা সকলকে দেখ্‌তে পায়, কিন্তু কেউ তাকে দেখ্‌তে পায় না,তবে যদি পাহারাওলা লাণ্ঠানটী আপনার দিকে ফেরায় তবেই সকলে তাহাকে দেখ্‌তে পায়। **ভগবানও সেইরূপ সকলকে দেখ্‌তে পান, কিন্তু কেউ তাঁহাকে দেখ্‌তে পায় না, তবে যদি তিনি দয়া ক'রে আপনাকে প্রকাশ করেন, তবেই লোক তাঁহাকে দেখ্‌তে পায়।**

৩৩৭ কেশব বাবুর দল ভেঙ্গে যখন সাধারণ সমাজ হয়, পরমহংসদেব তখন কেশব বাবুকে ব'লেছিলেন, "যাকে তাকে

দলে নিয়েছিলে কেন? তাইত এমন হ'ল, বেছে বেছে লোক নিতে পার নাই?" শিষ্যের স্বভাব সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করা গুরুর কর্ত্তব্য।

৩৩৮ কুচবিহারের বিবাহের কথা তুলে সময়ে সময়ে কোন কোন ব্রাহ্ম পরমহংসদেবের নিকট কেশব বাবুর অনেক নিন্দা করিত। পরমহংসদেব কিন্তু তাহাদের কোন কথায় সায় দেন নাই, তবে একদিন কেশবচন্দ্রকে কেবল ব'লেছিলেন, "তুমি এমন আইন কেন পাশ করাতে গিয়েছিলে? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের উপর কি আইন চলে?"

৩৩৯ উত্তর পশ্চিমে নানা তীর্থস্থল ভ্রমণ ক'রে কোন সাধু পরমহংসদেবের নিকট আসিলে পর, তিনি তাহাকে সেদেশে ও এদেশে প্রভেদ কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধু ব'ল্লেন, "আদৎ বিষয় সে দেশে ও এদেশে প্রভেদ কিছু দেখিলাম না, তবে যাহা কিছু প্রভেদ বেশ ভূষা প্রভৃতি সামান্য বিষয়ে।" পরমহংসদেব ব'ল্লেন, "পশ্চিমে কেটো ন্যাড় দেখেছ?" সাধু হেঁসে ব'ল্লেন, "আজ্ঞে দেখেছি।" পরমহংসদেব ব'ল্লেন, "এক দেশের সহিত অন্য দেশের প্রভেদ যাহা কিছু ঐ কেটো ন্যাড়ের অর্থাৎ তুচ্ছ বিষয়ে। আদৎ বিষয়ে সকলেই সমান।"

৩৪০ একজন ব্রাহ্ম সাধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্মে প্রভেদ কি?" তিনি ব'ল্লেন, "পোঁ বাজান ও সুর বার করা। ব্রাহ্ম-

ধর্ম্ম এক ব্রহ্মের পোঁ ধরিয়া আছে, হিন্দুধর্ম্ম তাহার উপরে নানা রকম সুর তান লয় বাহির করিতেছে।" অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মদিগের নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বিধিও আছে এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা ভাবে ও নানারূপেও উপাসনা আছে।

৩৪১ **মাথার উপর যখন বক উঠিবে তখনই ঠিক ধ্যান হবে।** অর্থাৎ যিনি ধ্যানেতে এরূপ মগ্ন হইতে পারিবেন যে, সে সময়ে মাথায় একটী পাখী বসিলেও টের পাইবেন না, তিনিই ঠিক্ ধ্যান করিতেছেন।

৩৪২ কাম সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে কহিতে কোন সাধক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এত ধর্ম্ম আলোচনা করি, কিন্তু তথাপি মনে কুভাব উঠে? তিনি ব'ল্লেন "একজন কুকুর পুষেছিল, সে দিন রাত সেইটেকে নিয়ে থাক্তো, কখন তাহাকে কোলে করিত, কখন তাহার মুখের উপর মুখ দিয়া বসিয়া থাকিত, পরে একজন বিজ্ঞ লোক এসে তাকে ধম্‌কে বুঝিয়ে দিলেন যে, কুকুরকে অত আদর দিতে নাই, উহারা পশুর জাত কোন দিন আদর কর্‌তে কর্‌তে ফট্ করে কাম্‌ড়ে দেবে ঠিক্ নাই। সে সেই কথা বুঝতে পেরে কুকুরটাকে কোল থেকে ফেলে দিলে এবং আর কখনই তাহাকে কোলে নেবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, কিন্তু কুকুরটা তাহা বুঝে না, সে তাহাকে দেখিলেই দৌড়িয়া তাহার কোলে উঠিতে যায়। পরে দিনকতক কোলে উঠিতে আসিলেই তাহাকে

প্রহার করাতে তবে সে নিরস্ত হয়। তোমাদেরও সেই দশা। অনেক কাল আদর ক'রে যে কুকুরকে কোলে ক'রে এনেছো, এক্ষণে তুমি নিরস্ত হ'লেও কুকুর ছাড়িবে কেন? তবে উহাতে কোন দোষ নাই। কুকুর তোমার কোলে উঠিতে আসুক তুমি আর তাহাকে কোলে তুলো না এবং তাহাকে খুব প্রহার করিও, দিনকতক বাদে সে পালিয়ে যাবে।"

৩৪৩ **জান্‌তে অজান্‌তে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবে তাঁহার নাম করিলেই তাহার ফল হইবে।** যেমন কেহ তেল মেখে নাইতে যায় তাহারও যেমন স্নান হয় আর যাহাকে ঠেলে জলে ফেলে দেওয়া যায় তারও স্নান হয়, আর কেহ ঘরে শুয়ে আছে তাহার গায়ে জল ফেলে দিলে তাহারও তেমনি স্নান হয়।

৩৪৪ **মানুষের দেহটা যেন হাঁড়ি আর মন বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলো যেন জল, চাল ও আলু।** হাঁড়ির ভেতর জল, চাল ও আলু দিয়ে তার **নীচে আগুন জ্বেলে দিলে** যেমন সেই জল, চাল ও আলুগুলো **তেতে উঠে** এবং তাদের গায়ে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায়, **অথচ সে শক্তিটা তাদের নয় আগুনের।** সেই রকম **মানুষের ভেতর ব্রহ্মশক্তি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মানুষের মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য করে এবং সেই শক্তির অভাব হ'লেই তার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারে না।**

৩৪৫ বাটীর ছাদের জল যেমন বাঘমুখো অথবা অন্য প্রকার নল দিয়ে পড়ে, কিন্তু সে জল তাদের নয় আকাশের, সেই রকম সাধু ভক্তদের মুখ দিয়ে যে সকল সত্য ও স্বর্গীয় তত্ত্ব প্রচারিত হয়, সে সকল তাঁদের নিজের নয়—ঈশ্বরের।

৩৪৬ সকলের অসমক্ষে যিনি ভগবান দেখিতেছেন বলিয়া অধর্ম্মাচরণ না করেন তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। জনশূন্য মাঠের মাঝে যুবতী সুন্দরীকে দেখে, ধর্ম্ম ভয়ে ভীত হ'য়ে যিনি তার প্রতি কুদৃষ্টি না করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, আর যিনি কেবল প্রকাশ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি ঠিক ধার্ম্মিক নন। অন্ধকারের (যেখানে কেহ দেখিতেছে না) ধর্ম্মই ধর্ম্ম, আলোর (সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যে) ধর্ম্ম ঠিক নয়।

৩৪৭ শ্রীরঙ্গদেশে এক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রত্যহ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতেন আর অনবরত কাঁদিতেন। গীতার সমুদয় শব্দ তিনি শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না এবং অর্থও বুঝিতেন না। এজন্য সকলে তাঁহাকে উপহাস করিত। কিন্তু তিনি তাহাদের উপহাস বা নিন্দার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আপন মনে প্রতিদিনই পাঠ করিতেন ও পুলকে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! কোন অর্থে তোমার এত আনন্দ হয়?" তিনি বলিলেন,

"গুরুর আজ্ঞায় আমি গীতা পাঠ করি এবং **যতক্ষণ পাঠ করি, ততক্ষণ দেখি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে বসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন।** তাই আমার আনন্দ হয়।" শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমিই **গীতার সার মর্ম্ম** বুঝিয়াছ।"

৩৪৮ ঘুর্ণির ভিতর চিক্ চিক্ করিয়া জল যায় দেখে পুঁটি মাছগুলি আনন্দে তার ভিতর ঢুকে যায়; কিন্তু তাহারা আর বাহির হইতে পারে না, একেবারে প্রাণে মরে। **সংসারের বাহ্য চাকচিক্য দেখে লোকে তার ভিতর ঢুকে মারা পড়ে। ঘুর্ণির মত সংসারে ঢোকা সহজ, কিন্তু বাহির হওয়া দায়।**

৩৪৯ ভিজে দেশলাই হাজার ঘসিলেও জ্বলে না, কেবল ধোঁয়া উঠে; কিন্তু শুক্‌নো দেশলাই একটু ঘসিলেই ধপ্ ক'রে জ্বলে উঠে। **ভক্ত শুক্‌নো দেশলাইয়ের মত,** হরির প্রসঙ্গ হইবামাত্র তাঁর প্রাণে প্রেমাগ্নি জ্বলে উঠে। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত মন ভিজে দেশলাইয়ের মত, হাজার হরির কথায়ও উত্তপ্ত হয় না।

৩৫০ **ঈশ্বর নিত্য ও লীলাময়।** অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মধ্যে প'ড়ে আমি কুলকিনারা কিছু না পাইয়া হাবুডুবু খাই; কিন্তু যখন লীলাময় হরিকে লাভ করি, তখন যেন কিনারা পাই।

৩৫১ **ভক্তের ভাবের শেষ হয় না কেন?**

মহাজনের গোলাতে যখন ধান চাল মাপে, তখন মেয়েরা ধামা ধামা ক'রে মাল এগিয়ে দেয়, তেমনি ভগবানও ভক্তের ভাব জুগিয়ে দেন; এজন্য ভক্তের ভাব ফুরায় না; কিন্তু বই পড়া জ্ঞানীর জ্ঞান দুদিনে ফুরিয়ে যায়।

৩৫২ স্ত্রীলোক মাত্রেই ভগবতীর অংশ অতএব মাতৃস্থানীয়া।

৩৫৩ মায়া না মেয়ে, সব দিলে খেয়ে।

৩৫৪ যেমন এক পতিতে নিষ্ঠা থাকলে সতী হয়, তেমনি ইষ্টে নিষ্ঠা থাকলে ঈশ্বর লাভ হয়।

৩৫৫ বিদ্যায় বুদ্ধি সুদ্ধি করে।

৩৫৬ চিকের ভিতর বড় লোকের মেয়েরা থাকে। তাহারা সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পায় না। ভগবানও সেইরূপ।

৩৫৭ এমন সাত্ত্বিক কালী আছেন যে, মাছমাংসের গন্ধও শুঁকতে পারেন না।

৩৫৮ যেমন সমুদ্রের বাতাস লাগ্‌লে বৃক্ষাদি বস্তু সকল গ'লে যায়, সেইরূপ ব্রহ্মসাগরের বাতাস লাগ্‌লে মানুষ গ'লে যায় (অহঙ্কারাদি হৃদয়গ্রন্থি নাশ হয়)। ঐ বাতাস লেগে সনন্দ সনৎকুমার গ'লে গেল, নারদ দূর হইতে ব্রহ্মসাগর দর্শন করিয়া আপন অস্তিত্ব হারাইয়া হরিগুণ গানে উন্মত্তবৎ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। শুকদেব

তীরস্থ হইয়া হস্ত দ্বারা তিনবার সমুদ্রবারি স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মভাবে বিভোর হইয়া জড়বৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন। জগৎগুরু মহাদেব তার তিন গণ্ডুষ জল খেয়ে শবের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। সে সমুদ্রের ইয়ত্তা কে করিতে পারে?

৩৫৯ **জ্যোতির্ম্ময় বৃক্ষে থলো থলো রাম, থলো থলো কৃষ্ণ ফল আছে, তার এক একটী এসে এত কাণ্ড ক'রে যান।**

৩৬০ **সচ্চিদানন্দ সাগরের কিনারা থেকে জল খাবে? না ডুবে খাবে?** যদি সাংসারিক ভোগ বাসনা থাকে তাহা হইলে জলে নামিও না; **ঐ সাগরের পরিমাণ করিতে যিনিই গমন করিয়াছেন, তিনিই আর এ সংসারে ফিরিয়া আসেন নাই।**

৩৬১ **জীবের সোহংভাব হওয়া কি সম্ভবে ও সে কিরূপ?** যেমন লোকের বাটীর বহু পুরাতন ভৃত্য বাটীর পরিবারের মধ্যে গণ্য হইয়া যায় এবং প্রভু কোন দিন তাহার কোন কার্য্যে অতীব প্রসন্ন হইয়া তাহার হস্ত ধরিয়া আপন গদিতে বসাইয়া সকলকে বলিয়া দেন, "আজ হইতে ইহাতে ও আমাতে কোন ভিন্ন ভাব নাই—এও যে আমিও সে। ইহার হুকুম আমার ন্যায় সকলে মানিবে। যে না মানিবে সে দণ্ডনীয় হইবে।" ভৃত্য সঙ্কুচিত হইলেও প্রভু জোর করিয়া তাহাকে বসান; জীবের সোহংভাবও সেইরূপ। বহুকাল তাঁহার সেবা ও বন্দনায় তিনি প্রসন্ন হইয়া কাহাকে

কাহাকেও আপনার সমান বিভূতিসম্পন্ন করিয়া আপন আসনে বসাইয়া লন।

৩৬২ **পোলের নীচে সহজে জল আসে যায়, জমে না**; তেমনি মুক্ত লোকদের হাতে যেই টাকা পয়সা আসে অমনি খরচ হ'য়ে যায়, জমে না।

৩৬৩ **অবতার ঈশ্বরের কর্ম্মচারী**—যেমন জমিদার ও তাহার নায়েব। আপন অধিকারের যে প্রদেশে গোলমাল হয়, জমিদার সেই প্রদেশেই তাঁর নায়েবকে প্রেরণ করেন; সেইরূপ **জগতে যে কোন স্থানে ধর্ম্ম হানি হয় সেই স্থানেই অবতারকে আসিতে হয়।**

৩৬৪ **সেই একই অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হ'লেন, ওখানে উঠে যিশু হ'লেন।**

৩৬৫ একজন হিন্দু প্রচারককে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি চাপরাস্ পেয়েছ?" তিনি বলিলেন, "চাপরাস্ কি মহাশয়?" পরমহংসদেব বলিলেন, "যেমন প্যায়দা সামান্য লোক, তার চাপরাস্ আছে ব'লেই লোকে তাকে মানে। সেই রকম তুমি তাঁর (ঈশ্বরের) কাছ থেকে চাপরাস্ (আদেশ) পেয়েছ কি?" তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে না।" তখন ঠাকুর বলিলেন, "তবে তোমার কথা কেউ নেবে না, কেন মিছে বক্‌বে।"

৩৬৬ **হরি নাম ডিঃ গুপ্ত।** (যেমন ডিঃ গুপ্ত খেলে

ম্যালেরিয়া জ্বর যায় তেমনি হরিনাম ক'রলে সংসার ব্যাধি নাশ হয়।)

৩৬৭ সত্য ত্রেতা যুগের তপস্যার কথায় বলিতেন, **বাদ্‌সাই আমলের টাকা এখন চলে না। কেন না সে ক্ষমতা এখন নাই, এখনকার অবতারের মতে চলা চাই।**

৩৬৮ এখন নেজা মুড়ো বাদ দিতে হইবে, তবে লোকে নেবে। **এখনকার লোকে সার জিনিষ চায়।**

৩৬৯ এক সময়ে পরমহংসদেবের এমন অবস্থা ছিল, যখন তিনি বলিতেন, "আমি ফুল (মালার) চাই না সুতো চাই।" অর্থাৎ ভক্ত চাই না—ভগবান চাই।

৩৭০ প্রদীপের স্বভাব আলো দেয়। কেহ তাতে ভাত রাঁধে, কেহ জাল করে, কেহ তাতে ভাগবত পাঠ করে। সেকি আলোর দোষ? অর্থাৎ কেউ ভগবানের নাম ক'রে মুক্তি চেষ্টা করিতেছে, কেউ চুরি করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেকি ভগবানের দোষ?

৩৭১ নেঙটা তোতাপুরী ব'লতো ঘটি রোজ না মাজ্‌লে কলঙ্ক পড়ে। অর্থাৎ **রোজ রোজ ধ্যান না করিলে চিত্ত অশুদ্ধ হয়।** পরমহংসদেব উত্তরে বলিলেন, "যদি সোণার ঘটি হয় তাহ'লে আর পড়ে না।" অর্থাৎ **ঈশ্বর লাভ করিলে আর সাধনার দরকার হয় না।**

৩৭২ যেমন সুতোতে এক গাছা কেঁসো থাক্‌তে ছুঁচের

ছিদ্রে ঢোকে না; তেমনি **বাসনার লেশ থাক্‌তে ভগবান লাভ হয় না।**

৩৭৩ "সতের রাগ, জলের দাগ।" অর্থাৎ অল্পক্ষণ স্থায়ী।

৩৭৪ মুখে বলে ঢোল ঢোল, বাজাতে পারে না একটা বোল। মুখে লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু কাজে একটীও করিতে পারে না।

৩৭৫ সকল বর্ণ এক একটা, কিন্তু "শ" তিনটা শ, ষ, স। যত পার স'য়ে যাও। এই দুঃখ কষ্টের সংসারে সহ্যগুণ এতই প্রয়োজন যে, মানুষকে প্রথমাবধি সহ্যগুণ শিক্ষা দিবার জন্যই যেন বর্ণমালায় তিনটী শ, ষ, স ধরা হ'য়েছে।

৩৭৬ **মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে।** যদি আমি থাক্‌বি তবে তাঁর দাস আমি হ'য়ে থাক।

৩৭৭ **মায়া ও ব্রহ্ম কেমন?**

যেমন সাপ চলা আর সাপ স্থির। অর্থাৎ **শক্তির প্রকাশ মায়া ও স্থির ব্রহ্ম।**

৩৭৮ সমুদ্রের যেমন জল স্থির ও তরঙ্গময়। ব্রহ্ম ও মায়া সেইরূপ।

৩৭৯ ব্রহ্ম ও শক্তি কেমন?

যেমন আগুন ও তার দাহিকা শক্তি।

৩৮০ প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কিছুই থাকে না। তেমনি **নেতি নেতি বিচার ক'র্‌লে কিছুই থাকে না।** (অর্থাৎ এ সকল কিছুই নয়, কিছুই না থাকাই ব্রহ্ম।)

৩৮১ সাপ যেমন সাপের খোলোস হ'তে আলাদা তেমনি আত্মা শরীর থেকে আলাদা।

৩৮২ কাঁচে পারা মাখান থাকৃলে যেমন মুখ দেখা যায়, শুক্র ধারণ ক'র্‌লে তেমনি ব্রহ্ম দেখা যায়।

৩৮৩ ভগবান দু'বার হাঁসেন। ভাই ভাই যখন দড়ি ফেলে ভাগ ক'রে বলে এ জমি আমার ও জমি আমার, আর রুগি যখন মরে ডাক্তার বলে আমি বাঁচাব।

৩৮৪ সাপ যখন নিজে খায় তখন তার বিষ লাগে না, কিন্তু যখন অন্যকে খায় তখন বিষ লাগে; তেমনি ভগবানে মায়া আছে বটে, কিন্তু তাঁকে মুগ্ধ ক'র্‌তে পারে না, অন্যকে সেই মায়া মুগ্ধ করে।

৩৮৫ বেড়াল আপনার বাচ্চাদের দাঁত দে ধরে বটে, কিন্তু তাতে তাদের লাগে না, কিন্তু যখন ইঁদুর ধরে তখন সে ম'রে যায়; মায়া সেইরূপ ভক্তকে নষ্ট করে না অন্যকে নষ্ট করে।

৩৮৬ দড়ি পুড়ে গেলে আকার থাকে বটে, কিন্তু তাতে বাঁধা চলে না; অহঙ্কারও সেইরূপ।

৩৮৭ ঘা শুকুলে আপনা হ'তে ছাল উঠে যায়। টেনে ছিঁড়লেই রক্ত পড়ে। জ্ঞান-চৈতন্য হলে সেইরূপ জাত থাকে না, কিন্তু অজ্ঞানীর জাতি ভেদ নষ্ট করা দোষ।

৩৮৮ মন কেমন না যেমন চুল। চুল টান্‌লে

সোজা হয়, ছেড়ে দিলেই কুঁকড়ে যায়। মনও সেইরূপ জোর ক'রে টেনে রাখ্‌লে ঠিক্ থাকে ছেড়ে দিলেই গোল করে।

৩৮৯ যতক্ষণ জ্বাল দেওয়া যায় ততক্ষণই দুধ উত্‌লে উঠে। জ্বাল টেনে নিলেই যেমন তেমনি। সাধনা অবস্থাও ঐ রকম।

৩৯০ কাঁচা মাটীতে গড়ন চলে, পোড়া মাটীতে চলে না। (অর্থাৎ যার হৃদয় বিষয় বুদ্ধিতে পুড়ে গেছে তাতে আর অন্য ভাব ধরে না।)

৩৯১ পোড়া হাঁড়ি যদি ভেঙ্গে যায়, তা আর জোড়া লাগে না, কাঁচা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে জোড়া দেওয়া যায়। (অর্থাৎ যাতে পাপ ও বিষয়-বুদ্ধি অধিক নাই, সহজে তার মন ঈশ্বরে যায়। আর যে পাপে ও বিষয় বুদ্ধিতে পেকে গেছে, তার মন কোন মতে যায় না।)

৩৯২ অনেক মাছ আছে তাদের মেলা কাঁটা বাছ্‌তে হয়। আর কোন কোন মাছের একটা কাঁটা। (অর্থাৎ অনেকের মেলা পাপ আছে, আর কারও কারও এক আধটা আছে মাত্র।)

৩৯৩ সকাল বেলাই মাখন তুল্‌তে হয়। বেলা হ'লে আর উঠে না। (অর্থাৎ বাল্যকালে সহজে মন ঈশ্বরে যায়, বুড়ো হ'লে যায় না।)

৩৯৪ সাদা কাপড়ে যদি একটু কালীর দাগ থাকে, তবে

বড়ই বেশী দেখায়। পবিত্র লোকের অল্প দোষ বেশী দেখায়।

৩৯৫ তাঁতে একেবারে ডাইলিউট্ হ'য়ে যাও। (অর্থাৎ ব্রহ্মসাগরে মিলে যায়।)

৩৯৬ রাজার কাছে যেতে হ'লে সেপাই শান্ত্রীর অনেক খোসামোদ ক'র্‌তে হয়। ঈশ্বরের কাছে যেতে হ'লে নানা উপায়ে সাধন ভজন ও সৎসঙ্গ করিতে হয়।

৩৯৭ হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। প্রণব বর্ণের মধ্যে নয়। ভক্তি কামনার মধ্যে নয়। অর্থাৎ এতে উপকার বই অপকার নাই, অন্যেতে অপকার মাত্র।

৩৯৮ চিনিতে বালিতে মিশে থাকলে পিঁপড়ে বালি ফেলে চিনি নেয়। পরমহংস ও সৎ-লোকের এই লক্ষণ।

৩৯৯ গ্রন্থ পুস্তক নয়, গ্রন্থ গাঁট বন্ধন।

৪০০ চালুনির (ময়দা চালুনি) স্বভাব ভাল ফেলে দেওয়া, আর মন্দ রাখা। (অসতের স্বভাবের তুলনা।)

৪০১ কুলোর স্বভাব মন্দ ফেলে ভাল রাখা। (সৎলোকের স্বভাব।)

৪০২ কোন সাধুর কাছে একজন ছেলে কোলে ক'রে ঔষধ আনৃতে গিয়াছিল। সেদিন সাধু ব'ললেন "কাল এস।"

পরদিন তিনি এলে ব'ললেন, "গুড় খেতে দিও না, তা হ'লেই সা'রবে।" লোকটী ব'ললেন, "সেদিন ব'ললেই হ'ত।" সাধু ব'ললেন, "সেদিন আমার কাছে গুড় ছিল, যদি তখন ব'লতুম্ তো ছেলেটী মনে ক'রত যে, সাধুর কাছে গুড় রয়েছে তবে আমি খাব না কেন?" অর্থাৎ **সাধুলোকে যা করেন, সাধারণে তাই করিতে চায়।**

৪০৩ যে রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রেছে, সে কি সামান্য মুটের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে সুখ পায়? অর্থাৎ **যে ভগবান পেয়েছে তার মন সামান্য জিনিষে যায় না।**

৪০৪ যে মিছরির সরবৎ খায়, সে কি চিটে গুড়ের পানা খেতে চায়?

৪০৫ **পাপ আর পারা চাপা থাকে না।**

৪০৬ মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর উঠে, শশা খেলে শশার ঢেঁকুর উঠে। অর্থাৎ **যাহার ভিতরে যেমন ভাব থাকে, সেই রকম বাহির হয়।**

৪০৭ যেমন উকিলকে দেখ্‌লে মকদ্দমার কথা মনে পড়ে, সেই রকম **ভক্তকে দেখ্‌লে ভগবানের কথা মনে পড়ে।**

৪০৮ **বেদ পুরাণ শুন্‌তে হয়, আর তন্ত্রের মত কর্ম্ম ক'র্‌তে হয়। হরিনাম মুখে ব'ল্‌তে হয় এবং কর্ণে শুন্‌তে হয়,** যেমন কোন কোন ব্যামোতে ঔষধ খেতে হয় এবং মাখ্‌তে হয়।

৪০৯ অন্তর শাক্ত, বাহির শৈব, মুখে হরি হরি। নারদের এই ভাব ছিল।

৪১০ কলিকালে একমাত্র হরিনামই সার। কারণ জীবের পরমায়ু অতি অল্প। তাতে ম্যালেরিয়া রোগে লোক জীর্ণ শীর্ণ; কঠোর তপস্যা কেমন করিয়া করিবে।

৪১১ যাহারা সন্ন্যাসী হইয়াছে সংসারের বন্ধন হইতে আপনি মুক্ত হইয়াছে তাহারা বনে যাইয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হইবে, ইহা বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু যাহারা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পিতা মাতার সমুদায় কার্য্য করিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে তাহাদের প্রতি ভগবানের অধিক কৃপা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৪১২ যে জীব সংসারে থাকিয়া, মনে মনে একবার হরিকে স্মরণ করিতে পারে ভগবান তাহাকে সুর বা বীর ভক্ত বলে।

৪১৩ পানাকে সরিয়ে দিলে আবার পানা এসে জোটে। মায়াকে ঠেলে দিলে আবার মায়া এসে জোটে। পানাকে সরিয়ে দিয়ে বাঁশ বেঁধে দিলে যেমন পানা আর আস্‌তে পারে না, সেই রকম মায়াকে ঠেলে দিয়ে জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিলে আর মায়া আস্‌তে পারে না। ঈশ্বর প্রকাশ থাকেন।

৪১৪ যে বাটীতে হরি-সঙ্কীর্ত্তন হয়, সে বাটীতে কলি প্রবেশ করিতে পারে না।

৪১৫ কোন কূয়ায় (কূপে) এক বেঙ ছিল। সাগর থেকে একটা বেঙ কোন সময়ে সেখানে এসে পড়ে। কূয়ার বেঙ তাকে ব'ললে "তুমি যেখানে থাক সে কত বড় ?" বেঙ ব'ললে, "সে খুব বড়।" কূয়ায় বেঙ পা ফাঁক ক'রে ব'ললে, "এত বড়, আমার পায়ের চেয়ে বড় ?" সাগরের বেঙ ব'ললে, "এর চেয়ে অনেক বড়।" কূয়ার বেঙ এপার থেকে লাফিয়ে ওপারে গিয়ে ব'ললে, "এত বড় ?" সাগরের বেঙ ব'ললে, "না এর চেয়ে অনেক বড়।" তখন কুয়ার বেঙ ব'ললে, "তোর কথা মিথ্যা ; কূয়ার চেয়ে কিছু বড় কি আর আছে।" (ছোট মনের তুলনা ; আমার ঠিক—আর সকলেরই ভুল।)

৪১৬ যার বিশ্বাস আছে, তার সব আছে। যার বিশ্বাস নেই তার কিছুই নেই।

৪১৭ নেই নেই ব'ললে কিছুই থাকে না। যে লোক সব বিষয়ে নেই নেই করে সে লোক ভাল নয়।

৪১৮ কল্পতরুর মূলে বাস ক'রে একজন মনে ক'রেছে আমি রাজা হই, অমনি সে রাজা হ'লো। যেন সুন্দরী স্ত্রী পাই, অমনি তাই পেলে। তারপর তার মনে হ'লো, যদি বাঘ এসে আমায় খেয়ে ফেলে, অমনি বাঘ এসে খেয়ে ফেল্‌লে। ভগবানের কাছে থেকে "কিছু হয়নি, কিছু হয়নি" মনে ক'রতে নেই।

৪১৯ উঁচুতে উঠ্‌লে সকলেই এক সমান দেখায়। ঈশ্বর পেলে ভালমন্দ আর থাকে না।

৪২০ পাহাড়ে উঠ্‌তে গেলে তার তলায় বড় বড় শাল গাছ ও ছোট ছোট ঘাস দেখে মনে হয়, ঘাস কি ছোট, শাল গাছ কত বড়। পরে সে পাহাড়ের ওপর উঠে ত্মাখে, ঘাস ও শাল গাছ সমান হ'য়ে গেছে; সেই রকম পার্থিব দৃষ্টিতে বাপ মা কত বড়, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি প'ড়লে সকলেই সমান হ'য়ে যায়; তখন তাঁর সেবাই কর্ত্তব্য কাজ হয়।

৪২১ বাছুর "হাম্ মা, হাম্ মা" করে (অর্থাৎ "হাম্ হাম্ অহং অহং" করে) পরে ম'রে গেলে ঢাকের চামড়া হয় এবং ব্যক্তি বিশেষের হাতে প'ড়ে তার নাড়ীতে তাঁত হয়। তাঁতে তুলো ধোনা হয় এবং তখন সে "তুঁহু তুঁহু" করে (অর্থাৎ **যখন অহঙ্কার থাকে, তখন আমি আমি করে, আর অহঙ্কার নাশ হ'লে, তুমি তুমি বলে।)**

৪২২ **আমি দু'রকম**—কাঁচা আমি ও পাকা আমি। আমি অমুকের বেটা, আমার বাড়ী, আমার নাম অমুক, এ সব কাঁচা আমি। ভগবানের কাছ হ'তে যে আমি আসে সেই পাকা আমি। (অর্থাৎ আমি তাঁর ছেলে, এ সব আমার কিছু নয়, এ দেহ আমার নয়—এই পাকা আমি।)

৪২৩ যে নিত্যতে পৌঁছে লীলা নিয়ে থাকে আবার লীলা থেকে নিত্যে যেতে পারে তারই **পাকা জ্ঞান পাকা ভক্তি।**

৪২৪ এক সময়ে অর্জ্জুনের মনে আমি বড় ভক্ত ব'লে অহঙ্কার হয়েছিল; তাই দেখে ভগবান সে অহঙ্কার চূর্ণ

কর্‌বার জন্য তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যান, যেতে যেতে দেখ্‌তে পেলেন একটা ঘেসেড়া তরওয়াল বগলে ক'রে শুক্‌নো ঘাস ছিঁড়্‌ছে। অর্জ্জুন তাই দেখে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "এর বগলে তরওয়াল কেন?" শ্রীকৃষ্ণ ব'ল্‌লেন, "জিজ্ঞাসা কর।" অর্জ্জুন তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে ব'ল্‌লে, "আমি তিন জনকে কাটবো ব'লে তলোয়ার রেখেছি।" অর্জ্জুন ব'ল্‌লেন, "কাকে কাকে?" সে ব'ল্‌লে, "প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীকে।" অর্জ্জুন ব'ল্‌লেন, "কেন?" সে ব'ল্‌লে যে, প্রহ্লাদ এমন পাষণ্ড যে এমন ননীর মত ভগবানের শরীর তাঁকে কি না কঠিন স্ফটিকের থামের ভিতর হ'তে বার ক'র্‌লে, আর দ্রৌপদী কি না ভগবান খেতে ব'সেছিলেন, সেই সময় ডেকে তাঁকে খেতে দেয় নি; আর অর্জ্জুন তাঁকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে আঠার বার বকিয়েছিল ও রথের সারথি ক'রেছিল। **ভক্তির বহু ভাব, এ প্রেমের ভাব।** অর্জ্জুনের অহঙ্কার চূর্ণ হইল।

৪২৫ **তিনি ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে হাতী চালান।** (অর্থাৎ ভগবান মনে করিলে সব করিতে পারেন।)

৪২৬ কোন লোক এক সাধুর কাছে গিয়ে অতি দীন ভাবে ব'ল্‌লেন, "আমি অতি অধম, আমি আপনাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করি" সাধু ব'ল্‌লেন, "আচ্ছা তোমার চেয়ে যা খারাপ তাই নিয়ে এস।" লোকটি দেখ্‌লে আমার চেয়ে আর কিছুই খারাপ নেই কেবল এক গু আছে। সে যেই গু আন্‌তে

গেছে অমনি গু তাকে ব'ল্লে, "আমাকে ছুঁও না; আমি দেবতাদের ভোগ্য পদার্থ সন্দেশ প্রভৃতি জিনিষ ছিলুম তোমায় একবার ছুঁয়ে আমার এমনি অবস্থা হ'য়েছে যে, আমার কাছে লোক এলেই নাকে কাপড় দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়; আবার তুমি আমায় ছুঁতে এসেছ? আবার যদি ছোঁও না জানি আমি আবার কি হব। আমাকে ছুঁও না।" লোকটী এই কথায় গুয়ের অধম ও দীনের হীন হ'য়ে গেল। (ঠিক দীনভাব)

৪২৭ ঈশ্বরকে কি ক'রে পাওয়া যায়? তীব্র বৈরাগ্য হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়; প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল "কেমন কোরে ভগবানকে পাবো"? গুরু বল্লেন "আমার সঙ্গে এস এই ব'লে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধ'র্লেন, খানিকক্ষণ পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে বল্লেন তোমার জলের ভিতর কি রকম হচ্ছিল?" শিষ্য বল্লে "আমার প্রাণ আঁক পাঁক ক'র্ছিল যেন প্রাণ যায় যায়।" গুরু বল্লেন "দেখ ঐরূপ ভগবানের জন্য প্রাণ যখন আঁকু পাঁকু ক'র্বে তখন তাঁকে লাভ ক'রবে।

৪২৮ একটুও কামনা থাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায় না যেমন ছুঁচের ভিতর সুতা দেওয়া একটু রোঁ থাক্‌লে হয় না।

৪২৯ সরল হ'লে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়, সরল হ'লে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়; যেমন পাটকরা জমিতে কাঁকর থাকে না বীজ প'ড়লেই গাছ হয় ও শীঘ্র ফল হয়।

৪৩০ তাঁকে লাভ ক'র্‌তে হলে ব্যাকুলতার সহিত কাঁদা। আর বিবেক বৈরাগ্য এলে যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'র্‌তে পার তা হ'লে তাঁর সাক্ষাৎকার হবেই হবে।

৪৩১ ভগবান দর্শন ক'র্‌লে দেহাত্মা বুদ্ধি আর থাকে না। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আর খোল আলাদা হ'য়ে যায়, তেমনি বিষয় বুদ্ধি শুকিয়ে গেলে আত্মজ্ঞান হয় তখন আত্মা ও দেহ আলাদা বোধ হয়। আত্মাটা তখন যেন দেহের ভিতর নড় নড় করে।

৪৩২ ঈশ্বর লাভ হ'লে বালকের স্বভাব হয়। ঈশ্বরের স্বভাব বালকের ন্যায়; বালক যেমন খেলাঘর করে, ভাঙ্গে গড়ে; তিনিও সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কচ্ছেন। বালক যেমন কোন গুণের বশ নয়; তিনিও সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের অতীত।

৪৩৩ কোন্‌টা কফের নাড়ী, কোন্‌টা পিত্তের নাড়ী, কোন্‌টা বায়ুর নাড়ী এ সব জান্‌তে হ'লে যেমন বৈদ্যের সঙ্গে থাকা দরকার; তেমনি ঈশ্বর কে? তাঁর সত্ত্বা কি? এ সব জান্‌তে হ'লে সাধুসঙ্গ দরকার।

৪৩৪ যিনি ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন তাঁর কাম ক্রোধাদি নাম মাত্র। যেমন পোড়া দড়ি দড়ির আকার; কিন্তু ফুঁ দিলে উড়ে যায়।

৪৩৫ ঈশ্বর সাকার, নিরাকার ও তাহার অতীত।

৪৩৬ কোন লোক এক এক ক'রে ত্যাগ করিতেছিলেন

এমন সময়ে একটী লোক তাই শুনে ব'ল্‌লে, "অমন ক'রে কি ত্যাগ ক'রতে হয় ?" সে এই দেখ ব'লে, কাপড় ছিঁড়ে নেংটি পরে সাধু হ'য়ে বেরিয়ে গেল ; আর এল না।

৪৩৭ সন্ন্যাসীকে বেশী ভাল জিনিষ খাওয়াইতে নাই। কেন না তাতে তাঁর ভোগেন্দ্রিয় চাপল্য হ'তে পারে।

৪৩৮ **অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।** (অর্থাৎ যাঁর অদ্বৈত জ্ঞান পাকা হ'য়েছে তাঁর কোন দোষ নাই ও তাঁর দ্বারা মন্দ কাজ হয় না।)

৪৩৯ এক সময়ে বাপ ও ছেলে দুজনে সাধু হ'য়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। ছেলের জ্ঞান হ'য়েছে বাপের হয়নি। পরমহংসদেব যে ঘরে থাকিতেন সে ঘরে দুজনে ব'সে তাঁহার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন। ঘরে ইঁদুরের গর্ত্ত ছিল তা'থেকে একটা গোখরো সাপের জাওয়ালি বেরিয়ে ছেলেকে কামড়ালে। তার বাপ তাই দেখে মহাব্যস্ত হ'য়ে লোক ডাক্‌তে লাগ্‌লো। ছেলেটা স্থির হয়ে ব'সে রইল। বাপ মহাব্যস্ত হ'য়ে তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে হেঁসে উঠ্‌লো। বাপ তাই দেখে ব'কতে লাগ্‌লো। কেন হাঁস্‌লো জিজ্ঞাসা করায় সে ব'ল্‌লে, "সাপ কোন্ আর কিস্কো কাটা।" তার এক বোধ হ'য়েছে তখন সে সাপ আর মানুষ প্রভেদ দেখে না। পরমহংসদেবের নিকট শুনিয়াছি তার কিছুই হ'ল না।

৪৪০ তিনি বলিতেন, দিনের বেলায় বারুদ ঠাসা ক'রে

খাবি, রাত্রে অল্প সল্প। (রাত্রে সাধকের অধিক খাইলে কাম ইত্যাদি হ'তে পারে।)

৪৪১ কর্ত্তাভজারা বলে, "মন্ত্র" না "মন তোর"। (অর্থাৎ তোরি মন তুই তাকে যেমন করিবি সেই মত হবে।)

৪৪২ মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন, "ভাই আমি জীবকে এত প্রেম দিই তবুও ওদের কিছু হয় না কেন?" নিত্যানন্দ ব'ল্লেন, "ওরা স্ত্রী সংসর্গ করে ব'লে কিছু থাকে না।" মহাপ্রভু ব'ল্লেন শুন "নিত্যানন্দ ভাই সংসারী জীবের গতি কোন কালে নাই।"

৪৪৩ আপনার ভিতর আপনাকে দেখ্তে পেলে ত সব হ'য়ে গেল; এইটী দেখ্তে পাবার জন্যই সাধনা আর ঐ সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণ প্রতিমা ঢালাই হয় ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার।

৪৪৪ সংসারীর জ্ঞান আর সর্ব্বত্যাগীর জ্ঞান অনেক তফাৎ। সংসারীর জ্ঞান দীপের আলোর ন্যায়; ঘরের ভিতরটাই আলো হয় নিজের দেহ ঘরকন্না ছাড়া আর কিছুই বুঝ্তে পারে না কিন্তু সর্ব্বত্যাগীর জ্ঞান সূর্য্যের আলোর ন্যায়। সে আলোকে ঘরের ভিতর বাহির সব দেখা যায়।

৪৪৫ বিষয়ী লোকের ব্রহ্মানন্দ চেয়ে বিষয়ানন্দ ভাল লাগে। মথুরবাবু তাঁর কাছে ভাব সমাধির জন্য প্রার্থনা করাতে, ভাব সমাধি হয়। কোন ডাক্তার আরাম কর্তে

পারলে না। কেউ ব'ল্লে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত হ'য়েছে (পরমহংসদেবকে অনেকে ভট্টাচার্য্য বলিত)। সে ভাবের ঘোর (মথুরবাবুর) ৯৫ দিন ধ'রে ছিল। উনি (পরমহংসদেব) গিয়ে গায়ে হাত বুলাতে আরোগ্য হয়, তখন মথুরবাবু বলিলেন, "বাবা" (মথুরবাবু পরমহংসদেবকে বাবা বলিতেন) "আমার এ অবস্থা এক্ষণে কাজ নাই, ছেলেরা বিষয় টিষয় দেখ্তে পা'রবে না।"

৪৪৬ কোন সাধুর এক রাজা শিষ্য ছিল। রাজাকে গুরু উপদেশ দিলেন সর্ব্বভূত সমান। রাজা বাটীতে এসে কন্যাকে ভোগ ক'র্তে ইচ্ছা ক'রলেন মনে ভাব্লেন, মাগও যে মেয়েও সে। রাণী গুরুর নিকট গিয়ে বলাতে, গুরু ব'লেদিলেন, ভাত দিবার সময় ব্যান্ন্যনের সঙ্গে এক বাটী গু দিও; রাণী তাহাই করিল, রাজা তাহা না খেতে পেরে, গুরুকে ব'ল্লেন "আমি ত খেতে পাল্লুম না, তুমি খাও দিকিনি।" গুরু পুকুরে ডুব দিয়ে শূকররূপ ধ'রে এসে গু খেয়ে আবার ডুব দিয়ে মানুষ হ'য়ে এলেন। রাজা ব'ল্লেন, "কই খেলেন না?" গুরু ব'ল্লেন, "কেন ঐ যে শূকর রূপ ধ'রে খেয়ে এলাম।" ইহাতে রাজার জ্ঞান হইল।

৪৪৭ **রামচন্দ্রকে সেতু বেঁধে সমুদ্র পার হ'তে হ'য়েছিল, আর হনুমান "জয়রাম" বলে অনায়াসে সমুদ্র পার হ'য়ে গেল।** (বিশ্বাসের উপমা।)

৪৪৮ কোন সময়ে একজন লোক জাহাজে ক'রে যেতে যেতে জাহাজ ভেঙ্গে যায়। সে ভেসে লঙ্কাতে ওঠে, রাক্ষসেরা ধ'রে তাকে বিভীষণের নিকট নিয়ে যায়। বিভীষণ তাঁকে দেখে "রামচন্দ্র এই মানুষরূপ ধ'রে অবতার হ'য়েছিলেন" ব'লে আরতি ও পূজা ক'রলেন। ইহাই প্রকৃত ভক্তি।

৪৪৯ রাবণকে কেহ ব'লেছিল, "তুমি ত সব রূপ ধ'রতে পার, রাম রূপ ধ'রে সীতার কাছে যাও না কেন?" রাবণ ব'ল্‌লে, "যখন রামরূপ স্মরণ করি, তখন "তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ।" (অর্থাৎ যখন রামরূপ স্মরণ করি, তখন ব্রহ্মপদই তুচ্ছ মনে হত—পরবধুসঙ্গ ত কোন্‌ ছার।)

৪৫০ সীতার যখন অগ্নি পরীক্ষা হ'য়েছিল, হনুমান তখন রেগে ব'লেছিলেন, "কো রামঃ" অর্থাৎ রামকে আমি মানি না।

৪৫১ একজন সমুদ্র পার হ'তে চেয়েছিল। কোন সাধু তাকে একটু কাগজ দিয়ে ব'লে দিলেন, ইহার জোরে পার হ'তে পার্‌বে। সে সমুদ্রের খানিক দূর গিয়ে মনে কর্‌লে, দেখি না কাগজের ভিতর কি এমন আছে, যার জোরে সমুদ্র পার হ'তে পারি। কাগজ খুলে দেখ্‌লে কেবল "রাম" লেখা। "এই আর কিছু না।" যেমন এই তার মনে হইল, অমনি সে ডুবে গেল। (সাধু বাক্যে সংশয়!)

৪৫২ কোন রাজা ব্রহ্মহত্যা ক'রে প্রায়শ্চিত্ত বিধান নিতে ঋষির কাছে গেলেন। ঋষি তখন নাইতে গিয়েছিলেন, তাঁর

ছেলে ছিলেন। ছেলে ব'লে দিলেন, "রাম নাম তিনবার করগে।" ঋষি এসে শুনে ব'ল্লেন "যে রাম নাম একবার ক'র্লে কোটী জন্মের পাপ ক্ষয় হয়, তুমি সেই নাম তিনবার ক'রতে বলেছ, তুমি চণ্ডাল হওগে।" সেই গুহক চণ্ডাল।

৪৫৩ সন্ন্যাসী বা ত্যাগী হইলে, অর্থোপার্জ্জন কিম্বা কামিনী সহবাস করা দূরে থাকুক, যদ্যপি হাজার বৎসর সন্ন্যাসের পর স্বপনে কামিনী সহবাস হইতেছে বলিয়া জ্ঞান হয় এবং তদ্দ্বারা রেতঃপতন হইয়া যায় অথবা অর্থের দিকে আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে এত দিনের সাধন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কঠোরতার পরিচয় চৈতন্যদেব ছোট হরিদাসে দেখাইয়াছেন। হরিদাস স্ত্রীলোকের হস্তে ভিক্ষা লইয়াছিলেন এই নিমিত্ত মহাপ্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

৫৫৪ ঠিক্ ঠিক্ সাধু ঠিক্ ঠিক্ ত্যাগী সোণার থালও চায় না, মানও চায় না। তাই ঈশ্বরও তাঁদের কোন অভাব রাখেন না। তাঁকে পেতে হ'লে যা যা দরকার সব যোগাড় ক'রে দেন।

৪৫৫ লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়, তিন থাক্‌তে নয়। (অর্থাৎ এ তিন নষ্ট না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না।)

৪৫৬ পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিব।

৪৫৭ পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।

৪৫৮ যখন অবতার আসে তখন বন্যে আসে। তখন

বাড়ীর কানাচে এক গলা জল। (অর্থাৎ অবতার বন্যের জলের মত; বন্যে এলে যেমন কানাচে জল আসে, অবতার এলে মুক্তি তেমনি সহজে হয়।)

৪৫৯ অন্য সময়ে কুয়া খুঁড়ে জল পায়, আর বন্যে এলে যেখানে সেখানে জল, সেই রকম অন্য সময় অতি কষ্টে সাধন ভজন ক'রে ঈশ্বর লাভ হয়, আর যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর দর্শন যেখানে সেখানে মেলে।

৪৬০ ভগবানের সঙ্গে জীবের খুব নিকট সম্পর্ক, যেমনি লোহা ও চুম্বুক তবে জীবের প্রতি ঈশ্বরের আকর্ষণ হয় না কেন জান? যেমন লোহাতে কাদা মাখান থাকলে চুম্বুক টানে না, সেই রকম জীবেতে মায়ারূপ কাদা মাখান থাকলে ঈশ্বর টানেন না। লোহার কাদা ধুয়ে গেলে চুম্বুক টানে, সেই রকম তাঁর কাছে কাঁদলে যখন জীবের মায়ারূপ কাদা ধুয়ে যায়, তখন ভগবান টানেন।

৪৬১ সিদ্ধ পুরুষ কেমন?

যেমন কুয়া আছে, কিন্তু চাপা প'ড়েছে তাহাকে বের করা।

৪৬২ অবতার কেমন?

যেমন যেখানে কুয়া নেই, সেখানে কুয়া খোঁড়া।

৪৬৩ গুরু যেমন কোট্‌না। কোট্‌না যেমন স্ত্রী পুরুষে মিলিয়ে দেয়, গুরুও সেই রকম মানুষে ও ঈশ্বরে মিলিয়ে দেন।

৪৬৪ কোন লোক গুরু সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক ক'রছিলেন। তিনি (পরমহংসদেব) ব'ললেন, "তোমার অত শতয় কাজ কি? তোমার মুক্ত দরকার; মুক্ত নিয়ে ঝিনুক ফেলে দাও না কেন।"

৪৬৫ কাগজে তেল লাগ্‌লে তাতে আর লেখা যায় না, তেমনি জীবে "কামিনী-কাঞ্চন" মায়ারূপ তেল লাগ্‌লে তাতে আর সাধনা চলে না। তেলমাখা কাগজে খড়ি দিয়ে ঘ'সে নিলে লেখা যায়, তেমনি জীবে মায়ারূপ তেল ত্যাগরূপ খড়ি দিয়ে ঘ'সে নিলে সাধনা চলে।

৪৬৬ ডাকুরে ব'লে এক রকম মাকড়সা আছে, তা কামড়ালে আগে হলুদ পড়া দিয়ে বিষ তুলে ফেলে তারপর ঔষধ লাগাতে হয়, তবে ঔষধ খাটে। সেই রকম কামিনী-কাঞ্চনরূপ মাকড়সায় জীবকে কামড়ালে আগে ত্যাগ ক'র্‌তে হয়, তারপর তার সাধনা খাটে।

৪৬৭ কামিনী-কাঞ্চনই মায়া ওর ভিতর অনেক দিন থাক্‌লে আর হুঁস থাকে না। মেথর গুয়ের ভার বইতে বইতে তার আর ঘেন্না হয় না।

৪৬৮ কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি কিসে যায়?

তাঁকে লাভ ক'র্‌লে কামিনী-কাঞ্চনে আর আসক্তি থাকে না। বাদুলে পোকা যেমন আলো দেখ্‌লে আর অন্ধকারে যায় না।

৪৬৯ মন যেমন সাদা কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙই হবে।

৪৭০ কোন এক ধনী মাড়োয়ারী এসে ব'ললেন যে, আমি সব ত্যাগ করেছি, তবে কেন ভগবান লাভ হ'চ্ছে না?

তাতে তিনি (পরমহংসদেব) ব'ললেন, "যেমন তেলের কুপো, তেল বার ক'রে নিলেও কুপোতে একটু একটু তেল থাকে ও গন্ধ ছাড়ে; তেমনি তোমাতে একটু একটু বিষয়ের গন্ধ ছাড়ছে।"

৪৭১ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না।

৪৭২ কোন ভক্ত বেশী জপ করিতেন, তাঁকে পরমহংসদেব বলেন, এক জায়গাতেই দিনরাত রয়েছ এগিয়ে যাও না, ভক্ত ব'ললেন, তাঁর কৃপা না হ'লে হবে না। তাতে তিনি (পরমহংসদেব) ব'ল্‌লেন "তাঁর কৃপায় পবন রাত দিনই বইছে, নৌকায় পাল তুলে দাও তবে ত হাওয়া লাগ্‌বে।"

৪৭৩ যতই এগিয়ে যাবে ততই ঈশ্বরের উপাধি কম দেখ্‌বে। ভক্ত প্রথম দর্শন কর্‌লে দশভূজা, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লে ষড়ভূজা, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লে দ্বিভুজ গোপাল। যত এগুচ্ছে ততই ঐশ্বর্য্য ক'মে যাচ্ছে, আরও এগিয়ে গেল তখন জ্যোতি দর্শন হ'ল।

৪৭৪ সরকারি হাওয়া এলে পাখা ফেলে দিতে হয়।

ঈশ্বরের কৃপা হ'লে সাধন ভজনের দরকার হয় না।

৪৭৫ যোগ চারি প্রকার—হঠযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞান-যোগ ও ভক্তিযোগ।

৪৭৬ শরীরকে আয়ত্বে আনবার জন্যে যে সমস্ত ক্রিয়া ক'র্‌তে হয়, তাহাকে হঠযোগ বলে। এ যোগে শরীরের উপরই বেশী মনোযোগ হয়।

৪৭৭ কলিতে হঠযোগ সিদ্ধ হওয়া কঠিন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তাদের উদ্দেশ্য ত সেই ভগবান।" তাতে তিনি ব'ললেন, "শেষ কালে শরীরে মন এসে পড়ে। যেমন কর্ত্তাভজাদের সাধনা ক'রতে গিয়ে শেষ কালে রমণে মন এসে পড়ে।"

৪৭৮ কর্ত্তাভজাদের মত ভাল বটে, তবে ওরা খারাপ ক'রে ফেল্‌চে, ওদের মত হ'চ্চে "মেয়ে হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা তবে হবি কর্ত্তাভজা।" (অর্থাৎ দুজনেই কামজিৎ হওয়া চাই, তবে ঠিক্ ঠিক্ কর্ত্তাভজা)।

৪৭৯ অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। **যাঁর ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে কেবল সেই অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম ক'রতে পারে।** তা না হ'লে আসক্তি এসে পড়ে।

৪৮০ কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম ক'রতে ব'লেছে তা কর্‌বার সময় নেই;

কেননা কলিতে আয়ু কম। তারপর অনাসক্ত হ'য়ে, ফল কামনা না ক'রে কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। **ঈশ্বর লাভ না ক'রলে ঠিক্ অনাসক্ত হওয়া যায় না।** তুমি হয়তো জাননা—কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

৪৮১ সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কতদিন?

যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম ক'র্‌লে শরীর রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়; তখন নিশ্চয়ই জেনো যে, সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আর ক'র্‌তে হবে না। তখন কর্ম্ম ত্যাগের অধিকার হ'য়েছে। তখন কেবল **রাম নাম, কি হরি নাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপ্‌লেই হ'ল।**

৪৮২ জ্ঞান, বিচার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করার যে উপায় তারই নাম জ্ঞানযোগ।

৪৮৩ আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ; তারপর আবার দেহ-বুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহ-বুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে আমি সেই ব্রহ্ম; আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এ সকলের পার।

৪৮৪ যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ এ সব বোধ থাকে তবে জ্ঞানী কেমন ক'রে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দর দর কোরে রক্ত ঝর্‌ছে—অথচ ব'ল্‌ছে কৈ হাত ত কাটে নাই, আমার কি হ'য়েছে।

৪৮৫ জ্ঞান জ্ঞান বল্লেই কি জ্ঞান হয়? জ্ঞান হ'বার লক্ষণ আছে। জ্ঞানের দুটী লক্ষণ। প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা। শুধু জ্ঞান বিচার ক'রছি কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নেই, ভালবাসা নেই, সে মিছে। আর একটী লক্ষন কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরন। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না; যেই তার নিদ্রা ভাঙ্গে, অমনি ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা আরম্ভ হয়। ব'সে ব'সে বই প'ড়ে যাচ্ছি, বিচার ক'রছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নেই সেটী জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

৪৮৬ জড়ভরত রাজা রহুগণের পাল্কী বইতে বইতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, রাজা রহুগণ তখন পাল্কী থেকে নীচে নেমে এসে ব'ল্‌লে 'তুমি কে গো?' জড়ভরত বল্লেন 'আমি নেতি নেতি শুদ্ধ আত্মা। একেবারে ঠিক বিশ্বাস আমি শুদ্ধ আত্মা।'

৪৮৭ জ্ঞানী নেতি নেতি বিচার করে ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়; বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হইয়া সমাধি হয় তখন তার ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়।

৪৮৮ সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়, প্রণব সমাধিতে লয় হয়; যেমন ঘণ্টার শব্দ টং—ট—অম্। যোগী নাদ ভেদ ক'রে পরমব্রহ্মে লয় হয়। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের লয় হয়, এইরূপে জ্ঞানীদের কর্ম্ম ত্যাগ হয়।

৪৮৯ নির্ব্বিকার ব্রহ্মের কোন বিকার নাই, কিন্তু লীলা পরিবর্ত্তনশীল।

৪৯০ কোন একটী ভাব অবলম্বন ক'রে ঈশ্বরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করার নাম ভক্তিযোগ। কলিতে ভক্তি-যোগই শ্রেয়।

৪৯১ ভক্তিযোগে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। হঠযোগ, কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন।

৪৯২ ভক্তিযোগ হ'চ্ছে ঈশ্বরের নাম গুণ গান করা ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করা, 'হে ঈশ্বর আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।'

৪৯৩ ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হ'তে পারে, কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল ফলেই ফলে; যেমন কেউ বাড়ীর কার্ণিশের উপর বীজ রেখে গেছ্‌লো, অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল, তখন সে বীজ মাটীতে প'ড়ে গাছ হ'লো ও তার ফল হ'ল।

৪৯৪ 'ভবনামে অরুচি'। বিকারে যদি অরুচি হ'ল তা হ'লে আর বাঁচবার পথ থাকে না। যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচার খুব আশা। তাই নামে রুচি; ঈশ্বরের নাম ক'র্‌তে হয়, দুর্গা নাম, কৃষ্ণ নাম হরি নাম (যে নামে রুচি

হয়)। যদি নাম ক'রতে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, আনন্দ হয়, তা হ'লে আর কোন ভয় নাই। বিকার কাটবেই কাটবে; তাঁর কৃপা হবেই হবে।

৪৯৫ বাঘ যেমন কপ্ কপ্ ক'রে জানোয়ার খেয়ে ফ্যালে, তেমনি **অনুরাগ বাঘ** কাম, ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফ্যালে। ঈশ্বরে একবার—অনুরাগ হ'লে কাম ক্রোধাদি রিপুগণ আর থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হ'য়েছিল—কৃষ্ণে অনুরাগ।

৪৯৬ ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখ্‌তে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে চায়—ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন জ্ঞানও দেন।

৪৯৭ শিবপূজা—ভাব কিনা শিবলিঙ্গের পূজা, মাতৃস্থান ও পিতৃস্থানের পূজা। ভক্ত এই ব'লে পূজা করে, ঠাকুর যেন আর জন্ম না হয়; শোণিত শুক্রের মধ্য দিয়া, মাতৃস্থান ও পিতৃস্থান দিয়া আর যেন আস্‌তে না হয়।

৪৯৮ ভক্তের ভাব হচ্ছে—প্রভু আমি তোমার দাস, তুমি মা—আমি তোমার সন্তান; আবার তুমি আমার সন্তান, আমি তোমার পিতামাতা। তুমি পূর্ণ আমি তোমার অংশ। ভক্তেরা একথা বলে না যে 'আমি ব্রহ্ম'।

৪৯৯ ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ে তাঁর বিশেষ প্রকাশ, যেমন

কোন জমিদার তাঁর জমিদারীর সকল স্থানে থাকতে পারে তবে অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন, লোকে এই কথা বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

৫০০ **কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তিই শ্রেয়।** শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে তা কর্‌বার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হ'য়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌শ্চার।

৫০১ রাজযোগ—মনের দ্বারা যোগ, বিচারের দ্বারা যোগ। ইহা ভক্তিযোগেরই মধ্যে।

৫০২ মন স্থির না হ'লে যোগ হয় না, তা যে পথেই যাওনা কেন। মন যোগীর বশ—যোগী মনের বশ নয়।

৫০৩ মন স্থির হ'লে বায়ু স্থির হয়—কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভক্তিযোগেতেও হয়; ভক্তিতে বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। "নিতাই আমার মাতা হাতী, নিতাই আমার মাতা হাতী" এই কথা ব'লতে ব'লতে যখন ভাব হয়, তখন সব কথা ব'লতে পারে না, কেবল বলে 'হাতী হাতী'। তারপর শুধু 'হা'। ভাব হ'লে বায়ু স্থির হয়—কুম্ভক হয়।

৫০৪ একজন ঝাঁট দিচ্ছে এমন সময় একজন লোক এসে বল্লে, 'ওগো অমুক নেই মারা গেছে' যে ঝাঁট দিচ্ছে তার যদি আপনার লোক না হয় তা হ'লে ঝাঁট দিতে থাকে আর মাঝে মাঝে বলে, 'আহা তাইত গা লোকটা

মারা গেল।' এদিকে ঝাঁট চ'লছে। আর যদি আপনার লোক হয় তা হ'লে ঝাঁটা হাত থেকে প'ড়ে যায়, আর 'এঁ্যা' ব'লে ব'সে পড়ে। তখন বায়ু স্থির হ'য়ে গেছে ; তখন আর কোন কাজ চিন্তা ক'রতে পারে না।

৫০৫ যোগীরা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'রতে চেষ্টা করে, উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগীরা বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির ক'রতে চেষ্টা করে ; তাই প্রথম অবস্থায় নির্জ্জনে স্থির হ'য়ে অনন্য মনে ধ্যান চিন্তা করে।

৫০৬ অবধূতের আর একটী গুরু ছিল মৌমাছি। মৌমাছি কষ্ট ক'রে মধু সঞ্চয় করিল। কোথা থেকে একজন মানুষ এসে চাক ভেঙ্গে তার মধু খেয়ে গেল। তার সঞ্চয়ের ধন সে উপভোগ করিতে পারিল না। অবধূত তাহা দেখিয়া মধুকরকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর তুমি আমার গুরু। সঞ্চয় করিলে পরিণাম কি হয়, আমি তাহা তোমার নিকট হইতে শিখিলাম।"

৫০৭ কোন ভক্ত কর্ত্তাভজাদের নিন্দা ক'রছিলেন। তাতে পরমহংসদেব ব'ললেন, "তা কি ক'রে ব'লব বাবু। এতেও অনেকে সিদ্ধ হ'য়েছেন। তবে কেমন জান, যেমন বাটীতে ঢোকবার অনেক পথ আছে, আবার পাইখানা দিয়েও যাওয়া যায়। তেমনি ও একটা পথ বটে তবে কদর্য্য।"

৫০৮ মেয়ে মানুষ ভক্তিতে যদি কেঁদে গড়াগড়ি দেয় তবুও কোন মতে তাকে বিশ্বাস ক'রবে না।

৫০৯ কামিনী কাঞ্চনই মায়া—সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকৃতে হয়। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প'ড়ে খাচ্ছে খাবি।

৫১০ মেয়ে মানুষের কাছে খুব সাবধান হ'তে হয়। 'গোপাল ভাব'—এ সব কথা শুনো না। অনেক মেয়ে মানুষ আছে, যোয়ান ছোকৃরা দেখ্‌তে ভাল, দেখে নূতন মায়া ফাঁদে। তাই গোপাল ভাব!

৫১১ যাদের কৌমার বৈরাগ্য তারা ছেলে বেলা থেকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে বেড়ায়। সংসারে ঢোকে না। তারা নৈকষ্য কুলীন। ঠিক্ ঠিক্ বৈরাগ্য হ'লে তারা মেয়ে মানুষ থেকে পঞ্চাশ হাঁত তফাতে থাকে, পাছে তাদের ভাব ভঙ্গ হ'য়ে যায়। তারা যদি মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ে তা হ'লে আর নৈকষ্য কুলীন থাকে না ভঙ্গ হ'য়ে যায়। তাদের ঘর নিচু হ'য়ে যায়। যাদের ঠিক্ কৌমার বৈরাগ্য তারা উঁচু ঘর, অতি শুদ্ধ ভাব; গায়ে দাগটী পর্য্যন্ত লাগে না।

৫১২ যে মেয়ে মানুষের কাছে এত সাবধানে থাকৃবে, ভগবান দর্শনের পর, সেই মেয়ে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী ব'লে বোধ হয়। তখন আর ভয় নাই তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করা হয়।

৫১৩ যেমন কল্‌কাতায় যাবার অনেক রাস্তা আছে।

একজন অচেনা লোক কল্‌কাতায় যাবার রাস্তা আর একজনকে জিজ্ঞাসা করায় সে ব'ল্‌লে, এই পথে যাও। খানিক গিয়ে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করায়, সে আর একটা পথ ব'লে দিলে। এই রকম অনেকে অনেক পথ বলে ও সে খানিক গিয়ে অন্য পথে যায়। তার কল্‌কাতায় পৌঁছান হ'ল না, সে খালি ঘুরে ম'র্‌লো। যদি কল্‌কাতায় যেতে চাও, যে জানে এমন একজনের কথায় চলো। সেই রকম **ঈশ্বরের নিকট যেতে চাওতো একজনের কথা মত চল, না হ'লে ঘুরে ম'র্‌বে।**

৫১৪ যে অল্প ইংরাজি শেখে সে কথায় কথায় ইংরাজি বলে, আর যে অনেক প'ড়েছে তার মুখ দিয়ে হঠাৎ ইংরাজি বেরোয় না। ধর্ম্ম কথাও সেই রকম।

৫১৫ এক সের চালে চৌদ্দ গুণ খই হয়। কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ যে কত বেশী, তা আর বলা যায় না। **তাঁর** রূপ চিন্তা কল্লে রম্ভা, তিলোত্তমার রূপ চিতাভস্ম ব'লে বোধ হয়।

৫১৬ একটী ভক্তকে একজন ধোপা মেরেছিল। সে "নারায়ণ" "নারায়ণ" ব'লে কাঁদছিল। নারায়ণ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর নিকট ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে তাকে বাঁচাতে গেলেন ; কিন্তু খানিকটা গিয়ে ফিরে এলেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "ফিরে এলেন যে ?" নারায়ণ ব'ল্‌লেন "আর আমাকে যেতে হ'ল না। সে শালাও ধোপা হ'য়েছে, সে

নিজেই নিজেকে রক্ষা ক'রেছে, যে তাকে মার্‌ছিল সেও তাকে মারছে, আর আমার যাবার দরকার কি ?" সম্পূর্ণ নির্ভর না ক'র্‌লে তিনি রক্ষা করেন না।

৫১৭ ঈশ্ব কোটী অন্তরঙ্গ, জীব কোটী বহিরঙ্গ। অর্থাৎ ঈশ্বর কোটী অবতারের সঙ্গে শরীর ধ'রে আসেন ও তাঁর লীলা অবসানে তাঁর নিকট চলে যান। এঁরা কখন বদ্ধ হন না, এঁরা অবতারের অন্তরঙ্গ। আর জীব কোটী—যাঁরা তাঁকে সাধন ভজন ক'রে লাভ করে—তাঁর বহিরঙ্গ। যেমন রাজার বেটা, সাত তলার চাবি তাঁদের হাতে তাঁরা সাত তলাই উঠে যান আবার ইচ্ছামত নেবে আসেন ; জীব কোটী যেমন কর্ম্মচারী সাত তলার খানিকটা যেতে পারে।

৫১৮ অবতারকে সকলে চিন্তে পারে না। নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন কর্ত্তে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বল্লেন, আমরা সংসারী জীব, আপনাদের মত সাধুরা না এলে কি ক'রে পবিত্র হবো ? আবার যখন সত্য পালনের জন্য বনে গেলেন, তখন দেখ্‌লেন, রামের বনবাস শুনে অবধি ঋষিরা আহার ত্যাগ ক'রে অনেকে পড়ে আছেন। রাম যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তা তাঁরা অনেকে জানেন নাই।

৫১৯ ঈশ্বর কোটী যেমন অনুলোম বিলোম। নেতি নেতি ক'রে ছাদে পৌঁছে যখন ছাখে ছাদও যে জিনিষে তৈরী (ইট, চুণ, সুর্‌কি) সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈরি ; তখন কখনও ছাদে থাকতে পারে, আবার ওঠানামাও ক'রতে পারে।

৫২০ জীব কোটীর ভক্তি—বৈধী ভক্তি ; এত উপচারে পূজা কত্তে হবে, এত পুরশ্চারণ কত্তে হবে। এই বৈধী ভক্তির পর জ্ঞান ; তারপর লয়। এই লয়ের পর আর ফেরে না।

৫২১ শাস্ত্রে অনেক কর্ম্ম ক'রতে ব'লেছে তাই ক'রছি—এর নাম হলো বৈধী ভক্তি। আর এক আছে রাগ ভক্তি। সেটা অনুরাগ থেকে হয়, ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে হয় ; যেমন প্রহ্লাদের। সে ভক্তি যদি আসে, তা হ'লে আর বৈধী কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না।

৫২২ ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে ? তাই সেব্য সেবক ভাব আশ্রয় কর্ত্তে হয়, তুমি প্রভু—আমি দাস। হরিনাম আস্বাদন কর্‌বার জন্য রস রসিকের ভাব—হে ঈশ্বর, আমি রসিক।

৫২৩ শুকদেব সমাধিস্থ আছেন ; নির্ব্বিকল্প সমাধি—জড় সমাধি। পরীক্ষিতকে ভাগবৎ শুনাতে হবে, ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন। নারদ দেখ্‌লেন শুকদেব বাহ্যশূন্য হ'য়ে জড়ের ন্যায় ব'সে আছেন। তখন হরির রূপ চার শ্লোকে বীণার সঙ্গে বর্ণনা ক'রতে লাগ্‌লেন। প্রথম শ্লোক ব'লতে ব'লতে শুকদেবের রোমাঞ্চ হ'লো ; ক্রমে অশ্রু, অন্তরে, হৃদয় মধ্যে চিন্ময়রূপ দর্শন ক'রতে লাগ্‌লেন। জড় সমাধির পর আবার রূপ দর্শনও হলো। শুকদেব ঈশ্বর কোটী।

৫২৪ নাগ কন্যা, দেব কন্যাও নেবে আর রামকেও নেবে ?*

৫২৫ পতঙ্গের স্বভাব আলো দেখ্‌লেই তাতে প'ড়তে চায়, তাতে প্রাণ যায় যাক্। আলোর কোন অভিমান নাই যে, পতঙ্গ আমাতে এসে পড়ে। সেই রকম প্রকৃত ভক্ত ঈশ্বরে গিয়ে পড়েন তাতে তাঁর প্রাণ যাক্ আর থাকুক। ঈশ্বরের কোন অভিমান নাই, যে তাঁর কাছে আসে তিনি তাঁকেই গ্রহণ করেন।

৫২৬ থোড়েরি মাজ, মাজেরি থোড়। ব্রহ্মই—জগৎ, জগৎই—ব্রহ্ম।

৫২৭ পাগল, মাতাল ও বালকবালিকাদের মুখ দে অনেক সময় দৈববাণী বাহির হয়।

৫২৮ পরমহংসদেব আপন ভক্তদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেন, "এখানকার কিছু স্বপ্ন-টপ্ন দেখ ?" এবং যদি কেহ উত্তরে দেবদেবীর স্বপ্ন দেখার কথা কিছু বলিত, তখন তিনি বলিতেন, "বেশ ! বেশ ! ও সব দেখা ভাল, কিন্তু ও সব কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

৫২৯ পরমহংসদেব আপন ভক্তদিগের মধ্যে কাহাকেও

* পরমহংসদেব তাঁর এক ভক্তকে ব'লেছিলেন রাবন নাগকন্যা, দেবকন্যাও নিলে আর রামকেও নিলে।

কাহাকেও বলিয়া দিয়াছিলেন যে "শ্রাদ্ধ বাড়ী ও যজমেনে বামুনের বাড়ী কখনও আহার করিও না।"

৫৩০ অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারে পড়িতে পারিলেই অমর হওয়া যায়। সেইরূপ **ভগবানের নাম যে কোন প্রকারে লইলেই তাহার ফল হইবেই হইবে।**

৫৩১ পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে "চৈতন্য চৈতন্য" শব্দ উচ্চারণ ক'রতেন। একজন কয়েকবার তাঁহাকে "চৈতন্য চৈতন্য" ব'লতে শুনে জিজ্ঞাসা ক'রলে আপনি "চৈতন্য চৈতন্য" ব'লে কাকে স্মরণ ক'রতেছিলেন? তিনি ব'ললেন "যে চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য, আমি সেই চৈতন্যকে স্মরণ করিতেছিলাম।"

৫৩২ কাক ভারি বুদ্ধিমান, তার উড়ুং আছে, পুড়ুং আছে, চুড়ুং আছে; কিন্তু গু খেয়ে মরেন। অতি বুদ্ধির বা পাটোয়ারি বুদ্ধিরও ঐ দশা।

৫৩৩ **বাসনার লেশ থাকিতে ঈশ্বর দর্শন হয় না,** অতএব ছোট ছোট বাসনাগুলি পূরণ করিয়া লইবে এবং বড় বড় বাসনাগুলি বিচার ক'রে ত্যাগ করিবে।

৫৩৪ **শক্তি না থাকিলে শুধু শিবে কার্য্য হয় না।** যেমন শুধু মাটীতে কোন গড়ন হয় না, জল চাই তবে গড়ন হয়।

৫৩৫ "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও অর্জ্জুনাদি ঐতিহাসিক সত্য

নহে, কেবল রূপক বর্ণনা মাত্র ও শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা কেবল আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে", এ মতের তিনি সমর্থন করিতেন না।

৫৩৬ সাধুর নিকট ও দেবতার নিকট শুধু হাতে যেতে নাই, কিছু না হ'লে একটী হরিতকীও হাতে ক'রে যেতে হয়।

৫৩৭ দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির দেবালয়ের মা কালী সম্বন্ধে ব'ল্‌তেন, "মা খান দান কালীঘাটে, বিশ্রাম করেন এখানে এসে।"

৫৩৮ কি দিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

তন্, মন, ও ধন এ তিন না দিলে হবে না।

৫৩৯ কোন সাধক এক সময়ে যোগসাধন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব ঐ সময়ে একদিন তাঁহার বাটীতে গিয়া একটী শিশুকে দেখিয়া ব'ল্‌লেন, "হ্যাঁগা! এ মেয়েটী কার?" সাধক বিনীত ভাবে ব'ল্‌লেন, "আজ্ঞে আমারই।" পরমহংসদেব ব'ল্‌লেন, "বটে! বটে! তোমার ত বেশ যোগ হ'য়েছে, তবে আবার তুমি 'যোগ' 'যোগ' ক'রে ব্যস্ত হও কেন?" শুনিতে পাওয়া যায় সেই দিন হইতে নাকি সেই সাধক স্ত্রীসঙ্গ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

৫৪০ **জীব না মরিলে শিব হয় না,** আবার শিব শব না হইলে, মা আনন্দময়ী তাঁহার বক্ষের উপর নৃত্য করেন না।

৫৪১ **যাঁহার অনুরাগ বা একাগ্রতা অধিক তিনি সহজে ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন।**

৫৪২ **সংসার কেমন ?**

যেমন আমড়া। শস্যের সঙ্গে খোঁজ নাই, কেবল আঁটি আর চামড়া, খেলে হয় অম্বলশূল।

৫৪৩ **সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।**

৫৪৪ যদি সকল ধর্ম্মের ভিতরে এক ঈশ্বরের কথাই লেখা আছে তবে প্রত্যেক ধর্ম্মে ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন দেখায় কেন ?

ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁর ভাব বিভিন্ন। যেমন বাটীর কর্ত্তা এক ব্যক্তি কিন্তু তিনি কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা এবং কাহারও পতি। ভাব ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু ব্যক্তি এক। ঈশ্বর সেই রকম।

৪৪৫ যেমন কুমোরের দোকানে হাঁড়ি, গামলা, জালা, প্রদীপ প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য থাকে, কিন্তু সকলকার ভিতরে সেই এক মাটী; **ঈশ্বরও** সেই রকম **এক হইয়াও দেশ ভেদে ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হ'য়েছেন।**

৫৪৬ অদ্বৈত জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলেও সেব্য সেবক, উপাস্য উপাসক ভাবে তাঁকে সাধনা করিও। তাহা হইলে সহজে সে জ্ঞানে উপনীত হইতে পারিবে।

৫৪৭ কুকুর শিয়ালের পুরুষার্থ, পুরুষার্থ নয়। পুরুষার্থ

ছিল অর্জ্জুনের, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া একবার মনে স্থির করিতেন তাহা নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত করিতেন।

৫৪৮ পদ্মের পাপড়ি খসে যায় কিন্তু দাগ থাকে। অহঙ্কার সেই রকম গিয়েও যায় না, একটু না একটু দাগ থাকে।

৫৪৯ ঈশ্বর দর্শন না হ'লে জীবের অহঙ্কার যায় না। যদি কারো অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হ'য়েছে বুঝিতে হইবে।

৫৫০ "সিদ্ধাইদিগের" *উপর পরমহংসদেব ভারি চটা ছিলেন। যদি কোন সাধক কোন সিদ্ধাইএর নিকট যাতায়াত করে শুনিতেন, তবে তাহাকে নিষেধ করিতেন; বলিতেন, "ওদের কাছে যেতে নাই। তাহা হইলে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবৎপাদপদ্ম হইতে হটিয়া গিয়া সামান্য শক্তিলাভের বাসনায় মন আবদ্ধ হইয়া পড়ে।"

৫৫১ যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, লোকে ততদিন সংসার জালে প'ড়ে থাকে, অবিদ্যার ল্যাজ খ'স্‌লে জ্ঞান হ'লে তবে মুক্ত হ'য়ে বেরুতে পারে; আবার ইচ্ছা হ'লে সংসারেও থাক্‌তে পারে।

৫৫২ সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে ক'রলে অনায়াসে সংসারে থাক্‌তে পারে। যার জ্ঞান লাভ হ'য়েছে তার এখান সেখান নেই, তার সব সমান।

* সিদ্ধাই যেমন পিশাচসিদ্ধ, যোগিনীসিদ্ধ, বেতালসিদ্ধ ইত্যাদি

৫৫৩ জীবন্মুক্ত পুরুষের একটু মায়া থাকে। পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান হইলে ২১ দিনের অধিক জীবন থাকে না।

৫৫৪ বড় বড় চালের গোলায় কল পাতিয়া মুড়ি দিয়া রাখে। ইন্দুরেরা মুড়ির সোঁদা সোঁদা গন্ধে চাল ছাড়িয়া তাহাই খাইতে যায়, এবং কলে পড়িয়া প্রাণ দেয়। জীবেরও সেই দশা; কোটী কোটী রমণ সুখের জমাট স্বরূপ ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়াদিতে যে এক তিল আনন্দ আছে, তাহা সংগ্রহ করে ও মায়ায় আবদ্ধ হয়।

৫৫৫ এক ব্যক্তি গৃহ ত্যাগ ক'রে, ১৪ বৎসর নির্জ্জনে সাধন ক'রে কিছু শক্তি লাভ করে; পরে সে বাটী এসে আপন ভ্রাতাকে আহ্লাদের সহিত বলে, "দাদা! দাদা! আমি সিদ্ধি লাভ ক'রেছি।" দাদা ব'ললে, "কি সিদ্ধি লাভ করেছিস্?" সে ব'ললে, "আমি হেঁটে গঙ্গা পার হ'তে পারি।" দাদা ব'ললে, "ছি, ছি, ১৪ বৎসর তপস্যা ক'রে শেষে কিনা আধ পয়সা রোজগার ক'রতে শিখ্‌লি। তুই ১৪ বৎসর তপস্যা ক'রে যাহা শিখেছিস্ লোকে আধ পয়সা খরচ ক'রে তাই করে।"

৫৫৬ কোন যুবক সাধক একজনকার সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিল ঠিক্ তাহাই ঘটিয়াছিল। যুবক মনে করিল, তবে তো আমার সিদ্ধিলাভ হইতেছে এবং সে আনন্দে তাড়াতাড়ি পরমহংসদেবের নিকট আসিয়া সেই ঘটনাটি বলিল। পরম-

হংসদেব তার কথাটী শুনে ব'ললেন, "ছি! ছি। ওদিকে খেয়াল করিস্‌নি।"

৫৫৭ শুঁড়ির দোকানে অনেক মদ থাকে, কিন্তু মানুষ কেহ এক পো, কেহ আধ সের মদ খেয়ে মেতে যায়। **অখণ্ড সচ্চিদানন্দও অপার আনন্দের সাগর, কিন্তু ভক্তেরা অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহাকে উপভোগ ক'রে তৃপ্ত হন।**

৫৫৮ **চিনির পর্ব্বতের মত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ নিত্য বিরাজমান।** সাধুভক্তরূপ পিপীলিকাশ্রেণী যথাশক্তি এক এক দানা লইয়া ভরপুর হইয়া যাইতেছেন। শুকদেব, নারদাদি মহাশক্তিমানেরা উহা হইতে ডেঁও পিঁপড়ের ন্যায় এক একটী বড় চিনির দানা লইয়া ভরপুর হইয়াছেন। অপর সাধারণে এক একটী ছোট দানা লইয়াই ভরপুর হইয়াছেন। কিন্তু সেই অসীম অনন্ত অচলের সম্পূর্ণ ইয়ত্তা করিতে পারেন, কে এমন শক্তিমান আছেন?

৫৫৯ **যে সাধু ঔষধ দেয় ও নেশা করে সে ঠিক সাধু নয়; তাঁর সঙ্গ করা উচিত নয়।**

৫৬০ **এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।**

একজন সাধু গুরুউপদেশ নিয়ে ভগবানের সাধন ভজন করিবার উদ্দেশ্যে কোন গ্রামের কাছে একটী নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে সামান্য একটী পর্ণকুটীর ক'রে তাহার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন ও সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ

প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান ইত্যাদি ক'রে তাঁর ভিজা কাপড় ও কৌপীন কুটীরের কাছে একটী গাছে শুকাবার জন্য রাখিয়া দিতেন। সাধু যখন ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে যেতেন, সেই সময়ে ইঁদুর এসে তাঁহার সেই কৌপীন কেটে দিত। সাধু পরদিন গ্রামে গিয়া আবার নূতন কৌপীন ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। অল্পদিন পরে সাধু স্নানান্তে আবার ঐ ভিজা কৌপীন কুটীরের উপর শুকাইবার জন্য রাখিয়া দিলেন এবং ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে গেলেন। ভিক্ষান্তে কুটীরে ফিরে এসে দেখ্‌লেন, ইঁদুর আবার তার কৌপীন টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে কেটে ফেলেছে। তিনি তাই দেখে মনে মনে বড় বিরক্ত হ'য়ে ভাবিতে লাগিলেন, "আবার কোথায় কার কাছে কৌপীন ভিক্ষা করিব ?" পরদিন আবার ভিক্ষায় বেরিয়ে গ্রামবাসী-দের ইঁদুরের উপদ্রবের কথা জানাইলেন। গ্রামবাসীরা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "আপনাকে রোজ রোজ কে কৌপীন দেবে ? আপনি এক কাজ করুন ;—একটা বিড়াল পুশুন, তাহা হইলে আর বিড়ালের ভয়ে ইঁদুর আস্‌বে না।" সাধু তখন গ্রাম থেকে একটা বিড়ালের বাচ্ছা নিয়ে এলেন। সেই দিন থেকে বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরের উপদ্রব বন্ধ হইল ; তা দেখে সাধুর আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমে সাধু সেই বিড়ালটাকে বেশ আদর যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং গ্রামে গিয়া বিড়ালের জন্য দুধ ভিক্ষা ক'রে এনে খাওয়াতে লাগিলেন। কিছুদিন পর কোন ব্যক্তি তাঁকে ব'ল্লে, "সাধুজী,

আপনার রোজ দুধের দরকার; দু চার দিন ভিক্ষা করিয়া চলিতে পারে। বার মাস কে আপনাকে দুধ দেবে? আপনি এক কাজ করুন, একটী গরু পুশুন, তা হ'লে তার দুধ খেয়ে আপনি নিজেও পরিতৃপ্ত হইবেন, বিড়ালকেও খাওয়াতে পারিবেন।" অল্পদিনের মধ্যেই সাধু একটী দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন। সাধুকে আর দুধের জন্য ভিক্ষা ক'রতে হল না। ক্রমে সাধু সেই গরুর খড় বিচালী ইত্যাদির জন্য গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন গ্রামের লোকেরা তাঁকে বলিতে লাগিল, "আপনার কুটীরের নিকট পতিত জমিতে চাষ বাস করুন, তাহা হইলে আর খড় বিচালীর জন্য ভিক্ষা করিতে হইবে না।" তখন সাধু সকলের পরামর্শে নিকটস্থ পতিত জমিতে চাষ আরম্ভ করিলেন। চাষের জন্য তাঁকে ক্রমে লোক ইত্যাদি নিযুক্ত করিতে হইল। যখন শস্যাদি সঞ্চিত হ'তে লাগ্‌ল তা রাখ্‌বার জন্য গোলা-বাড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত ক'রে তিনি ঠিক গৃহস্থের মত মহাব্যস্ত হ'য়ে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। কিছুদিন পরে সাধুটীর গুরু এসে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ঐ সকল বিষয়-বৈভব দেখে একটী চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানে একটী ত্যাগী কুটীর মধ্যে থাক্‌তেন, তিনি কোথায় গেছেন বল্‌তে পার?" চাকরটী কোন উত্তর দিতে পাল্লে না। পরে তিনি ঐ সাধুর বাটীর মধ্যে ঢুকে সামনে তাঁর শিষ্যকে দেখ্‌তে পেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "বৎস, এসব কি?" শিষ্য

অপ্রতিভ হ'য়ে অমনি গুরুর পায়ে প'ড়্‌ল এবং ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, প্রভুজী, এ সব "এক কৌপীনকা ওয়াস্তে। সাধুটী একে একে সব বৃত্তান্ত গুরুর নিকট বলিতে লাগিলেন। গুরুর দর্শনে তাঁর সকল আসক্তি কেটে গেল ও তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সব বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ ক'রে গুরুর পশ্চাদ্‌গামী হ'লেন।

৫৬১ নারিকেল গাছের বাল্‌দে খ'সে যায়, কিন্তু দাগ থাকে। **শরীর থাকিতে আমিত্বও সেইরূপ একেবারে যায় না, একটু না একটু দাগ থাকে।** কিন্তু এই যৎসামান্য আমিত্ব জীবন্মুক্ত পুরুষকে পুনরায় সংসারে আবদ্ধ করিতে পারে না।

৫৬২ দুর্ল্লভ মানবজন্ম পেয়ে যে, ঈশ্বর লাভ করিবার চেষ্টা না করে, তার জন্মই বৃথা।

৫৬৩ যাঁহাকে দশজনে জানে, মানে ও গণে, তাঁর ভিতরে ভগবানের বিভূতি অধিক পরিমাণে আছে বুঝিতে হইবে।

৫৬৪ যেখানে দশজন গড় করে সেখানে তোমরাও গড় করিও, তাহাতে ভালই হবে।

৫৬৫ কোন সময়ে নারদের মনে অভিমান হ'য়েছিল যে, বুঝি তার মত আর ভক্ত নাই। ভগবান তাহা বুঝ্‌তে পেরে ব'ল্‌লেন, "নারদ ওমুক স্থলে আমার একটি ভক্ত আছে তাকে দেখে এস।" নারদ সে স্থলে গিয়ে ছ্যাখেন যে, একটী চাষা সকাল বেলা উঠে একবার হরিনাম ক'রে লাঙ্গল নিয়ে মাঠে

চ'লে গেল; তারপর সমস্ত দিন আপন কাজ কর্ম্ম ক'রে রাত্রিকালে আর একবার হরিনাম ক'রে শুলো। নারদ ব'ল্‌লেন, "ভালরে ভাল, একে ঠাকুর ভক্ত ব'ল্‌লেন কি জন্যে? ভক্তের লক্ষণ তো এতে কিছু দেখ্‌লাম না।" তারপর ঠাকুরের কাছে গিয়ে নারদ আপন ভাব ব'ল্‌লেন। ঠাকুর ব'ল্‌লেন, "নারদ! তুমি এই তেলের বাটিটী হাতে ক'রে গোলক ভ্রমণ ক'রে এস, কিন্তু দেখো সাবধান, যেন এক বিন্দু তেল না পড়ে।" ঠাকুরের কথা মত নারদ তেলপূর্ণ বাটিটী হাতে ক'রে গোলক ভ্রমণ ক'রে এলেন। ঠাকুর ব'ল্‌লেন, "নারদ! গোলক ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তুমি আমায় কয়বার স্মরণ ক'রেছিলে?" নারদ ব'ল্‌লেন, "ঠাকুর আপনাকে একবারও স্মরণ করিতে পারি নাই, স্মরণ করিব কি আপনি যে বাটিটীর কানায় কানায় তেল দিয়েছিলেন, একটু চ'ল্‌তে গেলেই প'ড়ে যায়। কাজেই ভয়ে ভয়ে আমাকে তেলের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌তে হ'য়েছিল, আপনাকে আর স্মরণ করিতে পারি নাই।" ঠাকুর ব'ল্‌লেন, "নারদ! এক বাটি তেলের ভয়ে তোমার ন্যায় ভক্ত আমাকে ভুলে গেল, আর সে আমার কত বড় ভক্ত বল দেখি, যে প্রকাণ্ড সংসারের ভার মাথায় নিয়েও দিনের মধ্যে তবু দু'বার আমায় স্মরণ ক'রেছিল।"

৫৬৬ যদু মল্লিকের বাড়ী কোথা? বাগান কোথা? কত টাকার বিষয় আছে অনেকেই তার সন্ধান নেয়, কিন্তু যদু

মল্লিককে কয়জন দেখিতে যায় এবং কয়জনই বা উদ্যোক করিয়া যাইয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করে। **শাস্ত্রের কথা, ধর্ম্মের কথা অনেকেই আলোচনা করে বটে, কিন্তু কয়জন ঈশ্বরকে দেখিতে চায় এবং কয়জনই বা উদ্যোগ ক'রে তাঁর নিকট যেতে চায়।**

৫৬৭ ছেলে হোলো না ব'লে লোকে দু ঘটী কাঁদে, বিষয় হোলো না ব'লে লোকে হা-হুতাস করে, কিন্তু ঈশ্বরকে দেখ্‌বার জন্য কয়জন ব্যাকুল হয়? **যে চায় সে পায়।**

৫৬৮ আর এক সময় তিনি ব'লেছিলেন, "যে তাঁকে চায় সে পায়। **হয় না হয় ক'রে দেখ, অধিক নয়, তিন দিন ক'রে দেখ।"**

৫৬৯ এ কলিকালে তিন দিনে মানুষ সিদ্ধ হবে। **যে দিন রাত তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে, সে সিদ্ধ হয়।**

৫৭০ কোন সাধক তাঁহাকে ব'লেছিলেন, "মনে কেন এখনও কুভাব উঠে?" তিনি ব'ল্‌লেন, "তা উঠুক, উহাতে দোষ হবে না, কুকার্য্য না করিলেই হইল।"

৫৭১ **ভগবানের জন্য গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেও পাপ হয় না।**

৫৭২ একটা দামৃড়া গরুকে আর একটা দামৃড়া গরুর উপরে উঠ্‌তে দেখে অনুসন্ধান ক'রে বুঝ্‌তে পারা গেল যে,

গরুটা বড় হ’য়ে সঙ্গ হ’বার পর দামড়া হ’য়েছিল, এ কারণ ঐ সংস্কার।

৫৭৩ পাঁঠা কাটিলেও যেমন খানিক্ষণ ধড়্ ফড়্ করে, অহঙ্কারও সেইরূপ গিয়েও যায় না। জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যে অহঙ্কার লইয়া সংসারে বিচরণ করেন, তাহা এইরূপ অর্থাৎ জীবনশূন্য। তাহাতে আর তাঁহাদিগকে কাম-কাঞ্চনে আবদ্ধ করিতে পারে না।

৫৭৪ **যে ভাবে আমি জীব—সে জীব, যে ভাবে আমি শিব—সে শিব।**

৫৭৫ অনেকে বিনয়ের ভাণ ক’রে বলে, আমি কীট। কীট কীট কর্‌তে কর্‌তে দিনকতক বাদে বাস্তবিকই তারা কীট হ’য়ে পড়ে। **মনে কখনও হতাশ ভাব আস্‌তে দিবে না। হতাশ হ’লে সে আর ধর্ম্মপথে অগ্রসর হ’তে পার্‌বে না। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।**

৫৭৬ এক জমিদার ঋণের দায়ে পাওনাদারদের ফাঁকি দেবার জন্য পাগল সেজেছিলেন। ডাক্তার কবিরাজেরা কেহ তাঁকে ভাল করিতে পারিতেছিল না। শেষে একদিন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁকে দেখেই ব’ল্‌লেন, “মহাশয়? কচ্ছেন কি? নকল ক’র্ত্তে ক’র্ত্তে শেষে আসল হ’য়ে যাবে। এর মধ্যেই ত দেখ্‌চি অনেকটা ছিট্‌ টিট্‌ হ’য়েছে।” এই কথা শুনে তাঁহার চৈতন্য হইল এবং তিনি পাগলামি ছেড়ে দিলেন। সর্ব্বদা

কোন রূপ ভাণ করিলে মনও ক্রমে ক্রমে তদ্রূপ ভাব প্রাপ্ত হয়।

৫৭৭ ভরত রাজা 'হরিণ হরিণ' ক'রে দেহত্যাগ ক'রেছিল, তাই হরিণ জন্ম হ'লো। ঈশ্বর চিন্তা ক'রে দেহ ত্যাগ ক'রলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আস্‌তে হয় না।

৫৭৮ **কাহার ভিতর কি আছে তাহা কে বুঝে?** লোকে যাদের দুশ্চরিত্র জড়বুদ্ধি বা পাগল বলে, তাদের ভিতরও সাধু লোক থাক্‌তে পারে। লোকমান্য যথার্থ সাধুতার পরিচয় নয়।

৫৭৯ একজন সাধু সর্ব্বদা জ্ঞানোন্মাদ অবস্থায় থাক্‌তেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। লোকেরা তাহাকে পাগল বলিত। একদিন লোকালয়ে এসে ভিক্ষা ক'রে এনে সেই ভিক্ষান্ন একটা কুকুরের উপর ব'সে তার সঙ্গে খেতে লাগ্‌লেন। এই দেখে অনেক লোক সেখানে এসে হেঁসে তাকে পাগল ব'লে উপহাস কর্ত্তে লাগ্‌ল। সাধু লোকদিগকে ব'ল্লেন, তোমরা হাঁস্‌ছ কেন?

বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণু খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে বিষ্ণো
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥

৫৮০ বায়ুতে সুগন্ধ, দুর্গন্ধ সব রকমই থাকে, কিন্তু বায়ু

নিজে নির্লিপ্ত তাঁর সৃষ্টিই এই রকম—ভাল মন্দ সৎ অসৎ; যেমন গাছের মধ্যে কোনটা আম গাছ—কোনটা কাঁটাল গাছ—কোনটা আমড়া গাছ। তাই বলি সংসারে দুষ্ট লোকেরও প্রয়োজন আছে। যে তালুকের প্রজারা দুর্দ্দান্ত, সে তালুকে একটা দুষ্টু লোককে পাঠাতে হয়—তবে তালুক শাসন হয়।

৫৮১ **ঈশ্বর সকলকার ভিতর আছেন, কিন্তু সকলে তাঁর ভিতর নাই এ জন্যই লোকের এত দুঃখ।**

৫৮২ পরমহংসদেব বলিতেন, তাঁহাদের দেশে একজন লোক ছিল, সে কোন কালে ধর্ম্ম কর্ম্ম করে নাই, লোকে তাকে বদ্‌মায়েস্ বলিয়াই জানিত, কিন্তু মৃত্যুকালে সে "মা! তোমার নভটী কে দিলে মা।" ইত্যাদি অনেক কথা কহিতে কহিতে মরিয়াছিল।

৫৮৩ আমি গৃহস্থদের মেয়েদের দেখি যে, আমার সচ্চিদানন্দময়ী মা ঘোমটা দিয়ে সতী সেজে র'য়েছে, আবার যখন মেছোবাজারে মেয়েরা বারাণ্ডার উপর হুঁকো হাতে মাথার কাপড় খুলে গয়না প'রে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি তখন দেখি যে, সচ্চিদানন্দময়ী মা খান্‌কি সেজে আর এক রকম খেলা ক'চ্চে।

৫৮৪ একের উপর পর পর শূন্য দিলে যেমন সংখ্যা বেড়ে যায়, কিন্তু একটী পুঁছে ফেল্‌লে যেমন কিছুই থাকে না, সেইরূপ

ঈশ্বররূপ এককে ধ'রে না থাকলে জীবের সকলই মিথ্যা।

৫৮৫ পুকুরের পানার ভিতরে মাছ যেমন কিল্ বিল্ করে, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর সেই রকম প্রত্যেক মানুষের ভিতর লীলা করিতেছেন।

৫৮৬ গুরু দুই অঙ্গুলি উঠাইয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'ব্রহ্ম ও মায়া' পরে এক অঙ্গুলি নামাইয়া বলিলেন, "মায়া গেলেই ব্রহ্মময় জগৎ।"

৫৮৭ সূর্য্য জগৎকে উত্তাপ দিয়া জুড়াইতে পারে, কিন্তু মেঘ সূর্য্যকে ঢাকিলে সূর্য্য কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ অন্তরে আমি থাকিতে ঈশ্বর কিছুই করিতে পারেন না।

৫৮৮ বিবাহের সময় বরের হাতে জাঁতি দেয় কেন?

মায়া কাটিবার জন্য।

৫৮৯ ঋষিরা বলিলেন, "হে রাম! আমরা তোমার অবতাররূপ দেখিতে চাই না, তুমি আমাদিগকে তোমার নিত্যরূপ দেখাও।"

৫৯০ যাহা হইতে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাতেই সচ্চিদানন্দের অংশ আছে, তবে কি না কম আর বেশী। যেমন চিটে গুড় আর ওলা মিছরিতে মিষ্টতা আছে—কম আর বেশী।

৫৯১ পরমহংসদেব বলিতেন যে, মানুষের দুরকম প্রকৃতি

আছে। গুরু উপদেশ দিয়ে ব'ললেন, "বাপু! এ অমূল্য রত্ন; এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" এক প্রকৃতির লোক তা শুনে চুপ্ মেরে গেল, অপর প্রকৃতি ঐ কথা শুনে ব'ল্‌লে, "বটে" ওমনি সে ছাতের উপর উঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌তে লাগিল, "কে অমূল্য রত্ন নিবি আয়।"

৫৯২ **মত—পথ, অর্থাৎ যত প্রকার ধর্ম্মমত আছে সবই ধর্ম্মপথ বটে।**

৫৯৩ পরমহংসদেব বলিতেন, "এক কথায় বুঝ্‌তে পারো তো আমার কাছে এসো, আর লক্ষ কথায় বুঝ্‌তে চাও তো কেশবের কাছে যাও।" এক ব্যক্তি একবার তাঁকে ব'লেছিল, আমায় এক কথায় জ্ঞান দিন। তিনি ব'ললেন, "**জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য।**"

৫৯৪ পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে বলিতেন;—

"এসে ঠেকেছি যে দায়,
সে কথা কব কায়,
যার দায় সেই জানে,
পর কি জানে পরের দায়।"

৫৯৫ কামারের নাইয়ের উপর কত আঘাত পড়ে অথচ সে যেমন তেমনই থাকে। **মানুষের ঐ রকম সহ্যগুণ হওয়া উচিত।**

৫৯৬ যেমন আমি একসময় নেংটা আর একসময় কাপড়-পরা, ব্রহ্মও সেই রকম **কখন সগুণ কখন নির্গুণ।**

৫৯৭ **মুক্ত পুরুষের কি মায়া থাকে ?**

খাঁটী সোণার গড়ন হয় না, একটু পান (খাদ) দিতে হয়। সেই রকম মায়াহীন মানুষের দেহ থাকে না। দেহ থাক্‌লে একটু মায়া থাকেই থাকে।

৫৯৮ তাঁকে যতই চিন্তা ক'রবে, সংসারে সামান্য ভোগের জিনিষের প্রতি আসক্তি ততই ক'মে যাবে। তাঁর পাদপদ্মে যতই ভক্তি হবে বিষয়-বাসনা ততই ক'মে আস্‌বে, দেহের সুখের দিকে নজর ক'ম্‌বে, পরস্ত্রী মাতৃবৎ ব'লে বোধ হবে। নিজের স্ত্রীকে সহায় বন্ধু ব'লে মনে হবে, পশুভাব চ'লে গিয়ে দেবভাব আস্‌বে। সংসার একেবারে অনাসক্ত হ'য়ে যাবে; তখন সংসারে জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াতে পার্‌বে।

৫৯৯ পরমহংসদেব যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, পণ্ডিত মহাশয় তখন সাম্যবাদীদিগের ন্যায় বলিলেন, "আজ্ঞে মানুষ সব সমান, আমি আর বিশেষ কি ?" পরমহংসদেব বলিলেন, "মানুষ সব সমান তবে আমি তোমায় দেখ্‌তে এসেছি কেন? তোমার কি দুটো সিং বেরিয়েছে ? মানুষ সব সমান বটে কিন্তু শক্তিতে প্রভেদ।"

৬০০ মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় পরমহংসদেবকে বলিলেন, "মহাশয়, বৈরাগ্যের প্রচার ক'রে দেশটা উচ্ছন্ন গিয়াছে, আপনি যাহাতে জগতের হিত হয় তাহাই লোককে ক'রতে উপদেশ দিবেন।" পরমহংসদেব বলিলেন, "বাবু! গঙ্গায় কাঁকড়ার বাচ্চা হয় দেখেছ ? এ অনন্ত

ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ সেই এক একটা ক্ষুদ্র কাঁকড়া বৈত নয়। তবে আর তাদের এত অভিমান কেন? একটা চুল সোজা করবার সামর্থ্য নেই যাদের তারা আবার জগতের হিত করবার অভিমান করে কেন? যাহার জগৎ সেত ভুলে নাই, হিত যাহা ক'র্ত্তে হয়, সেই তাহা ক'র্‌বে ও কর্‌তেছে।"

৬০১ পরমহংসদেব বলিতেন, "সংসারী মানুষে যাহা যাহা করে সব ঠিক ঠিক কেবল একটী ভুল।" একজন বলিল, "সে ভুলটা কি?" পরমহংসদেব বলিলেন, "অসার ধনমানের জন্য না ক'রে ভগবানের জন্য যদি তাহারা ঐরূপ বিদ্যা-বুদ্ধি যত্ন-পরিশ্রম ত্যাগ-স্বীকার ও কষ্ট সহ্য ক'রত তবেই ঠিক হ'ত।"

৬০২ পাল্লার যে দিক ভারি হয়, সেই দিক নেবে পড়ে, যেদিক হাল্কা সেদিক উপরে উঠে যায়। তেমনি যার (সংসার, মান, সম্ভ্রম, টাকাকড়ি) নানা ভার সেই নেবে পড়ে, আর যার কোন ভার নেই, সেই উঠে ঈশ্বরের রাজ্যে যায়।

৬০৩ লোকের ময়লা কাপড় নিয়ে ধোপা ভাঁড়ারী হয়। কাপড় পরিষ্কার হইলেই তার ভাঁড়ার খালি হ'য়ে যায়, এজন্য পরমহংসদেব বলিতেন, "ধোপা ভাঁড়ারী হোস্‌নি।"

৬০৪ এক ব্রাহ্মণ এক রাজার কাছে গিয়ে ব'ল্‌লেন,

"মহারাজ! আমার কাছে ভাগবত শুনুন।" রাজা বলিলেন, "আজ্ঞে! ভাগবত এক্ষণেও আপনি বুঝিতে পারেন নাই, ভাল ক'রে পাঠ ক'রে আসুন।" ব্রাহ্মণ বিরক্ত হ'য়ে চলে গেলেন, মনে মনে ভাবলেন, "রাজা কি নির্ব্বোধ, আমি এত কাল ধ'রে ভাগবত পাঠ করিলাম, রাজা বলেন কিনা আবার পাঠ ক'রে আসুন।" রাজার কথায় উত্তর করিবার সাধ্য নাই। ব্রাহ্মণ বাটীতে এসে ভাগবতখানি খুলে পাঠ করেন, আর হাঁসেন, মনে করেন রাজা কি নির্ব্বোধ, আমার কি বুঝিতে কিছু বাকি আছে? তিনি পুনরায় রাজার নিকট গিয়ে ব'ল্‌লেন, "মহারাজ! এইবার আমার নিকট ভাগবত শুনুন।" রাজা পুনরায় ব'ল্‌লেন, "আজ্ঞে! আপনি ভাল ক'রে পাঠ ক'রে আসুন, তারপর আমি শুনিব।" ব্রাহ্মণ রাজার কথায় কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে মহা বিরক্ত হ'য়ে সেদিন চ'লে আসিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, রাজা আমায় বার বার একথা কেন বলিতেছেন, অবশ্য ইহার ভিতর কোন অর্থ আছে। তিনি পুনরায় ভাগবতখানি খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এবারে তিনি যতই পাঠ করেন ততই তাঁহার নূতন নূতন ভাবের উদয় হয়, তিনি ভাবে বিভোর হইয়া আপনা আপনি ঘরে বসিয়া ভাগবত পাঠ করেন, আর কাঁদিয়া আকুল হন, আর রাজবাড়ী যান না। অনেক দিন পরে রাজার মনে হইল যে, সে ব্রাহ্মণ আসেন না কেন? রাজা নিজে তাঁর বাটীতে গেলেন এবং যাইয়া দেখিলেন যে,

ব্রাহ্মণ হাপুস নয়নে কাঁদিতেছেন আর ভাগবত পাঠ করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! এইবার আপনার ভাগবত-পাঠ ঠিক্ হ'য়েছে।"

৬০৫ **ঈশ্বর এক কিন্তু ভাবে বহু।** মাছ এক কিন্তু ঝালে, ঝোলে, অম্বলে প্রভৃতি নানা রকমে যেমন তাকে আস্বাদ করা যায়; সেই রকম ভগবান এক হইলেও সাধকগণ তাঁকে বিভিন্ন রকমে উপভোগ ক'রে থাকেন।

৬০৬ পরমহংসদেবের দেশের নিকটে কোন গ্রামে এক-জন দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি লোকের বাড়ী চণ্ডী পাঠ করিয়া দিন যাপন করিতেন। সর্ব্বমঙ্গলা নামে তাঁর একটী মেয়ে ছিল, মেয়েটী সুরূপা দেখে একজন জমিদার তাকে পুত্রবধু ক'রে নিয়ে জ্যান। ব্রাহ্মণ একদিন চণ্ডী পাঠ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মনে ক'র্‌লেন, "মা! আমি গরিব মানুস ব'লে কি তোমার পূজা ক'র্‌তে পাব না? কেবল বড় মানুষেরাই কি তোমার পূজা ক'র্‌বে?" ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাব্‌লেন যেমন ক'রে হোক্ একবার মায়ের পূজা করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণী তাঁর মনের ভাব শুনে সম্মত হইল এবং সারা বৎসর চেষ্টা ক'রে তাঁরা দুজনে বারটী টাকা জমাইলেন। পূজার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। ব্রাহ্মণ একটী আধুলি নিয়ে কুমারবাড়ী গিয়ে ব'ল্‌লেন, "বাপু! এই আধুলিটী নিয়ে যেমন হয় একখানি প্রতিমা গ'ড়ে দাও।" কুমার ব'ল্‌লে, "ঠাকুর মশায়! আপনি কি পাগল হ'য়েছেন নাকি! দুর্গা পূজা করিবেন আপনার এমন

সামর্থ্য কি ?” ব্রাহ্মণ ব’লুলেন, “আজ এক বৎসর ধ’রে মানস ক’রেছি এবার মায়ের পাদপদ্মে গঙ্গাজল বিল্বদল দিব, তা বাপু এতে সামর্থ্য আর অসামর্থ্য কি ? তুমি এই আট আনায় যেমন হয় একখানি প্রতিমা গ’ড়ে দাও।” কুমার ব’লুলে, “তা ভাল আপনি আধুলিটী নিয়ে যান, আমি আপনাকে একখানা প্রতিমা গ’ড়ে দেব এখন।” ব্রাহ্মণ ব’ললেন, “না বাপু ! তা হবে না, ঐ আট আনায় যেমন হয় তুমি আমায় একখানা প্রতিমা গ’ড়ে দাও।” ব্রাহ্মণ কোন মতেই আধুলিটা ফিরাইয়া লইলেন না, অগত্যা কুমার আধুলিটী লইয়া তাঁকে একখানা ভাল প্রতিমা গ’ড়ে দিলে। ব্রাহ্মণী সর্ব্বমঙ্গলাকে আনবার কথা ব’ল্‌লে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সে কথায় কাণ দিলেন না। ব্রাহ্মণ ভাব্‌লেন, আমার তো সে রকম পূজা নয় যে, তার শ্বশুরবাড়ী নেমন্তন্ন করি, আর বিশেষ তাঁরা বড় লোক, নিজেদের বাড়ী পূজা, এ সময় তাঁরা তাকে পাঠাবেই বা কেন। পঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণ প্রতিমা বাটীতে আন্‌লেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী এসে ব’ল্‌লে, “সর্ব্বনাশ হ’য়েছে, আমি আজ অস্পর্শীয়া হ’য়েছি, ঠাকুরের কাজ কে করিবে ?” ব্রাহ্মণ এই কথা শুনে. মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন, কি ক’র্‌বেন কিছুই স্থির ক’র্‌তে পারিতেছেন না, এমন সময় ব্রাহ্মণী ব’ল্‌লে, “তুমি সর্ব্বমঙ্গলাকে নিয়ে এস।” ব্রাহ্মণ অগত্যা তাহাই ক’র্‌তে বাধ্য হইলেন। সর্ব্বমঙ্গলার শ্বশুর-শাশুড়ী তাকে পাঠাতে চাইলে না, তাঁরা ব’ল্‌লেন, “আমাদের বাড়ীতে পূজা, আর ঐ আমাদের একমাত্র পুত্রবধূ,

ওকে এ সময়ে কি ক'রে পাঠাইব।" ব্রাহ্মণ সর্ব্বমঙ্গলার সঙ্গে দেখা ক'র্‌লেন, সর্ব্বমঙ্গলা বাপের বিপদের কথা শুনে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু সে কি করিবে, শ্বশুর-শাশুড়ীর অমতে তো সে যেতে পারে না। ব্রাহ্মণ তাকে সান্ত্বনা ক'রে তাদের বাড়ী থেকে চ'লে আস্‌ছেন, এমন সময় পথের মাঝে শুন্‌তে পেলেন যে, পেছন থেকে "বাবা বাবা" ক'রে ঠিক্ যেন সর্ব্বমঙ্গলার মতন কে ডাক্‌ছে, ব্রাহ্মণ পেছন পানে চেয়ে ছাখেন যে, সর্ব্বমঙ্গলা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আস্‌ছে। তিনি সেইখানে দাঁড়ালেন, ক্রমে সর্ব্বমঙ্গলা নিকটে এসে ব'ল্‌লে, "বাবা! আমি এসেছি।" ব্রাহ্মণ আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বল্‌লেন, "কাউকে না ব'লে এলে, শেষে কোন বিপদ হবে না তো?" সর্ব্বমঙ্গলা বলিল, "না বাবা! সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।" ব্রাহ্মণ সর্ব্বমঙ্গলাকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন, ব্রাহ্মণীও ভারি আনন্দিত হইল। সপ্তমী অষ্টমী মায়ের পূজা হ'য়ে গেল, নবমীর দিন সকালবেলা সর্ব্বমঙ্গলা স্বীয় পিতাকে ব'ল্‌লে "বাবা পূজায় ব্রাহ্মণভোজন করাতে হয় না?" ব্রাহ্মণ ব'ল্‌লেন, "নিয়ম বটে, কিন্তু আমি কোথায় পাব যে বামুন খাওয়াব? তবে মায়ের যদি দয়া হয় তো আগামী বৎসরে দেখিব।" সর্ব্বমঙ্গলা বলিল, "বাবা! আমি তবে পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ ক'রে আসি?" ব্রাহ্মণ নিষেধ ক'রলেন, কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলা সে কথা না শুনে পাড়ার লোকদের সব প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ ক'রে এলো। ফলারের কথা শুনে যথাসময়ে

দলে দলে লোক এসে উপস্থিত হইল। লোকের ভিড় দেখে ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন এবং সর্ব্বমঙ্গলাকে নানাপ্রকার তিরস্কার ক'রতে লাগিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা বলিল, "বাবা! ভয় কি? আমি উহাদিগকে প্রসাদ ভোজন করাইয়া দিব, তুমি চিন্তা করিও না, জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সেই মা আজ তোমার ঘরে উপস্থিত, তুমি কেন ভয় কর, তিনি কি এই কয়টি লোককে খাওয়াতে পারবেন না?" পরে সর্ব্বমঙ্গলা বাহিরে আসিয়া নিমন্ত্রিত লোকদিগকে বলিলেন, "আমার পিতা দীনদুঃখী তিনি আপনাদিগকে ষোড়শোপচারে ভোজন করান এরূপ সঙ্গতি তাঁহার নাই, তবে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলাম, অতএব আসুন সকলে মহাপ্রসাদ ধারণ করুন। সর্ব্বমঙ্গলা মহাপ্রসাদ বাহির করিলে, প্রসাদ হইতে এমন এক সৌরভ বাহির হইতে লাগিল যে, সকলে মোহিত হইয়া গেল। প্রসাদ হইতে এরূপ সৌরভ বাহির হইতে কেহই কখন দেখে নাই, শুনে নাই। সর্ব্বমঙ্গলা একটু একটু প্রসাদ সকলকে দিল, অমনি সকলের পেট ভরিয়া গেল। পাড়ার লোক আশ্চর্য্য; প্রসাদ পাইয়া যে যার বাড়ী চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ এতক্ষণ একান্ত মনে ভগবতীকে স্মরণ করিতেছিলেন, লোকেরা চলিয়া গেলে পর চক্ষু খুলিয়া সর্ব্ব-মঙ্গলাকে ব'ললেন, "আমায় বুঝি সকলেই শাঁপ দিয়ে গেল?" সর্ব্বমঙ্গলা ব'ললে, শাঁপ দেবে কেন বাবা? সবাই প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হ'য়ে চ'লে গেল, ঐ দেখ এক্ষণেও এত প্রসাদ

র'য়েছে যে, গ্রাম শুদ্ধ লোককে খাওয়ান যায়।" ব্রাহ্মণ আহ্লাদিত হ'য়ে সর্ব্বমঙ্গলার অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরদিন বিজয়া, ব্রাহ্মণ ভগবতীকে দধি কড়মা নিবেদন করিয়া দিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখেন যে, সর্ব্বমঙ্গলা তাহা ভক্ষণ করিতেছে, ব্রাহ্মণ ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রাহ্মণীকে ব'ললেন, "দেখ দেখ তোমার মেয়ের বিবেচনা দেখ, হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল। কাল ভগবতীর কৃপায় ব্রহ্মশাপ হইতে রক্ষা পেয়েছি, আজ আবার তুই এ কি করিলি?" সর্ব্বমঙ্গলা এ কথা শুনে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। সর্ব্বমঙ্গলার কান্না দেখে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে স্থির হইতে বলিয়া পুনরায় দধি কড়মার আয়োজন করিতে গেল। ব্রাহ্মণ পুনরায় দধি কড়মা নিবেদন করিয়া দিলেন, সেবারেও সর্ব্বমঙ্গলা তাহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল। ব্রাহ্মণী তৃতীয়'বার দধি কড়মা আনিয়া দিল, সেবারেও সর্ব্বমঙ্গলা তাহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল, ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া আর স্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে দূর হইয়া যাইতে বলিলেন, সর্ব্বমঙ্গলা অমনি কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট গিয়া বলিল, "বাবা আমায় দূর হইয়া যাইতে বলিয়াছেন, অতএব আমি যাই। আমি আজ তিন দিন কিছু খাই নাই, এখুনি অনেক দূর যাইতে হইবে বলিয়া এবং অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল বলিয়া দধি কড়মা খাইয়াছিলাম, বাবা তাহাতে বিরক্ত হ'লেন, মা এক্ষণে আমি বিদায় হই" ব্রাহ্মণী পুনরায় দধি কড়মার যোগাড় করিতেছিলেন, পেছন ফিরিয়া

দ্যাখেন সর্ব্বমঙ্গলা সেখানে নাই, ব্রাহ্মণী উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বমঙ্গলাকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখিতে না পাইয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। ব্রাহ্মণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি সর্ব্বমঙ্গলার শ্বশুরবাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বমঙ্গলা সকল কথা শুনিয়া অবাক হইয়া বলিল, "বাবা তুমি কি বলিতেছ, আমি তোমার বাটী কখনই বা গেলাম, কখনই বা দধি কড়মা খাইলাম এবং তুমিই বা আমাকে কখন দূর করিয়া দিলে? আমি তো তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি এখানে যেমন ছিলাম তেমনি আছি।" ব্রাহ্মণ কন্যার কথা শুনিয়া অবাক হইলেন এবং তখন সকল কথা বুঝিতে পারিয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া ভূমিতে পড়িয়া কিছুক্ষণ অচেতন হইয়া রহিলেন, পরে চৈতন্য হইলে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! আমি কি করিলাম, পরম পদার্থ ঘরে পাইয়াও চিনিতে পারিলাম না? হায় মা! কেন আমায় এরূপে বঞ্চনা করিলে? আমি অধম, যদি দয়া ক'রে আমার বাটী এলে, আমায় 'বাবা' 'বাবা' ব'লে ডাক্‌লে তবে মা কেন আমার চক্ষুটী খুলে দিলে না, আমি তোমার নিত্যরূপ দেখে কৃতার্থ হইতাম।" ব্রাহ্মণ এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে নিজ বাটীতে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে সবিশেষ বলিলেন। ব্রাহ্মণীরও শোকের সীমা রহিল না।

৬০৭ পরমহংসদেব তাঁর কোন ভক্তকে ব'লেছিলেন,

"তোর অবস্থা আমি কেমন ক'রেছি জানিস্? গাছটাকে কেটে গুঁড়ি থেকে অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়ে আবার টেনে এনে গুঁড়ির কাছে রেখেছি।"

৬০৮ মায়া দুই প্রকার—বিদ্যা এবং অবিদ্যা। আবার বিদ্যা মায়াও দুই প্রকার—বিবেক ও বৈরাগ্য। এই বিদ্যা মায়া আশ্রয় কোরে জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়। অবিদ্যা মায়া ছয় প্রকার—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। অবিদ্যা মায়া 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞানে মনুষ্যদিগকে বদ্ধ ক'রে রাখে; কিন্তু বিদ্যা মায়ার প্রকাশে জীবের অবিদ্যা একেবারে নাশ হ'য়ে যায়।

৬০৯ যতক্ষণ জল ঘোলা থাকে, ততক্ষণ চন্দ্র সূর্য্যের প্রতিবিম্ব তাতে ঠিক্ ঠিক্ দেখা যায় না। মায়াও তেমনি. **আমি** ও **আমার** এই জ্ঞান যতক্ষণ না যায় আত্মার সাক্ষাৎকার ততক্ষণ ঠিক্ ঠিক্ হয় না।

৬১০ যে সূর্য্য পৃথিবীকে আলো ক'রে রেখেছেন, সামান্য একখানা মেঘে সেই সূর্য্যকে যেমন ঢেকে ফ্যালে, তখন সে সূর্য্য আর দেখা যায় না; তেমনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দকে আমরা সামান্য মায়ার আবরণে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

৬১১ পানাপুকুরে নেবে যদি পানাকে সরিয়ে দাও আবার তখনি পানা এসে জোটে; সেই রকম মায়াকে ঠেলে দিলেও আবার মায়া এসে জোটে। তবে যদি পানাকে

সরিয়ে দিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে আর বাঁশ ঠেলে আস্‌তে পারে না। সেই রকম মায়াকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিতে পার্‌লে আর মায়া তার ভিতর আস্‌তে পারে না। সচ্চিদানন্দই কেবল মাত্র প্রকাশ থাকেন।

৬১২ দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ীর নহবৎখানার উপর একটী সাধু এসে কিছুদিন বাস ক'রেছিলেন। সাধু সেই ঘরে কাহারও সহিত বাক্যালাপ না ক'রে সর্ব্বদা ধ্যান ধারণা ক'র্‌তেন। একদিন হঠাৎ মেঘ উঠে চারি দিক অন্ধকার ক'রে ফেল্‌ল। কিছুক্ষণ পরে একটা ঝড়ের মত খুব বাতাস এসে মেঘগুলিকে আবার সরিয়ে দিলে। সাধু তাই দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে খুব হাঁসি ও নৃত্য ক'রতে লাগ্‌লেন। তার এ অবস্থা দেখে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "তুমি ত ঘরের মধ্যে চুপ ক'রে ব'সে থাক, আজ এত আনন্দ নৃত্যাদি ক'রছ কেন?" সাধু ব'ললেন, "সংসারকা মায়া এয়সা হী হ্যায়।"

৬১৩ **মায়াকে কি দেখা যায়?** কোন সময় মহর্ষি নারদ ব'লেছিলেন, "ঠাকুর তোমার যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া তাহা আমাকে দেখাও।" ঠাকুর ব'ললেন, "তথাস্তু।" পরে একদিন নারদকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর বেড়াতে বেরুলেন। অনেক দূর বেড়াতে বেড়াতে ঠাকুরের পিপাসা পেলে, ঠাকুর পিপাসায় অস্থির হ'য়ে ব'সে প'ড়লেন এবং ব'ললেন, "নারদ! যেখানে পাও একটু জল এনে আমায়

বাঁচাও।" নারদ তাড়াতাড়ি জলের চেষ্টায় গেলেন। নিকটে জল নাই, খানিক দূর গিয়ে একটা নদীর মত দেখ্‌তে পেলেন। নারদ নদীর নিকটে গিয়ে দেখেন, একটী পরমা সুন্দরী যুবতী সেখানে ব'সে আছে; নারদ তার রূপ দেখে মোহিত হ'য়ে গেল, তারপর নিকটে যাবামাত্র রমণী নারদের সঙ্গে মিস্ট ভাবে আলাপ করিতে লাগিল। উভয়ে অল্পক্ষণ মধ্যে প্রণয় হ'য়ে গেল। নারদ সেইখানে তাকে নিয়ে ঘর সংসার ক'রতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে হ'ল। নারদ সেই ছেলে মেয়েগুলিকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করিতেছে, এমন সময় সেখানে ভয়ানক মড়ক হইল। যেখানে সেখানে লোক মরিতে আরম্ভ হইল। নারদ সে দেশ হ'তে ছেলে মেয়েগুলিকে নিয়ে পালাবার পরামর্শ ক'র্‌লেন। স্ত্রীও তাতে সম্মত হ'ল। তাহারা উভয়ে পুত্র কন্যাগুলিকে লইয়া নদীর সেতুর উপর দিয়া যেমন যাইবে, ওমনি একটী একটী করিয়া তাঁহার ছেলে মেয়েগুলি ও অবশেষে তাঁহার স্ত্রীও জলমগ্ন হইয়া মরিয়া গেল। নারদ তাহাদের শোকে আকুল হইয়া হাপুস্‌ নয়নে ক্রন্দন করিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর সম্মুখে গিয়া ব'ল্‌লেন, "কৈ নারদ জল কৈ? আর তুমি ক্রন্দনই বা করিতেছ কেন?" নারদ ঠাকুরের দর্শন পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং তখন সকল কথা বুঝিতে পারিয়া ব'ল্‌লেন, "ঠাকুর তোমাকে নমস্কার আর তোমার মায়াকে নমস্কার।"

৬১৪ পরমহংসদেবেরও একবার মায়া দেখিবার সাধ

হইয়াছিল এবং তিনিও মার কাছে সেজন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বলিতেন যে, মায়াকে দেখ্‌বার জন্য প্রার্থনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে একদিন দেখি যে, একটী ক্ষুদ্র বিন্দু হইতে আস্তে আস্তে একটী মেয়ে হইল এবং ক্রমে সে মেয়েটী বড় হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার গর্ভ হইল এবং গর্ভ হইতে যেমন শিশু বাহির হইতে লাগিল, অমনি সে তাহাকে গ্রাস করিতে লাগিল। এইরূপ বার বার তাহার শিশু হয়, আর সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রাস করে দেখে আমি তখন বুঝিলাম, ইহারই নাম মায়া।

৬১৫ পতঙ্গ আলো দেখ্‌লে ছুটে গিয়ে তাতে প্রাণ দেয়, ভক্তও সেইরূপ ভগবানের জন্য সকলই ছাড়িয়া থাকেন।

৬১৬ শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য ছিল, সে অনেক দিন তাঁহার সেবা ক'রেছিল, কিন্তু আচার্য্য তাহাকে একদিনও একটী উপদেশ দেন নাই। একদিন শঙ্করাচার্য্য আপন আসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় কাহার আগমনের শব্দ হইল। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "কোন্ হ্যায়রে?" শিষ্য বলিল, "হাম্।" আচার্য্য ব'ল্‌লেন, "হাম্ শব্দ যদি তোমার এতই ভাল লাগে, তবে উহাকে বাড়াইয়া লও, (অর্থাৎ সমস্ত জগৎই আমি এই ধারণা কর) অথবা একেবারে আমিত্ব পরিত্যাগ কর।"

৬১৭ একজন বলিল, "ব্রহ্ম দর্শন কি রকম?" পরমহংস-

দেব বলিলেন, "তাহা প্রকাশ করিবার যো নাই। যেমন যদি কেহ সমুদ্রের মধ্যে যায়, আর যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—সমুদ্র কেমন—তবে সে কি বলিতে পারে? সে কেবলই বলে, ঐ জল—ঐ জল। ব্রহ্ম দর্শনও সেই রকম।"

৬১৮ ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সংসার-আসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে উৎসাহ এ সব চ'লে যায়। কাঠ পোড়াবার সময় পড়্ পড়্ শব্দ, আগুনের ঝাঁজ। সব শেষ হ'য়ে গেলে ছাই প'ড়্‌ল; তখন আর শব্দ থাকে না।

৬১৯ বিষয় বুদ্ধির লেশ থাক্‌লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। আর কামিনী কাঞ্চন ত মনে আদৌ থাক্‌বে না। গিরিরাজকে পার্ব্বতী বল্লেন, বাবা, ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, তা হ'লে সাধুসঙ্গ কর।

৬২০ বৃহস্পতির পুত্র কচের সমাধি ভঙ্গের পর যখন মন বহির্জগতে নেমে আস্‌ছিল তখন ঋষিরা তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, "এখন তোমার কিরূপ অনুভূতি হ'চ্ছে?" উত্তরে তিনি বলেন, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং—তিনি ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

৬২১ ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে কিছুই হইবে না।

৬২২ মা যেমন কাহারো জন্যে ডাল ভাত এবং কাহারো জন্যে সাগু ব্যবস্থা করেন, ভগবানও সেইরূপ প্রত্যেক

মানুষের উপযোগী সাধনার ব্যবস্থা ক'রে থাকেন।

৬২৩ যে ওলা মিছরির স্বাদ পায়, সে কি আর চিটে গুড় খেতে চায়, না যে একবার তে-তলায় শয়ন ক'রেছে, সে আর ময়লা স্থানে থাক্‌তে পারে? ব্রহ্মানন্দ যে পায়, সে কি আর বিষয়ানন্দে মাতে?

৬২৪ মানুষকে ভাল বলিতেও যতক্ষণ মন্দ বলিতেও ততক্ষণ, অতএব লোকের কথায় কান না দেওয়াই কর্ত্তব্য।

৬২৫ মুখ হল্‌সা ভেতর বুঁদে কান তুল্‌সে দীঘল ঘোম্‌টা নারী,
পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী।

অর্থাৎ এই কয়টী লোকের নিকট হ'তে সাবধান হবে। মুখ হল্‌সা—হল্ হল্ ক'রে কথা কয়; তারপর ভেতর বুঁদে কিনা—মনের ভিতর ডুবুরি নামলেও অন্ত পায় না; তারপর কান তুল্‌সে—যারা কানে তুলসী দেয় (ভক্তি জানাবার জন্য); দীঘল ঘোম্‌টা নারী—লম্বা ঘোম্‌টা লোকে মনে করে ভারি সতী, তা নয়; আর পানা পুকুরের জল—নাইলেই সান্নিপাতিক হয়।

৬২৬ একজন শৈব ছিল। তাহার ভক্তির জোরে ভগবান শূলপাণি তাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু তোমার ভক্তিতে আমায় তুমি দেখ্‌তে পেলে বটে, কিন্তু যত

দিন না কমলাপতি হরির প্রতি তোমার বিদ্বেষ ভাব যাইবে, ততদিন আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইব না।" শৈব এই কথায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। ভগবানও তথা হইতে চলিয়া গেলেন। শৈব আবার সাধনা করিতে লাগিল, তাহার সাধনায় ঠাকুরকে অস্থির করিয়া তুলিল এবং পুনরায় ঠাকুরকে আসিয়া তাহাকে দেখা দিতে হইল। কিন্তু ঠাকুর এবার অর্দ্ধ হর ও অর্দ্ধ হরি মূর্ত্তিতে তাহার নিকট আবির্ভূত হইলেন। শৈব হরের অর্দ্ধ-মূর্ত্তি দেখে অর্দ্ধ আনন্দিত ও হরির অর্দ্ধ-মূর্ত্তি দেখে, অর্দ্ধ নিরানন্দিত হইলেন। তারপর তিনি ইষ্ট দেবতার পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সর্ব্ব প্রথমে শিব মূর্ত্তির পদটী ধৌত করিলেন, কিন্তু হরি মূর্ত্তির পদটী স্পর্শ করা দূরে থাক্ সে দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। ভগবান শূলপাণি বলিলেন, "দেখ, তুমি যাহা মনস্কামনা করিয়াছ, তাহা পূর্ণ হইবে, কিন্তু দ্বেষ ভাবের জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। আমি কৃপা ক'রে তোমাকে আমার হরিহর মূর্ত্তি দেখাইলাম, হরিতে আর আমাতে যে অভিন্ন, তাহাই তোমায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, তুমি কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিলে না।" শৈব সেই কথা শুনিয়া এক গ্রামে গিয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে অল্পে অল্পে গ্রামের সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিল, এবং অবশেষে এমন অবস্থা হইল যে, তাঁহাকে দেখিলেই গ্রামের বালকেরা, "হরি হরি" বলিয়া হাত-তালি দিতে আরম্ভ করিল। শৈব নিরুপায় হইয়া শেষে আপন

কানে দুটী ঘণ্টা ঝুলাইলেন, এবং যেই বালকেরা হরি হরি বলিয়া চীৎকার করিত, তিনিও সেই সময়ে সজোরে ঘণ্টা বাজাইতেন এবং সেই ঘণ্টা ধ্বনিতে হরি নাম তিনি শুনিতে পাইতেন না। ইঁহারই নাম ঘণ্টাকর্ণ। আপন ইষ্ট মুর্ত্তির উপর বিশেষ নিষ্ঠা রাখিবে, কিন্তু অন্যান্য মুর্ত্তিও সেই ইষ্ট মুর্ত্তির ভিন্ন রূপ ভাবিবে ও শ্রদ্ধা করিবে। দ্বেষভাব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

৬২৭ লোকলজ্জায় যাহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে ভীত হইত, ঠাকুর তাহাদের বলিতেন, "লোক্‌কে কেমন দেখ্‌বি জানিস্? লোক দেখ্‌বি যেন—পোক।"

৬২৮ বিবেক হইলে বৈরাগ্যের কার্য্য আপনি হইয়া যায়; বৈরাগ্য সাধনের স্বতন্ত্র প্রয়োজন হয় না।

৬২৯ একজন সস্ত্রীক বিরাগী হইয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে স্বামী এক স্থলে কয়েকটা হীরা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল এবং হীরা দেখিয়া তাহার মনে হইল এগুলিকে মাটি চাপা দিয়া রাখি নতুবা আমার স্ত্রী যদি দেখিতে পায়, তবে তাহার লোভ জন্মিতে পারে; সে তাই মনে করিয়া সে গুলার উপর মাটি চাপা দিতেছে, এমন সময় তাহার স্ত্রী তাহা দেখিতে পাইল এবং নিকটে আসিয়া বলিল, "হ্যাঁগা? তুমি কি কচ্ছিলে?" স্বামী থত-মত খাইল। স্ত্রী পা দিয়া ধূলাগুলি সরাইয়া হীরা

খণ্ড দেখিয়া বলিল, "এখনো হীরা মাটী তফাৎ বোধ র'য়েছে, তবে তুমি কেন বনে এসেছ?"

৬৩০ জপ তপ কর বটে কিন্তু বাসনা প্রবৃত্তি সব র'য়েছে সেই বাসনা-ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। ও দেশে মাঠে জল আনে, মাঠের চারিদিকে আল দেওয়া থাকে, পাছে জল বেরিয়ে যায় ব'লে। কাদার আল তার মাঝে মাঝে ঘোগ (গর্ত্ত) আছে, প্রাণপণে ত জল আনুছে কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

৬৩১ জল জমিলে যেমন বরফ হয়, সেইরূপ সাকার মূর্ত্তিতে সচ্চিদানন্দ ঘন বলিয়া জানিবে।

৬৩২ চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম।

৬৩৩ যার তৃষ্ণা পায়, সে কি গঙ্গার জল ঘোলা ব'লে, পুকুর কেটে জল পান ক'রতে যায়। যার তৃষ্ণা পায় নাই, সেই হিন্দুধর্ম্ম খারাপ ব'লে নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি ক'রে পালন ক'রতে যায়। তৃষ্ণা থাকিলে অত বিচার চলে না।

৬৩৪ যে সময় কলিকাতায় একদিকে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও অপরদিকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দু ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করেন, সেই সময়ে পরমহংসদেবের নিকট লোক গিয়া, কেহ এ পক্ষের কেহ ও পক্ষের প্রশংসা করিত। পরমহংসদেব সে কথা শুনে ব'ল্‌লেন, "আমি দেখ্‌ছি আমার মা উভয়ের দ্বারাই আপন কাজ সারিয়া লইতেছেন।"

৬৩৫ অসৎ লোককে খাওয়াইতে নাই। যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক ক'রেছে, এরা যেখানে ব'সে খায় সে জায়গার সাত হাত মাটী অপবিত্র হয়।

৬৩৬ **ব্যক্তি বিশেষে দান করিলে পুণ্য হয়, ব্যক্তি বিশেষে দান করিলে পাপ হয়।** এক কসাই একটী গরুকে হত্যা করিবার জন্য লইয়া যাইতেছিল, গরুটী তাহা জানিতে পারিয়া প্রাণপণে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কসাই তাহাকে লইয়া যাইতে ভারি কষ্ট পাইতেছিল, এমন সময় পথিমধ্যে একটী অতিথিশালা দেখিয়া গরুটীকে একটী গাছে বাঁধিয়া সেই অতিথিশালায় গিয়া খাইয়া আসিয়া তাহার গায়ে বেশ জোর হইল এবং তারপর সে গরুটাকে সবলে লইয়া গেল। পরে সেই গরু মারার পাপ চারি আনা আন্দাজ কসাইয়ের এবং বার আনা রকম যাহার অতিথিশালা তাহার হইল, কেননা তাহার অন্ন না পাইলে কসাই সে দিন গরুটাকে লইয়া যাইতে পারিত না।

৬৩৭ ধর্ম্মাধর্ম্ম কি জান? এখানে ধর্ম্ম মানে বৈধী ধর্ম্ম। যেমন দান কর্ত্তে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙ্গালী ভোজন এই সব।

৬৩৮ এই ধর্ম্মকেই বলে কর্ম্মকাণ্ড। এ পথ বড় কঠিন। নিষ্কাম কর্ম্ম করা বড় কঠিন। কর্ম্মকাণ্ডের চেয়ে ভক্তি পথই ভাল।

৬৩৯ **লীলা অবলম্বন করিয়া নিত্যবস্তু লাভ করিতে হয়।**

৬৪০ যদি বল কোন্ মূর্ত্তির চিন্তা ক'র্‌বো, যে মূর্ত্তি ভাল লাগে তার চিন্তা ক'র্‌বে। কারও উপর বিদ্বেষ ক'র্‌তে নাই; শিব, কালী, হরি সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ—সবই এক।

৬৪১ যিনিই নিরাকার তিনিই সাকার। বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দেরই কথা। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।

৬৪২ অনন্ত মত অনন্ত পথ, একটা জোর ক'রে ধ'র্‌তে হয়। ছাদে উঠ্‌তে গেলে পাকা সিঁড়ি দে উঠা যায়, এক-খানা মই দে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়ি দে উঠা যায়, একগাছা দড়ি দে উঠা যায়, আবার একগাছা বাঁশ দেও উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা ওতে খানিকটা পা দিলে উঠা যায় না। একটা দৃঢ় কোরে ধ'রতে হয়। ঈশ্বর লাভ ক'র্‌তে হ'লে একটা পথ জোব ক'রে ধ'রে যেতে হয়।

৬৪৩ তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম্ম ও নানা মত। যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব সে সেই ভাবটী নিয়ে থাকে। বারোয়ারীতে নানা মূর্ত্তি করে, আর নানা রকম লোকও যায়। হরপার্ব্বতী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি থাকে, আর প্রত্যেক মূর্ত্তির কাছে ভিড়ও হয়। যারা বৈষ্ণব তারা বেশীক্ষণ রাধাকৃষ্ণের কাছে, যারা শাক্ত তারা হরপার্ব্বতীর কাছে, যারা রামভক্ত তারা সীতারামের মূর্ত্তির কাছে দাঁড়িয়ে

থাকে। আবার বারোয়ারীতে বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে এমন মূর্ত্তিও থাকে। যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নেই সেই সব লোক হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে সেই সব ছাখে আর বন্ধুবান্ধবদের চীৎকার ক'রে বলে 'আরে ওসব কি দেখ্‌ছিস্ এদিকে আয়'।

৬৪৪ **যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ করিতে চায় না, তাহার হবিষ্যান্ন গোমাংস তুল্য হয়; আর যে গোমাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু ভগবানকে লাভ ক'র্‌তে চেষ্টা করে, তাহার পক্ষে গোমাংস হবিষ্যান্নের তুল্য হয়।**

৬৪৫ ঈশ্বরে ভক্তিলাভ কর্‌বার জন্যই তীর্থযাত্রা। তীর্থে গিয়ে যদি ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না হ'লো তবে তীর্থে যাওয়ার কোন ফলই হ'লো না। আবার যদি ঘরে ব'সে ভক্তিলাভ ক'র্‌তে পার, তবে তীর্থে যাবার কোন আবশ্যক নেই।

৬৪৬ একজন তামাক-খোর টীকে ধরাবে ব'লে রাত দুপুরে এক লণ্ঠন হাতে নিয়ে আর একজনের বাড়ী গিয়ে আগুনের জন্য দোর ঠেলাঠেলি ক'রে চেঁচাতে লাগ্‌ল। বাড়ীর কর্ত্তা উঠে এসে দোর খুলে ছাখে যে তার হাতে দিব্য আগুন র'য়েছে। তখন সে বল্লে যে, তোমার হাতে আগুন র'য়েছে, আর তুমি কিনা পাড়ায় আগুন চাইতে

বেরিয়েছ ! তীর্থ ভ্রমণও এইরূপ। যে জ্ঞান লাভ কর্‌বার জন্য তীর্থে যাওয়া—তা তোমার ভিতরই র'য়েছে—দেখ্‌লেই হ'লো।

৬৪৭ প্রশ্ন—সংসারে থেকে কি ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্ভব ?

উত্তর—সংসারে আছ, থাক্‌লেই বা ; কিন্তু কর্ম্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ কর। নিজে কোন ফলের কামনা ক'রো না। নির্লিপ্তভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

৬৪৮ অনাসক্ত হ'য়ে, সংসারে থেকে কর্ম্ম ক'র্‌লে, আর তাহা মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাক্‌লে ঠিক্ ঠিক্ ঈশ্বর লাভ হয়।

৬৪৯ হে ঈশ্বর তুমিই সব ক'র্‌ছ, আর তুমিই আমার একমাত্র। এ সব ঘর, বাড়ী, পুত্র, পরিবার, বন্ধু যা কিছু সবই তোমার,—এই জ্ঞান অন্তরে রেখে সংসার কর তাঁকে লাভ ক'র্‌বেই ক'র্‌বে।

৬৫০ যে ধূলোপড়া জানে, সে সাতটা সাপ গলায় জড়িয়ে রাখ্‌তে পারে ; ঈশ্বর-ভক্তিরূপ ধূলোপড়া শিখে সংসার কর, সংসারে নিরাপদে থাক্‌বে।

৬৫১ যদি সাপে কামড়ায়, আর যদি মনের সঙ্গে জোর ক'রে 'বিষ নাই' একথা ব'ল্‌তে পার, তবে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত' এইটী রোক্ ক'রে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ক্রমে জীব মুক্ত হ'য়ে যায়।

৬৫২ সংসারে থেকে সাধনা করাকে পরমহংসদেব

কেল্লার ভিতর থেকে লড়াই করার সঙ্গে তুলনা করিতেন। কেল্লার ভিতর থেকে লড়াই ক'রলে যেমন রসদ পাওয়া যায় ও শীঘ্র বলক্ষয় হয় না; সংসারে থেকে সাধনা ক'রলে সেইরূপ অনেক সুবিধা হয়।

৬৫৩ জুতা পায়ে থাক্‌লে কাঁটার উপর দিয়ে অনায়াসে চ'লে যাওয়া যায়। ঈশ্বরে জ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে থাক্‌লে কোন ক্ষতি হয় না।

৬৫৪ সংসারী লোকেরা সব ছেড়ে ছুড়ে ভগবানের কাছে যায় না কেন?

সং সেজে আসরে নেবেই কি সাজ ত্যাগ করিতে পারে? খানিকক্ষণ খেলা করুক, তারপর আপনি সাজ ছেড়ে ফেল্‌বে এখন।

৬৫৫ জীব যখন বলে 'হে ঈশ্বর আমি কর্ত্তা নই—তুমিই কর্ত্তা, আমি যন্ত্র—তুমি যন্ত্রী, তখনই জীবের সংসার যন্ত্রণা শেষ হয়, জীবের মুক্তি হয়। তখন এই কর্ম্মক্ষেত্রে আর আস্‌তে হয় না।

৬৫৬ যাহারা গঙ্গার ধারে বাস করে, তাহারা বড় পুণ্যবান।

৬৫৭ গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রতে পার্‌লে আর বেশী খাট্‌তে হয় না। যার বিশ্বাস নাই, তার ঘুরে মরাই সার।

৬৫৮ যিনি **মনের অজ্ঞান অন্ধকার দূর ক'রে জ্ঞান চক্ষু খুলে দেন**—তিনিই গুরু।

৬৫৯ গুরুতে ঈশ্বর-জ্ঞান থাক্‌লে সহজে ইষ্ট-দর্শন হয়। সাধকের ইষ্ট-দর্শন হবার আগে প্রথমে গুরু দর্শন হয়। শিষ্য তখন কাতর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, প্রভু আমার ধ্যেয় বস্তু কই? গুরু তখন বলেন 'ঐ—ঐ'। শিষ্য তখন ইষ্টমূর্ত্তি দেখিতে পায় এবং গুরু ক্রমশঃ ইষ্টরূপে মিলিয়ে যান। শিষ্য তখন গুরু ও ইষ্টে একাকার দেখে পরমানন্দ লাভ করে।

৬৬০ প্রত্যেক ব্যক্তির গুরুকরণ হওয়া উচিত। গুরুকরণ না হ'লে দেহ মন শুদ্ধ হয় না, কাজেই ঈশ্বর লাভ করারও সম্ভাবনা থাকে না।

৬৬১ কুস্থানে যদি রত্ন প'ড়ে থাকে যত্ন ক'রে সে রত্ন তুলে নেবে। গুরু কি করেন, শিষ্যের তা দেখ্‌বার দরকার নাই; তিনি যা ব'লে দেন, তাই প্রাণপণ যত্নে পালন ক'রতে হয়।

৬৬২ ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁটিয়ে জায়গা সাফ্ করে নাও, তারপর ঝাঁটা না হয় তফাতে রাখ। ঝিনুক থেকে মুক্ত বার ক'রে নিয়ে ঝিনুক না হয় ফেলে দাও। গুরু উপদেশ নিয়ে তাইতে ডুবে যাও।

৬৬৩ গুরু যা ব'লে দেবেন, বিনা যুক্তি তর্কে তা ধ্রুব সত্য ব'লে ধারণা ক'রবে।

৬৬৪ 'গুরু' কে এ বিষয়টী শিষ্যের সর্ব্বাগ্রে জানা উচিত।

গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করা, তাঁর বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করা এবং তাঁর দর্শনেই শান্তিলাভ করা শিষ্যের কর্ত্তব্য।

৬৬৫ কাহাকেও গুরু কর্‌বার পূর্ব্বে শিষ্যের যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে তা ভঞ্জন ক'রে নিয়ে তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে গুরুতে অবিশ্বাস ক'র্‌লে কিম্বা গুরু ত্যাগ করে অন্য গুরু গ্রহণ ক'রলে মহা পাপ হয়।

৬৬৬ সংসার ত্যাগ না ক'রলে আচার্য্য হওয়া যায় না, লোকেও মানে না। লোকে বলে 'ও সংসারী লোক নিজে কামিনী কাঞ্চন ভোগ করে আমাদের শেখায় যে, 'সংসার অনিত্য—স্বপ্নবৎ'; সর্ব্বত্যাগী না হ'লে তার কথা সকলে লয় না।

৬৬৭ মানুষ গুরু হ'তে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হ'চ্ছে। মহাপাতক, অনেক দিনের পাতক, অনেক দিনের অজ্ঞান তাঁর কৃপা হ'লে এক মূহূর্ত্তেই চলে যায়।

৬৬৮ মানুষ কি ক'রবে। মানুষ অনেক কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু শেষে সব ঈশ্বরের হাত। উকিল বলে আমি যা বল্‌বার ব'লেছি এখন হাকিমের হাত।

৬৬৯ গুরুগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য্য হওয়া যায় না। যে নিজে বলে 'আমি' গুরু তার মত হীনবুদ্ধি লোক আর নাই; যেমন দাঁড়ী পাল্লার

হাল্‌কা দিক্‌টা উঁচু হয়, তেমনি যে ব্যক্তি উঁচু হয়—সে হাল্‌কা।

৬৭০ আদেশ না হ'লে আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি—এরূপ অহঙ্কার হয়। অজ্ঞান থেকেই অহঙ্কারের উৎপত্তি। আমি কর্ত্তা এই বোধেই যত দুঃখ আর যত অশান্তি।

৬৭১ **জগৎগুরুই গুরু** এই জ্ঞান **প্রত্যেক গুরুর** অন্তরে সর্ব্বদা থাকা উচিত।

৬৭২ যেমন চাঁদা মামা—সকলকার মামা, সেইরূপ **এক ভগবানই—সকলকার গুরু।**

৬৭৩ একদিন গোপালের কোন সংবাদ না পাইয়া যশোদা প্রেমময়ী রাধার কাছে গিয়া ব'ললেন, "মাগো! তুমি আমার গোপালের কোন খবর জান?" রাধা তখন নিজ ভাবে মগ্না ছিলেন, যশোদার কথা শুন্‌তে পেলেন না। তারপর তাঁর যোগ ভঙ্গ হ'লে সম্মুখে নন্দরাণীকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আপনি কেন এসেছেন?" যশোদা নিজ কথা বলিলে পর, শ্রীমতী ব'ললেন, "মা! তুমি নয়ন মুদিত ক'রে গোপালের রূপ চিন্তা কর, তা হ'লেই তাঁকে দেখ্‌তে পাবে।" যশোদা নয়ন মুদিত করিবামাত্র মহাভাবময়ী রাধা তাঁহাকে ভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি ভাবাবেশে গোপালকে দেখিতে পাইলেন। তার পর তিনি শ্রীমতীর কাছে এই বর চাহিলেন যে, "মা! আমি যেন নয়ন মুদিত করিলেই গোপালকে দেখিতে পাই।"

৬৭৪ **ভাব ও ভেককে মান্য করিবে।**

৬৭৫ যে যাকে চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়। এক জন রামের ভক্ত রাত দিন হনুমানের চিন্তা ক'রত, 'আমি হনুমান হ'য়েছি,।' শেষে তার ধ্রুব বিশ্বাস হ'লো যে তার একটু ল্যাজও হ'য়েছে।

৬৭৬ **যেমন ভাব তেমন লাভ মুল সে প্রত্যয়।**

৬৭৭ **শক্তিরূপিনী মহামায়ার দয়া না হ'লে কিছুই হবে না।**

৬৭৮ কোন সময়ে কেশব বাবু পরমহংসদেবকে বলেন যে, "বিরাটরূপী ভগবানের চৌদ্দ পোয়া মূর্ত্তি করা হয় কেন?" পরমহংসদেব বলিলেন, "সূর্য্য পৃথিবী হ'তে অনেক দূরে বলিয়া আমাদের নিকট একখানি ক্ষুদ্র থালার মত দেখায়, **ভগবানও সেইরূপ চৌদ্দ পোয়া নন, তবে দূরত্বের জন্য ঐরূপ দেখায়।"**

৬৭৯ **নির্গুণ ব্রহ্মের ও রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির রূপ কেমন? যেমন সমুদ্র ও তার তরঙ্গ।**

৬৮০ যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে শুধু 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম' ব'ল্লে কি হবে? ও ত ফাঁকা শঙ্খধ্বনি; এই বলিয়া ঠাকুর একটী গল্প বলিতেন। একটী গ্রামে পদ্মলোচন ব'লে একটী ছোকরা ছিল, লোকে তাকে 'পোদো পোদো' ব'লে ডাকতো। গ্রামের ভিতর একটা পোড়ো মন্দির, ভিতরে ঠাকুর বিগ্রহ নাই।

মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থ গাছ, বট গাছ; মন্দিরের ভিতরে চামচিকের বাসা; মেঝেতে ধূলা, আবর্জ্জনা, চামচিকের বিষ্ঠা! মন্দিরে লোকজনের যাতায়াত নাই। একদিন সন্ধ্যার পর গ্রামের লোকেরা মন্দিরের দিক থেকে ভোঁ ভোঁ ক'রে শাঁক বাজ্‌ছে শুন্‌তে পেলে। গ্রামের লোকেরা মনে ক'রলে হয় তো কেউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ক'রেছে, তাই সন্ধ্যার পর আরতি হ'চ্ছে। ঠাকুর দর্শন ও আরতি দেখ্‌বে ব'লে, ছেলে, বুড়ো মেয়ে, পুরুষ সকলে দৌড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে হাজির। মন্দির ভেজানো; তাদের মধ্যে একজন আস্তে আস্তে মন্দিরের দ্বার খুলে ছ্যাখে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই, মন্দিরও মার্জ্জনা হয় নাই, চামচিকার বিষ্ঠা যেখানে ছিল সেখানেই র'য়েছে কিন্তু পদ্মলোচন এক পাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ ভোঁ ক'রে শাঁক বাজাচ্ছে।

৬৮১ ঋষিরা রামকে ব'লেছিলেন যে রাম, ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার ব'লতে পারেন কিন্তু আমরা তা পারি না; আমরা শব্দ ব্রহ্মের উপাসনা করি, মানুষ রূপ চাই না। রাম একটু হেঁসে প্রসন্ন হ'য়ে তাঁদের পূজা গ্রহণ ক'রে চ'লে গেলেন।

৬৮২ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অচল, অটল, সুমেরুবৎ। তাঁর শক্তিতে জগতের সমস্ত কাজ হচ্ছে; কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত।

৬৮৩ সমাধিস্থ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্ম

দর্শনও হয়। তখন বিচার একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়। ব্রহ্ম যে কি বস্তু তা বল্‌বার শক্তি থাকে না।

৬৮৪ বাপের দুই ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শেখবার জন্য ছেলে দুটীকে এক আচার্য্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসে বাপ্‌কে প্রণাম ক'র্‌লে। বাপের ইচ্ছা এদের কিরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে দ্যাখেন। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "বাপু, তুমি ত সব প'ড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি?" বড় ছেলেটী বেদ থেকে নানা শ্লোক আউড়ে ব্রহ্মের স্বরূপ ব'লতে লাগল। . বাপ তা শুনে চুপ্‌ ক'রে রইলেন। ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করায় সে হেঁট মুখে চুপ ক'রে রইল। মুখে কোন কথা সরে না। বাপ তখন ছোট ছেলেকে প্রসন্ন হ'য় ব'ললেন, "বাপু, তুমি একটু বুঝেছ, ব্রহ্ম যে কি বস্তু তা মুখে বলা যায় না।"

৬৮৫ কোন ভক্ত পরমহংসদেবের নিকট একদিন যাইলে তিনি বলিলেন, "দেখ! কাল তোমাদের কেশব এসেছিল, সঙ্গে অনেক লোক ছিল, ঐ বটতলায় ব'সে অনেক কথাবার্ত্তা হয়; কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে কিছু হবে না, এই কথা শুনে একজন ব'ললেন, "কেন মশায়! জনক রাজা ত ত্যাগ করেন নি?" তা দেখ! যুগযুগান্তর ধ'রে জনক রাজার নাম র'য়েছে যে, তিনি নির্লিপ্তভাবে সংসার ক'রেছিলেন, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তোমাদের ঘরে ঘরে জনক রাজা হ'য়েছে।"

৬৮৬ তোমাদের নির্লিপ্ত সংসারী কেমন জান? বাটীতে একটী গরিব ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে গেছে, তা বাটীর কর্ত্তাটী নির্লিপ্ত সংসারী অর্থাৎ নিজ হাতে একটী পয়সা রাখেন না—সব স্ত্রীর হাতে দেন। বাবু ব'ললেন, "তা ঠাকুর আমি ত পয়সা কড়ি ছুঁই না আমায় মিছে বলা।" ব্রাহ্মণ নাছোড় বান্দা, অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে ধ'রলেন। বাবুজী মনে মনে ভাবলেন একটা টাকা না নিয়ে ছাড়বে না এবং প্রকাশ্যে ব'ললেন, "আচ্ছা আপনি কাল আসবেন যা হয় হবে।" পরে বাটীর মধ্যে গিয়ে ব'ললেন, "দেখ একটী গরিব ব্রাহ্মণ ভারি বিপদে প'ড়েছে তাকে একটা টাকা দিতে হবে।" স্ত্রী টাকার কথা শুনে জ্বলে গিয়ে ব'ললে, "ওঃ কি দাতাই হ'য়েছেন? টাকা ওমনি শাক পাতা কি না দিলেই হ'ল?" বাবুজী আমৃতা আমৃতা ক'রে ব'ললেন, "গরিব মানুষ অনেক ক'রে ধ'রেছে, একটা টাকা না দিলে চলে না।" স্ত্রী ব'ললে "তা হবে না, টাকা আমি দিতে পারবো না।" বাবুজী শেষ অনেক জেদ করাতে স্ত্রী ব'ললে, "তবে এই একটা দুয়ানি আছে নে যাও।" বাবুজী নির্লিপ্ত সংসারী অগত্যা স্ত্রী যাহা হাত তুলে দিলেন ব্রাহ্মণকে তাহাই আনিয়া দিলেন।

৬৮৭ কেশব সেন ব'ল্লে, ঈশ্বর দর্শন হয় না কেন? তা বল্লুম যে, লোকমান্য, বিদ্যা, এ সব নিয়ে তুমি আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুষিটী নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ

মা আসে না। খানিকক্ষণ পরে লাল চুষিটী ফেলে যখন চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ী নামিয়ে আসে।

৬৮৮ সখি যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।

৬৮৯ কোন সময় এক যুবক তাঁকে উপদেশের ভাবে কিছু বলিতেছিল, তাই শুনে তিনি ব'লেছিলেন, "তাই তো রে! তুই আবার কি ব'ল্‌তেছিস? তা বেশ বেশ, তোর ঠেঁয়েও কিছু শিখি।"

৬৯০ এক সময়ে তিনি একজন হিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় কথা বলিতেছিলেন, সে সময় সেখানে ব্রাহ্ম-সমাজের সুপরিচিত মহলানবিস্ মহাশয় বসিয়াছিলেন, পরমহংসদেব হিন্দুকে হিন্দুর মত উপদেশ দিয়া শেষ মহলানবিস্ মহাশয়কে ব'ল্‌লেন "তোমরা ওরি লেজা মুড়ো বাদ দিয়ে নিও।"

৬৯১ আর এক সময় তিনি একটী হিন্দুকে গভীর ভাবে হিন্দু ধর্ম্মের অনেক কথা বলিলেন, সে সময় সে স্থলে একটী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম বন্ধুটী হিন্দুধর্ম্মের প্রশংসা শুনে কেঁদে ফেলে ব'ললেন, "মহাশয়! তবে কি আমাদের কোন উপায় হবে না?" পরমহংসদেব তাঁর কান্না দেখে কাতর হ'য়ে ব'ল্‌লেন, "না না তোমাদেরও উপায় হবে, তোমরা যাঁর উপাসনা কর, তিনিই তোমাদের পথ ক'রে দিবেন। তোমরা যদি এদিক ওদিক গিয়ে পড় তো তিনিই তোমাদের ফিরাইয়া আনিবেন, এ জগতে কেহই উপুসি থাক্‌বে না, তবে আগু আর পিছু।"

৬৯২ কোন ব্যক্তি একদিন তাঁকে ব'লেছিলেন, "মহাশয়? আমায় কিছু ক'রে দিন না?" তাতে তিনি ব'ল্‌লেন, "না বাপু! তোমাদের আমি কিছু ক'রে দিতে পারি না, তোমাদের হাড়ে হাড়ে কাম-কাঞ্চন ঢুকেছে, সহজে কিছু ক'র্‌তে পারবো না।" তারপর বিশেষ ক'রে বলায় তিনি ব'ল্‌লেন, "তা এখানে এসো যেও তাহা হইলেই হবে, আর কিছু ক'র্‌তে হবে না।"

৬৯৩ শিষ্য "গুরু গুরু" ব'লে নদী পার হ'য়ে গেল। গুরু দেখ্‌লেন "তাও তো বটে, আমার নামের এত জোর তাতো আমি আগে জানিনি।" পরদিন গুরু "আমি আমি" বলিতে বলিতে নদী পার হ'তে গেলেন, কিন্তু দু'চার বার বলিতে না বলিতে অগাধ জলে গিয়ে পড়িলেন এবং তখন আপনাকে সামলাতে না পারিয়া একেবারে প্রাণে মারা গেলেন।

৬৯৪ শঙ্করাচার্য্যের এক ষণ্ডামার্ক শিষ্য ছিল. শঙ্কর বলেন, "শিবোহং" সেও বলে "শিবোহং"। শঙ্কর যা করিতে যান, সেও তাই করিতে যায়। গুণের মধ্যে প্রভুভক্তি তার খুব ছিল এবং খুব যত্ন ক'রে গুরুর সেবা করিত ও গুরুর আহারান্তে তাঁর পাতে প্রসাদ পাইত। দোষের মধ্যে সে আপনাকে শঙ্করের ন্যায় মুক্ত পুরুষ মনে করিত। শঙ্কর তাহাকে জ্ঞান দিবার জন্য একদিন তাহাকে সঙ্গে করিয়া একটা কামারশালায় গেলেন এবং নিজে একটী উত্তপ্ত লৌহ

শলাকা ভক্ষণ করিয়া শিষ্যকে প্রসাদ পাইতে বলিলেন। শিষ্য তখন অবাক্, উত্তপ্ত লৌহ শলাকা সে কেমন করিয়া খাইবে? সে তাহা পারিল না এবং সেদিন হইতে তাহার আক্কেল হইল যে "শিবোহং" বলা মুখের কথা নয়।

৬৯৫ সমুদ্রের জল পান করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার মধ্যে যেমন লবণের অস্তিত্ব বুঝ্‌তে পারেন, এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির অস্তিত্ব সেইরূপ নিশ্চয় রূপে বোঝা যাইতে পারে।

৬৯৬ বেদান্তমতে নিদ্রিত অবস্থাও যা জাগ্রত অবস্থাও তা। এক কাঠুরে ঘুমিয়ে স্বপন দেখেছিল যে সে রাজা হ'য়েছে, সাত ছেলের বাপ হ'য়েছে। ছেলেরা সব লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা শিখ্‌ছে, আর সে সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব ক'রছে। এমন সময় একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল, "তুই কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালি, আমি রাজা হ'য়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হ'য়েছিলাম, তুই কেন আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি?" সে ব্যক্তি বল্লে "ও ত স্বপন, ওতে আর কি হ'য়েছে।" কাঠুরে ব'ল্লে "দূর! তুই বুঝিস্ না, আমার কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয় তা হ'লে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য।"

✓ ৬৯৭ স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রত অবস্থার কথা বলিতে বলিতে পরমহংসদেব একটী গল্প বলিতেন। গল্পটী এই—কোন ব্যক্তির চাকরি ছিল না, তার স্ত্রী তাকে সে জন্য তিরস্কার

করিত। একদিন তার একটী ছেলে পীড়া হইয়া মারা যায়। বাড়ীর সকলেই হা হতোস্মি করিতেছে, এমন সময় সে কাপড় চোপড় পরিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। বাটীর সকলেই ছেলের শোকে কাতর, এ জন্য সে সময় কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করিল না। তারপর সকলকার শোক একটু অবসান হইলে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। তারপর অনেকক্ষণ বাদে সকলে দেখিল যে, সে চাপকান পরিয়া অফিস হইতে আসিতেছে। তার স্ত্রী তাই দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি কোথা গিয়াছিলে?" সে বলিল, "কেন চাকরির চেষ্টায় গিয়েছিলাম।" তার স্ত্রী তাহা শুনে ব'ল্লে, "হ্যাগা! তুমি কেমনতারা লোক গা, তোমার শরীরে কি একটুও দয়া মায়া নেই, এত দিন তত দিন নয়, আজ অমন সোণার চাঁদ ছেলেটী মারা গেল, তোমার কি একটুও প্রাণে দুঃখ হইল না? তুমি কি না আজ চাকরির চেষ্টায় গেলে?" সে হাস্য করিয়া বলিল, "দেখ! একদিন আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যে আমার সাত পুত্র হ'য়েছে, আমি তাদের নিয়ে কত আমোদ আহ্লাদ করিতেছি, এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমি আর তাদের দেখ্‌তে পেলাম না, কিন্তু কৈ তাদের জন্য তো আমার একটুও দুঃখ হয় নি।"

৬৯৮ পরমহংসদেবের পীড়ার সময় কোন লোক তাঁহাকে

ব'লেছিলেন, "আপনি যখন সমাধিস্থ হন তখন কেন মাকে ব'লে রোগটা আরোগ্য ক'রে নেন না?" তিনি সেই কথা শুনে ব'লেছিলেন, "ছি! ছি! এই পুঁজ রক্তের শরীরের জন্য মার কাছে ব'ল্‌তে হবে? ছি! ছি!"

৬৯৯ রোগ শোক সম্বন্ধে তিনি ব'ল্‌তেন, "যেমন কোন বাটীতে বাস ক'র্‌লে তার টেক্স দিতে হয়, সেইরূপ এটার (দেহটার) ভিতর বাস ক'র্‌তে হ'লে এরও টেক্স দিতে হয়। রোগ শোক সেই টেক্স আদায় করা জানিবে।"

৭০০ কোন ব্যক্তিকে তিনি ব'লেছিলেন, "আগে সংসার ক'রে তারপর ভগবানকে লইতে আসিয়াছ, তা না ক'রে আগু ঈশ্বরকে লাভ ক'রে তারপর যদি সংসার ক'র্‌তে পারিতে তবে খুব সুখ পেতে।"

৭০১ পরমহংসদেব বলিতেন, সমস্ত দিন আমার নিকট শত শত সংসারী লোক আসে কিন্তু তাতে আমার তত সুখ হয় না, একজন ত্যাগী পুরুষ এলে আমার যত আনন্দ হয়।

৭০২ সাধক ব্যক্তি ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি কি ভাব ধারণ করিবেন?

পরমহংসদেব বলিলেন, "প্রকৃত সাধক ব্যক্তি ভাবিবেন অপরের যে ধর্ম্ম, বুঝি তাও বটে, বুঝি তাও বটে।"

৭০৩ প্রশ্ন—একমন কিসে হয়?

উত্তর—"৪০ সেরে এক মণ।" (অর্থাৎ ৪০ দিকে বিক্ষিপ্ত চিন্তারাশিকে একত্রিত করিতে পারিলেই একমন হয়।)

৭০৪ পূর্ব্ব জন্মে যে রাজা ছিল, যার সকল ভোগের অবসান হ'য়েছে, এজন্মে সেই মুক্ত পুরুষ হ'তে পারে।

৭০৫ কোটী পরশমণি থাকয়ে সম্মুখে।
চিতাভস্ম বলি গণনা করি তাকে॥
তিলোত্তমা রমারম্ভা যদি মন ছলে।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মম মন নাহি টলে॥

৭০৬ গৃহস্থের অভিমান কুঁচ গাছের শিকড়, সহজে উৎপাটিত হয়। কিন্তু সন্ন্যাসীর অভিমান অশ্বত্থের মূল, কোন মতে উৎপাটিত হয় না।

৭০৭ প্রশ্ন—সত্ত্বগুণীর ধ্যান কিরূপ?

উত্তর—"যাহারা রাত্রে মশারি খাটিয়ে তাহার ভেতর ব'সে ধ্যান করে, লোকে মনে করে সে ঘুমুচ্চে। তাহাদের বাহ্যিক লোক দেখান ভাব একেবারেই নেই।"

৭০৮ লক্ষ্মণ রামকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন রাম! তুমি কত ভাবে কত রূপে থাক কিরূপে তোমায় চিনতে পারবো? রাম ব'ল্লেন ভাই। একটা কথা জেনে রাখ, যেখানে উর্জ্জিতা ভক্তি, সেইখানে নিশ্চয়ই আমি আছি। উর্জ্জিতা ভক্তিতে

হাঁসে কাঁদে নাচে গায়। যদি কাহারও এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয়ই জেনো—ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বর্ত্তমান। চৈতন্যদেবের এরূপ হ'য়েছিল।

৭০৯ "১২০০ শত ন্যাড়া, ১৩০০ নেড়ী তার সাক্ষী উদম্ সাড়ী।" কথিত আছে, নিত্যানন্দ গোস্বামীর পুত্র বীরভদ্রের ১৩০০ শত ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তাহারা যখন সিদ্ধ হইয়া গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে ইহারা সিদ্ধ হইল, এক্ষণে ইহারা যাহাকে যাহা বলিবে, তাহাই হইবে। যে দিক দিয়া যাইবে সেই দিকেই ভয়, কেননা লোকে অজ্ঞান বশতঃ যদি ইহাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করে, তাহা হইলেই তাহাদের অনিষ্ট হইবে। বীরভদ্র এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা গঙ্গায় গিয়া ধ্যান আহ্নিক সারিয়া আইস।" প্রবাদ এইরূপ যে নেড়াদের এমনি তেজ ছিল, যে ধ্যান করিতে করিতেই তাঁহাদের সমাধি হইত। জোয়ার তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাঁহারা কিছুই জানিতে পারিলেন না। পুনরায় ভাঁটা পড়িল, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের ধ্যান ভাঙ্গিল না। ধ্যান করিতে করিতে ১০০ শত ন্যাড়া বুঝিতে পারিল বীরভদ্রের অভিপ্রায় কি। গুরুর কথা লঙ্ঘন করা বিধেয় নয় ভাবিয়া তাঁহারা আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না। অবশিষ্ট ১২০০ ধ্যানান্তে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বীরভদ্র ১৩০০ নেড়ী যোগাড় করিয়া রাখিয়া-

ছিলেন। ন্যাড়ারা উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বলিলেন, "এই ১৩০০ নেড়ী তোমাদের সেবা করিবে তোমরা ইহাদের বিবাহ কর।" তাঁহারা বলিলেন, "যে আজ্ঞে, কিন্তু আমাদের মধ্যে ১০০ শত জন কোথায় চলিয়া গিয়াছে।" ঐ বার শত বিবাহ করিল কিন্তু তারপর আর তাঁহাদের সে তেজ রহিল না।

৭১০ **যে মুড় বাসনা থাকিতে গৈরিক বসন পরিধান করে, তাহার ইহকাল ও পরকাল দুইই যায়।**

৭১১ **ভেকের আদর ক'র্‌তে হয়।** ভেক দেখ্‌লে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হ'য়েছিলেন।

৭১২ সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখে অন্য লোকে ত্যাগ ক'র্‌তে শিখ্‌বে। **সাধু সন্ন্যাসীরাই জগৎ গুরু।**

৭১৩ যেমন ঘরের ভিতর একটু আলো ছাদের ফাঁক দিয়ে আস্‌ছে, যে ভিতরে আছে তার আলোর জ্ঞান সেইটুকু। যার ঘরে অনেক ছ্যাঁদা সে অধিক আলো দেখ্‌তে পায়, আবার দরজা ও জানালা খুলিলে আরও আলো হয়। কিন্তু যে মাঠে আছে, তার কাছে আলোয় আলো। **ভগবান সেইরূপ লোকের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। যে যতটুকু সেই বিরাট পুরুষের নিকটে যায়, সে ততই তাঁহার নূতন নূতন ভাব সকল দেখিতে পাইয়া**

ক্রমে পূর্ণজ্ঞানে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

৭১৪ ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব ক'রেছিলেন, আর ব'লেছিলেন, "হে রাম তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! তুমি আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছ; বস্তুতঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রয় ক'রেছ ব'লে তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে। ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের পরম ভক্ত; তাঁদের ভক্তি—পাকা ভক্তি।

৭১৫ ধর্ম্মাচরণ কেহ জোর করিয়া করিতে পারে না। ধর্ম্মপিপাসা উপস্থিত হইলেই জীব আপনা হইতে ব্যাকুল হইয়া ধর্ম্মান্বেষণ করে ও তদাচরণে প্রবৃত্ত হয়। 'ধর্ম্ম সাধন কর্ত্তব্য' একথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় না।

৭১৬ ধ্যান করিতে করিতে কুকুর, বিড়াল, বানর, বেশ্যা, লোটো, জুয়াচোর, রাক্ষস, পিশাচ ও দানবের মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলে ব'ল্‌তেন, "ভয় করিও না, ধ্যানে বিরত হইও না, বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতেছ মনে কর। কিন্তু মন মধ্যে যদি কোন বাসনা উপস্থিত হয়, জানিবে তোমার ধ্যানে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। তখন ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কাতরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবে 'ভগবান আমার এ বাসনা পূর্ণ করিও না'।"

৭১৭ শত বৎসরের অন্ধকারপূর্ণ ঘরে যেমন এক প্রদীপে

আলোয় আলোকিত করে, ঈশ্বরের কৃপায় সেইরূপ আমাদের জীবনের সমুদয় পাপ এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যায়। যাহার হৃদয়ে বিষয়-বাসনা প্রভুত্ব করিতেছে, যাহার আমড়ার অম্বল খাইবার (কাম-কাঞ্চনের) এখনও সাধ রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি জীবনের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করিয়া নিশ্চিত হৃদয়ে প্রতিদিন উপাসনা করে। কিন্তু প্রকৃত মুমুক্ষু ব্যক্তি বলেন, "ঈশ্বরের কৃপায় আমি এই মুহূর্ত্তে পবিত্র হইব।"

৭১৮ অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারেই হউক একবার পড়িতে পারিলেই অমর হওয়া যায়। কেহ যদি স্তব-স্তুতি ক'রে পড়ে—সেও অমর হয়; আর যদি কাহাকেও জোর ক'রে বা কোন প্রকারে ফেলে দেওয়া যায়—সেও অমর হয়। তেমনি ভগবানের নাম যে কোন প্রকারে হউক করিলেই তাহার ফল হইবেই হইবে।

৭১৯ তরঙ্গপূর্ণ ময়লা জল মধ্যে চন্দ্রবিম্ব যেমন খণ্ড খণ্ড দেখায়; মায়াপূর্ণ সংসারী মানবের অন্তরে সেইরূপ ঈশ্বরের আংশিক আভা মাত্র দেখা যায়।

৭২০ যত মত—তত পথ। আপনার মতে নিষ্ঠা রাখিও, কিন্তু অপরের মতের দ্বেষ বা নিন্দা করিও না।

৭২১ যখন অল্প বৃষ্টি হয়, তখন জামর জল টুপ্ টুপ্ করিয়া পুকুরে পড়ে; কিন্তু অধিক বৃষ্টি হইলে আর সে শব্দ থাকে না, তখন পুকুর ডোবা একাকার হ'য়ে যায়। অল্প বিদ্যা বুদ্ধি বা **ধর্ম্মলাভ ক'র্‌লে মানুষ বাহ্যাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু গভীরতা জন্মিলে আর সেরূপ করিতে পারে না।**

৭২২ আগে সাদাসিদে জ্বর হ'ত, সামান্য পাঁচন ইত্যাদিতে আরোগ্য হ'ত, এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, ঔষধ তেমনি ডিঃ গুপ্ত। আগে লোক যোগযাগ তপস্যাদি করিত। **এখন কলির জীব অন্নগত প্রাণ, দুর্ব্বল মন, এখন একমাত্র হরিনামই সাধন। এক মনে ক'র্‌তে পার্‌লেই সংসার ব্যাধি নাশ হবে।**

৭২৩ ময়লা আয়নাতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ, ময়লা ও অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা দেখিতে পায় না, কিন্তু বিশুদ্ধাত্মা দেখিতে পান। অতএব **বিশুদ্ধ হইবার চেষ্টা কর।**

৭২৪ যেমন বাতাসে জল নাড়্‌লে ঠিক্ প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনি মন স্থির না হ'লে ভগবানের প্রকাশ হয় না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়, এজন্য যোগীরা আগে কুম্ভক দ্বারা মন স্থির ক'রে ভগবানের ধ্যান ধারণা করেন।

৭২৫ কি অবস্থায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

মনটা প'ড়েছে ছড়িয়ে ; কতক গেছে ঢাকা—কতক গেছে দিল্লী—কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়িয়ে এক জায়গায় আনবে তবে ত হবে। সব মন কুড়িয়ে না আনলে কি হবে? ভাগবতে আছে শুকদেবের কথা। শুকদেব পথে যাচ্ছে, যেন সঙ্গীন চড়ান! কোন দিকে দৃষ্টি নাই, এক লক্ষ্য ; কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি।

৭২৬ চাতক চায় কেবল ফটিক জল। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত ; গঙ্গা যমুনা সাত সমুদ্র জলে পূর্ণ, সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে না, উঁচু হ'য়ে আকাশের জলের পানে চেয়ে আছে।

৭২৭ মনই সব জানবে। জ্ঞানই বল, আর অজ্ঞানই বল—সবই মনের অবস্থা। মানুষ মনেই বদ্ধ—মনেই মুক্ত ; মনেই সাধু—মনেতেই অসাধু এবং মনেই পাপী—মনেই পুণ্যবান। সংসারী জীব মনেতে সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ মনন ক'রতে পারলে তাদের আর অন্য কোন সাধনের দরকার হয় না।

৭২৮ তাঁকে কি দর্শন করা যায়?

তিনি বিষয় বুদ্ধির অগোচর। **কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশ থাকলে** তাঁকে পাওয়া যায় না।

৭২৯ ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণোদয় হ'ল ; তারপর সূর্য্য দেখা দেবেন ; যার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছে, তার ঈশ্বর দর্শন হবেই হবে। যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হ'চ্ছে তার ঈশ্বর লাভের আর বড় বেশী দেরী নেই। অনুরাগের

ঐশ্বর্য্য—বিবেক বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণগান, সত্য কথা এই সব।

৭৩০ যে বনে বাঘ প্রবেশ করে, সে বন থেকে অন্যান্য জানোয়ার তার ভয়ে পালিয়ে যায়; তেমনি যে অন্তরে ঈশ্বরে অনুরাগ এসেছে, সে হৃদয়ে কাম, ক্রোধাদি এ সব থাকৃতে পারে না, পালিয়ে যায়।

৭৩১ ঈশ্বরে অনুরাগ, টান—ভালবাসা এ সব দরকার। তাঁর প্রতি অনুরাগ হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। যেমন ব্যাঙ্গের মুণ্ড পুড়িয়ে কাজল ক'রে চোখে দিলে চারিদিকে সাপ দেখা যায়, তেমৃনি যার ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মেছে সে সকল জিনিষ হরিময় ছাখে।

৭৩২ অনুরাগ হ'লেই ঈশ্বর লাভ। তাঁর জন্য খুব ব্যাকুলতা চাই। ব্যাকুল হ'লে সমস্ত মনটা তাতে যায়।

৭৩৩ **বিষয়াসক্তি যতই কমিবে, ঈশ্বরের প্রতি মতি-গতি ততই বাড়িবে।**

৭৩৪ দেহের সুখ-দুঃখ যাহাই হোক ভক্তের জ্ঞান-ভক্তি ঐশ্বর্য্য থাকে। সে ঐশ্বর্য্য কখন যায় না। দেখ না, পাণ্ডবদের অতি বিপদ কিন্তু বিপদে তাহারা একবারও চৈতন্যহারা হইল না।

৭৩৫ **সাধনের ফল ফলিলে মানুষ নিরভি-মানী হয়।**

৭৩৬ গুণবান নম্র হন, কিন্তু হীন বুদ্ধি গর্ব্বভাবে আপনাকে সকলের উপর ভাবে।

৭৩৭ **তত্ত্ব-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মানুষের পূর্ব্ব-স্বভাব ব'দলে যায়।**

৭৩৮ জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে, বিষয়ের কথা হ'লে তার বড় কষ্ট হয়। কিন্তু বিষয়ীরা আলাদা লোক, তাদের অবিদ্যা পাপড়ী খসে না। তাই ঘুরে ফিরে ঐ বিষয়ের কথা এনে ফ্যালে।

৭৩৯ **বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ না ক'রলে** চৈতন্য হয় না, ভগবান লাভও হয় না; থাকৃলেই কপটতা আসে। সরল না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না।

৭৪০ জনক রাজা ওমনি মুখে ব'ল্লেই হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁট মুণ্ড হ'য়ে অগ্রে নির্জ্জনে কত তপস্যা ক'রেছিলেন। জনক নির্লিপ্ত ব'লে তাঁর আর একটা নাম বিদেহ—কিনা দেহে দেহ-বুদ্ধি নাই। জনক সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াতেন। দেহ-বুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধনা চাই।

৭৪১ জনক ভারী বীরপুরুষ। দুখানা তলোয়ার ঘুরুতেন। একখানা জ্ঞানের ও একখানা কর্ম্মের। একদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, আর একদিকে সংসারের কর্ম্ম ক'রছে। জনক রাজার সভায় একটী ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনক রাজা হেঁটমুখ হ'য়ে চোখ নিচু ক'রে রইলেন। ভৈরবী

তাই দেখে ব'লেছিলেন, "হে জনক। তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়।" পূর্ণ জ্ঞান হ'লে পাঁচ বৎসরের ছেলের ন্যায় স্বভাব হয়, তখন স্ত্রী পুরুষ ব'লে ভেদ বুদ্ধি থাকে না।

৭৪২ সরল বিশ্বাস ও অকপটতা থাক্‌লে ভগবান লাভ হয়। একটী লোকের একটী সাধুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল: লোকটী বিনীতভাবে সাধুর নিকট উপদেশ প্রার্থনা ক'রলেন। সাধু ব'ললেন, "ভগবানকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাস।" লোকটী ব'ললে, "ভগবানকে কখনও দেখিনি, তাঁর বিষয় কিছু জানি না, কি ক'রে তাঁকে ভালবাসব?" সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাকে ভালবাস?" লোকটী ব'ললে, "আমার কেউ নেই, শুধু একটা মেড়া আছে, ঐটীকেই ভাল-বাসি।" সাধু ব'ললেন, "ঐ মেড়ার ভিতর নারায়ণ আছে জেনে, ঐটীকেই প্রাণ-মন দিয়ে সেবা ক'রবে ও ভালবাসবে।" এই ব'লে সাধুটী চ'লে গেলেন। লোকটীও ঐ মেড়ার ভিতর নারায়ণ আছেন বিশ্বাস ক'রে প্রাণপণে উহার সেবা ক'রতে লাগ্‌ল। সাধুটী বহুদিন পরে সে রাস্তায় ফিরে যাবার সময় লোকটীর সন্ধান ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "এখন কেমন আছ?" লোকটী প্রণাম ক'রে ব'ল্লে, "গুরো! আপনার কৃপায় বেশ আছি, আপনি যেমন ব'লেছিলেন, সেইরূপ ক'রে মেড়ার ভিতর মধ্যে মধ্যে এক অপরূপ মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই—তাঁর চারি হাত; তাঁকে দর্শন ক'রে আমি পরম সুখেই আছি।"

৭৪৩ **সরলতা লাভ করা পূর্ব্ব জন্মের অনেক তপস্যা না থাক্‌লে হয় না।** দেখনা—ভগবান যেখানেই অবতীর্ণ হ'য়েছেন সেখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল! নন্দঘোষ কত সরল!

৭৪৪ **ভগবান সরলতা-প্রিয়।** তাঁকে সরল ও শুদ্ধ মনে সোজা পথে ডাকো—নিশ্চয়ই তাঁকে পাবে।

৭৪৫ কলিকাতার কোন বিখ্যাত ধনী পরমহংসদেবকে দর্শন ক'রতে এসে নানাপ্রকার কূট তর্ক আরম্ভ করেন। পরমহংসদেব তদুত্তরে বলেন, "বৃথা তর্কে লাভ কি? সরল ভাবে ভগবানকে ডেকে যাও, তা হ'লে তোমার নিজের কাজ হবে।" কথাগুলি সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনোমত না হওয়ায় তিনি বলেন, "আপনি কি সব জান্‌তে পেরেছেন?" পরমহংসদেব অতি বিনীতভাবে হাত জোড় ক'রে তাঁকে ব'ল্লেন, "আমি কিছুই জান্‌তে পারি নাই সত্য, কিন্তু ঝাঁটা নিজে অপবিত্র হলেও যে স্থান ঝাঁট দেয়, সে স্থানকে পবিত্র করে।"

৭৪৬ **আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।**

৭৪৭ ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে কাঁদে কেন?

'গর্ভে ছিলাম, যোগে ছিলাম' ভূমিষ্ঠ হইয়া এই বলে কাঁদে "কাঁহা এ কাঁহা এ" কোথায় এলাম। ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করিতেছিলাম, এ আবার কোথায় এলাম।

৭৪৮ **কালীর ভক্ত জীব মুক্ত নিত্যানন্দময়।**

৭৪৯ ঐশ্বরিক কথার ইতি করা যায় না, তারে বাড়া তারে বাড়া আছে।

৭৫০ তাঁর কৃপা একজনের উপর বেশী আর একজনের উপর কম, সে কি ? ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা, বিভুরূপে তিনি সকলকার ভিতর সমান আছেন। আমার ভিতর যেমন, পিঁপড়েটার ভিতরও তেমনি ; কিন্তু শক্তিরূপে প্রভেদ। এমন লোক আছে যে একলা একশত লোককে হারাতে পারে। লোকে কেশব সেনকে অত মান্য করিত কেন ?

৭৫১ শ্রীমতী রাধা যখন সহস্র-ধারা কলসী নিয়ে গেলেন, তখন এক বিন্দুও জল পড়ে নাই দেখে সকলে "এমন সতী আর হবে না" ব'লে প্রশংসা ক'র্‌তে লাগ্‌লো। তখন শ্রীমতী রাধা ব'ল্‌লেন, "তোমরা আমার জয় কেন বল ? বল শ্রীকৃষ্ণের জয়, জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়।"

৭৫২ অহল্যা বলিয়াছিলেন, "হে রাম ! যদি শূকর যোনিতে জন্ম হয়, সেও স্বীকার ; কিন্তু যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, আর আমি কিছুই চাই না।"

৭৫৩ রাজবাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়া, যে লাউ কুমড়াদি তুচ্ছ বস্তু প্রার্থনা করে সে অতি নির্ব্বোধ। রাজাধিরাজ ভগবানের দ্বারস্থ হইয়া জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি রত্ন প্রার্থনা না করিয়া অষ্টসিদ্ধাই প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুর নিমিত্ত যে প্রার্থনা করে, (যেমন,—ডাকাতেরা ডাকাতি করিবার পূর্ব্বে

কালী পূজা করিয়া জয় কালী বলিয়া হুঙ্কার করে) সে কত বড় নির্ব্বোধ।

৭৫৪ বাবুর কাছে অনেকেই এসে নানাপ্রকার কামনা করে; কিন্তু যদি কেউ এসে কিছু না চায়, কেবল ভালবাসে ব'লে বাবুকে দেখ্‌তে আসে, তা হ'লে বাবুরও ভালবাসা তার উপর পড়ে। যেমন প্রহ্লাদের ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধ নিষ্কাম ভালবাসা।

৭৫৫ শ্রীমতী যত শ্রীকৃষ্ণের নিকট অগ্রসর হইতেছেন, ততই কৃষ্ণের দেহের গন্ধ পাইতেছেন। **ঈশ্বরের নিকট যতই যাওয়া যায় ততই তাহাতে ভাব ভক্তি হয়।**

৭৫৬ সাগরের নিকট নদী যত যায় ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়। **ঈশ্বরের নিকট যতই যাওয়া যায় ততই তাঁহাতে রতিমতি হয়।**

৭৫৭ সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর লাভ হইবে না কেন? জনক রাজার হ'য়েছিল? কবিবর রামপ্রসাদ ব'লেছিলেন,—

এ সংসার ধোঁকার টাটী।
কিন্তু হরিপাদপদ্মে ভক্তি লাভ ক'র্‌তে পার্‌লে,
এ সংসারই আবার হয় মজার কুঠী,
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসে ছিল ত্রুটী,
এদিক ওদিক দুদিক রেখে মেরেছিল দুধের বাটি॥

৭৫৮ তাঁকে ডাকার কি প্রয়োজন ?

'তিনি শুধু অন্তরের নয়—অন্তরের বাহিরেও' এইটী সাক্ষাৎকার করবার জন্যই তাঁকে ডাকা। সাধন, ভজন, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন এইটীর জন্যই তাঁকে ভক্তি করা।

৭৫৯ **মা কালী কত ভাবে লীলা করেন ?**

তিনি নানা ভাবে লীলা করেন। তিনি মহাকালী, নৃত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী ও নৃত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, যখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র কিছুই ছিল না—নিবিড় আঁধার ছিল, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করিতেছিলেন। শ্যামাকালী অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়-দায়িনী ; গৃহস্থের বাটীতে তাঁহার পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হয় ; তখন রক্ষাকালী পূজা করিতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্ত্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনীর মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন, তাঁহার গণ্ডে রুধিরধারা, গলে মুণ্ডমালা, কটিতে নর হস্তের কোটী বন্ধন।

৭৬০ **প্রথমাবস্থায় ধর্ম্ম যেন শরৎ কালের মেঘ। কখন আছে—কখন নেই।**

৭৬১ বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ধড়ফড় করে—তর্ক করে ; শেষ হ'লে চুপ হ'য়ে যায়। কলসী পূর্ণ হ'লে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।

৭৬২ যত লোক দেখি ধর্ম্মকর্ম্ম কোরে এ ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সব পরস্পরে ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে যিনি কৃষ্ণ, তিনিই শিব, তিনিই আদ্যাশক্তি, তিনিই যিশু, তিনিই আল্লা। যেমন এক রাম কাহারও বাবা, কাহারও খুড়ো, কাহারও পিসে, কাহারও মামা আরও কত কি।

৭৬৩ বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ভারা বাঁধিতে হয় কিন্তু বাড়ী প্রস্তুত হ'য়ে গেলে, আর ভারার দরকার থাকে না। মূর্ত্তি পূজাও সেইরূপ, প্রথমে দরকার—শেষে নিস্প্রয়োজন।

✓ ৭৬৪ স্বামী বর্ত্তমানে যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, সে তো নারী নয়—সাক্ষাৎ ভগবতী।

৭৬৫ সংসারে কি ঈশ্বর লাভ হয়?

তা হবে না কেন? তবে বিবেক বৈরাগ্য চাই। 'ঈশ্বরই বস্তু—আর সব অনিত্য' এই দুইটী পাকা বোধ চাই। উপরে উপরে ভাসলে হবে না—ডুব দেওয়া চাই।

৭৬৬ সংসারে থাকবে না ত কোথায় যাবে? আমি দেখ্‌ছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এ জগৎ সংসার—রামের অযোধ্যা।

৭৬৭ সংসারে কাম, ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হলেই সুবিধা। গৃহ থেকে যুদ্ধ ভাল। খাওয়া মেলে,

ধর্ম্মপত্নী অনেক রকম সাহায্য করে। কলিতে অন্নগত প্রাণ। অন্নের জন্য দশ জায়গায় ঘোরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল।

অন্ন চিন্তা চমৎকারা।
কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা॥

৭৬৮ সংসার কিছু ঈশ্বর ছাড়া নয়। গুরুর কাছে বেদ পড়ে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হলো; তিনি ব'ল্লেন, সংসার যদি স্বপ্নবৎ তবে সংসার ত্যাগ করাই ভাল। দশরথের বড় ভয় হলো। দশরথ রামকে বোঝাতে গুরু বশিষ্ঠকে পাঠিয়ে দিলেন। বশিষ্ঠ গিয়ে রামকে ব'ল্লেন "তুমি কেন সংসার ত্যাগ ক'রবে? তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও যে সংসার ঈশ্বর ছাড়া। তুমি আমায় যদি বুঝিয়ে দিতে পার যে, ঈশ্বর থেকে সংসার হয়নি তাহ'লে তুমি সংসার ত্যাগ ক'রতে পার।" গুরুর প্রশ্নের রাম কোন উত্তর দিতে পারিল না।

৭৬৯ ভগবানেতে মন ঠিক্ রাখ্‌বে। পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কইবে। দুই একটী সন্তান হ'বার পর সংসারে ভাই বোনের মত থাকবে। ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হ'লে তবে জীব এই কামিনী-কাঞ্চনের হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারে।

৭৭০ যতক্ষণ না সংসারে ভোগের বাসনা শেষ হয় ততক্ষণ কর্ম্ম। পরমহংসদেব বলিতেন একটা পাখী গঙ্গার একখানা জাহাজের মাস্তুলের উপর অন্যমনস্কভাবে ব'সে ছিল। জাহাজ ক্রমে ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে প'ড়ল, চতুর্দ্দিকে

কুলকিনারা নাই দেখে, পাখীটার চটক্ ভাঙ্গল। তখন ডাঙ্গায় ফিরে যাবার জন্য সে উত্তর দিকে উড়ে গেল, অনেক দূর উড়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল; কোন কুলকিনারা দেখ্‌তে না পেয়ে ফিরে এসে আবার মাস্তুলের উপর এসে ব'সল। খানিকক্ষণ পরে পাখীটা আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল, সেদিকেও কুলকিনারা দেখ্‌তে না পেয়ে, চারিদিকে কেবল জল দেখে ভারী ক্লান্ত হ'য়ে আবার ফিরে এসে মাস্তুলের উপর ব'সল। এবার অনেকক্ষণ জিরিয়ে ক্রমান্বয়ে আবার যখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে গিয়েও কোথাও কুলকিনারা দেখ্‌তে পেলে না, তখন অগত্যা সে ফিরে এসে সেই জাহাজের মাস্তুলের উপর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে নিশ্চিন্তভাবে ব'সে রইল, আর উঠ্‌ল না।

৭৭১ সংসার কি ছাড়্‌তে হয়? **সংসারে থেকে সাধনা ক'রতে ক'রতে সংসার আপনি পালিয়ে যায়।**

৭৭২ পরমহংসদেব বলিতেন, "যাহারা কাণা হইয়া জন্মায় তারা মুক্ত হ'তে পারবে না। সাধন ভজন ক'রলে ঊর্দ্ধ সংখ্যা তারা পরজন্মে চক্ষু বিশিষ্ট হ'য়ে জন্মাতে পারে।

৭৭৩ হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, "আজ কি তিথি?" হনুমান বলিল, "আমি তিথি নক্ষত্র ওসব কিছুই জানি না—আমি কেবল এক রামকে জানি।"

৭৭৪ লক্ষ্মণ বলিলেন, "রাম একি আশ্চর্য্য! এত বড় জ্ঞানী বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে ক্রন্দন করিলেন।"

রাম বলিলেন, "যাহার আলো বোধ আছে—তাহার অন্ধকার বোধও আছে; যাহার জ্ঞান আছে—তাহার অজ্ঞানও আছে। কিন্তু উনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচি অশুচির পার।"

৭৭৫ ক্রোধ তমোগুণের একটী লক্ষণ। ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিলেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতাদেবীর ঘরটিও পুড়ে যেতে পারে।

৭৭৬ শঙ্করাচার্য্য এদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী, আবার প্রথম প্রথম ভেদ বুদ্ধিও ছিল; তেমন বিশ্বাস ছিল না। চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে আস্‌ছে, শঙ্কর গঙ্গাস্নান ক'রে উঠ্‌ছেন, হঠাৎ চণ্ডালের গায়ে গা লেগে গেছে। শঙ্করাচার্য্য ব'ল্লেন, 'এই তুই আমার ছুঁলি।' চণ্ডাল ব'ললে 'ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁওনি, আমিও তোমায় ছুঁইনি'। যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি শরীর নন, পঞ্চভূত নন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নন। তখন শঙ্করের জ্ঞান হ'ল।

৭৭৭ কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। একদিন তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার জল তৃষ্ণা পায়। একটা কুয়ার কাছে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, "ওরে তুই আমায় এক ঘটি জল দিতে পারিস্?" সে বলিল, "ঠাকুর মহাশয় আমি অতি হীন জাতি, মুচী।" কৃষ্ণকিশোর বলিলেন, "তুই বল

শিব।” **ভগবানের নাম ক’র্‌লে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হ’য়ে যায়।**

৭৭৮ সকলকে ভালবাস্‌তে হয়। কেউ পর নয়। সর্ব্বভূতে সেই হরিই বিরাজ করিতেছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর ব’ল্লেন ‘তুমি বর লও’ প্রহ্লাদ ব’ল্লেন, আপনার দর্শন পেয়েছি আমার আর কিছু দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়্‌লেন না। তখন প্রহ্লাদ ব’ল্লেন, যদি বর দেবে তবে এই বর দাও, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের যেন কষ্ট না হয়।

৭৭৯ ভক্তি পাক্‌লেই ভাব। ভাব হ’লে **সচ্চিদানন্দকে** ভেবে অবাক্ হ’য়ে যায়। আবার ভাব পাক্‌লে মহাভাব, প্রেম এই সব হয়। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়, বায়ু স্থির হ’য়ে যায়, আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকের গুলি ছোঁড়্‌বার সময় যে ব্যক্তি গুলি ছোঁড়ে সে বাক্য শূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ’য়ে যায়। প্রেমে **সচ্চিদানন্দকে** বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়। যখন দেখ্‌তে চাইবে, দড়ি ধ’রে টান্‌লেই হ’লো। যখনই ডাক্‌বে—তখনই পাবে।

৭৮০ **প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা।** চৈতন্যদেবের প্রেম হইয়াছিল। **ঈশ্বরে প্রেম হ’লে বাইরের জিনিষ সব ভুল হ’য়ে যায়।** জগৎ ভুল হ’য়ে যায়। আর নিজের দেহ যে এত প্রিয়—তাহাও ভুল হ’য়ে যায়।

৭৮১   ভক্তি কিরূপে হয়?

প্রথমে সাধু সঙ্গ ক'রতে হয়। সৎসঙ্গ ক'র্লে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা। নিষ্ঠায় ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু শুন্‌তে ভাল লাগে না। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয়, তবেই ভক্তি হয়। ভক্তিতে প্রাণ মন একেবারে ঈশ্বরে লীন হ'য়ে মিশিয়ে যায়।

৭৮২ ভক্তি আট রকম। জ্ঞানভক্তি, বিধিবাদীর ভক্তি বা বৈধীভক্তি, প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি, বিজ্ঞানভক্তি, শুদ্ধা-ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, উর্জ্জিতা ভক্তি এবং মধুর ভক্তি।

৭৮৩ 'ঈশ্বর আছেন এই জ্ঞানে নাম গুণকীর্ত্তন, অর্চ্চনা, বন্দনা, শ্রবণ, আত্মনিবেদন ইত্যাদি যে সকল কার্য্য করা যায়—তাকে জ্ঞানভক্তি বলে; অথবা 'কৃষ্ণই সব হ'য়েছেন, তিনিই **পরমব্রহ্ম,** তিনিই রাম, তিনিই কালী, তিনিই শিব এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে তিনিই র'য়েছেন'—এরূপ জ্ঞানকে জ্ঞানভক্তি বলে।

৭৮৪ 'এত জপ ক'র্তে হবে, উপবাস ক'র্তে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এত উপাচারে পূজা ক'র্তে হবে, এতগুলি বলি দিতে হবে'—এই সব বৈধী বা বিধিবাদীর ভক্তি। এই সব ক'র্তে ক'র্তে প্রেমভক্তি আসে। বৈধী ভক্তি—যেমন হাওয়া পাবার জন্য পাখা রাখা। যখন দক্ষিণে বাতাস বয় তখন আর পাখার আবশ্যক হয় না।

৭৮৫ 'যখন সংসার বুদ্ধি একেবারে চ'লে যায়, ভগবানের প্রতি ষোল আনা মন হয়, তাঁর উপর পূর্ণ ভালবাসা হয়'—তখনই প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি। এই ভক্তিতেই ঈশ্বর দর্শন হয়।

৭৮৬ 'ঈশ্বর দর্শনের পর, ভক্ত তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে যে সেবা করে'—তার নাম বিজ্ঞান ভক্তি।

৭৮৭ শুদ্ধা বা নিষ্কাম ভক্তি। 'এই ভক্তিতে নিজের কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা কামনা থাকে না; ভগবানের প্রীতিকর কার্য্য করা, তাঁর সুখ সম্পাদন আকাঙ্ক্ষা করাই'—এই ভক্তির উদ্দেশ্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়্‌লে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়। এই ভক্তি বৃন্দাবনের গোপগোপিকাদের ছিল। গোপ-শিশুরা যখন কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া গোচারণ করিতে যাইত, তখন যাহাতে কৃষ্ণের কোনরূপ কষ্ট না হয় সেইরূপ কার্য্য করিত; পাছে কোমল পদকমলে কণ্টকাদি বিদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কষ্ট পান এই নিমিত্ত রাখালেরা তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া বেড়াইত। পাছে প্রখর রৌদ্রের তাপে কৃষ্ণচন্দ্রের বদন আরক্তিম হয় এজন্য তাঁহাকে বৃক্ষের ছায়া ছাড়া অন্য স্থানে যাইতে দিত না, যদি একান্তই যাইতে হইত তা হ'লে তাহারা রৌদ্রতাপ নিবারণ করিবার জন্য বৃক্ষের পল্লবযুক্ত শাখা ভাঙ্গিয়া শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের উপর ধারণ করিত। পাছে তিক্ত, কষায়, কটু ফল খাইলে কৃষ্ণের কোনরূপ অসুস্থতা উপস্থিত হয়, এ জন্য তাহারা অগ্রে আপনারা ফলগুলি

আস্বাদন করিয়া সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত ফলগুলি বাছিয়া বাছিয়া কৃষ্ণকে খাইতে দিত। তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে জীবন-স্বরূপ জ্ঞান করিত; ভ্রমণে, উপবেশনে, শয়নে স্বপনে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই জানিত না। আর গোপিকাদের ত কথাই নাই, তাহারা কৃষ্ণগত প্রাণ। গোপবালকেরা পুরুষ স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া গোপিকাদের ন্যায় কৃষ্ণকে ভক্তি করিতে পারিত না। কৃষ্ণ গোপালদিগের সহিত বনে যাইলে যে স্থলে মাটিতে পা রাখিতে হইত, গোপিকারা তথায় আপনাদের সুকোমল বক্ষদেশ পাতিয়া রাখিত, ইহাতেও গোপিকাদিগের তৃপ্তি সাধন হইত না। তাহারা মনে মনে এই বলিয়া আক্ষেপ করিত যে, হে বিধাতঃ! তুমি আমাদের কুচদ্বয় এত কঠিন করিয়াছ কেন? না জানি কৃষ্ণের কতই ক্লেশ হইয়াছে অথচ গোপিদিগের বক্ষোপরি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দৃষ্ট হইত। তাহারা কৃষ্ণের অদর্শন একতিল প্রমাণ কালও সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু কেন যে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে ভাল বাসিত, কেন যে তাহাদের গৃহ ছাড়িয়া কৃষ্ণের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইত, তাহার কোন কারণ তাহারা জানিত না। যাহাতে শ্রীমতী রাধিকাকে নানা বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে উপবেশন করাইয়া আপনারা যুগলরূপ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক, কেহ বা চামর, কেহ বা পুষ্পগুচ্ছ, কেহ বা তাম্বুলাধার ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকট থাকিতে পাইবে ইহাই তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল।

কৃষ্ণকে লইয়া আপনারা কোন প্রকারে আত্মসুখ চরিতার্থ করিবে গোপিকাদিগের এরূপ কোন কামনাই ছিল না।

৭৮৮ দেবর্ষি নারদ রাবণ বধের কথা স্মরণ করাইবার জন্য অযোধ্যায় গমনকরতঃ সীতারাম দর্শন করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র স্তবে তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে চাহিলেন। নারদ বলিলেন, "রাম! যদি একান্ত আমায় বর দিবে, তবে এই বর দাও যেন তোমার পদে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।" রামচন্দ্র বলিলেন, "আর কিছু বর লও।" নারদ বলিলেন, "আর কিছু আমি চাহি না, কেবল চাই—তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি।"

৭৮৯ ভগবানকে কি কারণে ডাকা, তাঁকে লাভ ক'রেই বা কি ফল, ইহার কোন কারণ জানা নাই, অথচ তাঁকে না ডেকে কিছুতেই প্রাণ মন স্থির থাকে না, তাঁর প্রতি সর্ব্বস্ব সমর্পণ না ক'রে হৃদয় মানে না, এইরূপ যে ভক্তি তাকে অহৈতুকী বা হেতুশূন্য ভক্তি বলে। ভক্ত প্রহ্লাদের এরূপ ভক্তি ছিল। প্রহ্লাদ কাহারও নিকট হরিগুণ শুনে নাই, হরিকে লাভ ক'রলে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হবে, এ সংসারে জন্ম মৃত্যুর হাত এড়াইয়া আর বার বার যাওয়া আসা ক'র্‌তে হবে না এবং মহামায়ার মায়া হ'তে মুক্ত হবে কিম্বা সংসারে থেকে রাজা হ'য়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ সম্ভোগ ক'রবে এ প্রকার কোন কামনাই তাহার মনে

জাগে নাই। তাঁহার মন হরিগুণ শুনিতে চাহিত, তিনি সেই জন্য হরি হরি করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার প্রাণ হরি ভিন্ন আর কিছু আপনার বলিয়া বুঝিত না, তাঁর ভালবাসা সব হরির প্রতি। পিতার ভৎসনা, মাতার রোদন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবাসীদের হিতোপদেশে প্রহ্লাদের হরির প্রতি ভালবাসা তিলমাত্র কমিল না। তাঁহার নিজের প্রাণের প্রতিও মমতা নাই, তাঁর মন প্রাণ হরিপাদপদ্মে নিমগ্ন। বারবার হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার হরিনাম স্মরণ করিয়া বক্ষ পাতিয়া লইল। তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'হ্যাঁরে প্রহ্লাদ তুই হরিনামটা পরিত্যাগ করিয়া অন্য যে কোন নাম বল তাহাতে আমার অমত নাই।' ভক্ত প্রহ্লাদ সবিনয়ে কহিলেন 'মহারাজ! আমি কি করিব, আমার ইচ্ছায় আমি হরিনাম করি না, হরিকে ডাকিব বলিয়া ডাকি না, কি জানি হরির জন্য আমার প্রাণ ধাবিত হয়। তাঁহার কথা শুনিতে ও বলিতে আমি আত্মহারা হইয়া পড়ি। কি করিব, আমি হরিনাম ছাড়িব কি প্রকারে? হরি যে আমার ভিতর-বাহির পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন।'

৭৯০ যা কিছু নয়নে দর্শন হয়, বা যা কিছু শ্রবণ করা যায়—তাতেই আপনার ইষ্টকে দর্শন করা উর্জ্জিতা ভক্তির লক্ষণ। বেতবন দেখে—বৃন্দাবন মনে হওয়া, নদী দেখে—যমুনা মনে হওয়া, তমাল দেখে—শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়া। শ্রীমতী কৃষ্ণরূপ চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখে তমাল বৃক্ষ

দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতেন 'কেন নাথ! এখানে পরের মত দাঁড়িয়া আছ? চল চল কুঞ্জে চল, আমি অর্দ্ধ অঞ্চল বিছাইয়া দিব, তুমি উপবেশন করিবে। আমি বুঝিয়াছি তোমার মনে ভয় হইয়াছে! কেন নাথ! ভয় কিসের? প্রবাসে কি কেহ কখন যায় না, তুমি প্রবাসে গিয়াছিলে তাহাতে ভয় কি?' কখন কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে তিনি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিতেন। এই ভাব সখীদেরও হইত। একদা রাসলীলায় শ্রীমতী এবং সমুদয় সখীদিগের এই প্রকার ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন সখী আপনার বেণীর অগ্রভাগ ধরিয়া অপর সখীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'দেখ দেখ আমি কালিয়ের দর্প চূর্ণ করিতেছি', কোন সখী তাঁহার ওড়নার প্রান্তভাগ ধরিয়া কহিতেছেন 'আমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছি।' 'যাঁহা যাঁহা আঁখি পড়ে তাহে কৃষ্ণ স্ফুরে।'

৭৯১ **ভগবানকে আত্ম বা সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে** অনুরক্তা স্ত্রীর ন্যায় তাঁকে ভালবাসার নাম মধুর-ভক্তি। আত্মসমর্পণ নানাবিধ ভাবে হইয়া থাকে, কিন্তু মধুর বলিলে সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীর ভাবকেই বুঝায়। ইহার উপমা একমাত্র শ্রীরাধা। এই ভক্তিতে নানাবিধ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া থাকে এবং মহাভাবাদি প্রকাশ পায়। মহাভাব বলিলে শ্রীমতীকেই বুঝাইয়া থাকে। অষ্ট প্রকার ভাবের সমষ্টিকে মহাভাব বলে। পুলক, হাস্য, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বিবর্ণ,

যুগপৎ উন্মত্ততা ও মৃতবৎ হওয়া। ভগবানের উদ্দেশে ওই আট প্রকার লক্ষণ শ্রীরাধা ভিন্ন আর কাহারও দেহে প্রকাশ পায় নাই। যাঁহাতে ঐ লক্ষণাদি প্রকাশিত হয় তাঁহাকেই শ্রীমতী জানিতে হইবে। শ্রীমতী ভূমণ্ডলে যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বদন ভিন্ন আর কাহারও মুখ অগ্রে দেখিবেন না বলিয়া নয়ন মুদিত করিয়া রহিলেন। সকলে কহিলেন যে এমন সুরূপা কন্যাটী অন্ধ হইল, পরে একদিন যশোদা কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া বৃষভানুরাজমহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন অমনি শ্রীরাধা চক্ষু চাহিয়া সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। চক্ষু চাহাতে সকলেই যারপরনাই আনন্দিত হইল কিন্তু তখনই মহামায়ার মায়ায় আবার চক্ষু মুদিত হইল। এইরূপে শ্রীমতী সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন সুতরাং অন্য কাহারও দ্বারা কোন প্রকার ভাব মনে স্থান পাইবার পূর্ব্বেই শ্রীরাধার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই বিরাজ করিতে থাকিল। শ্রীকৃষ্ণ যথায় উপস্থিত হন, তথায় আর কাহারও অধিকার আসিতে পারে না। শ্রীমতীর হৃদয়ে কৃষ্ণ বই আর কিছু স্থান পায় না। **কৃষ্ণওই তাঁহার সর্ব্বস্ব।**

৭৯২ **তাঁতে** যদি ভক্তি হ'ল—তো সবই হ'য়ে গেল; আর কিছুর দরকার নাই। ঈশ্বরে ভক্তি আছে, **তাঁকে** জানবার ইচ্ছা আছে, এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে **তাঁর** পাদপদ্ম লাভ করে। একজন ভক্ত জগন্নাথ দর্শন ক'রতে বেরিয়েছিল; পুরীর পথ না জানায় দক্ষিণ দিকে না

গিয়ে পশ্চিম দিকে গিয়ে প'ড়েছিল। পথে লোকজনদের জিজ্ঞাসা করায় তারা ব'ল্লে ঐ পথে যাও। ভক্তটী শেষে পুরীতে পৌঁছে জগন্নাথ দর্শন ক'র্‌লে।

৭৯৩ ভক্তির দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাসতে পাল্লে আর কিছুরই অভাব থাকে না। ভগবতীর কাছে কার্ত্তিক গণেশ ব'সে আছেন। ভগবতীর গলায় মণিময় রত্নমালা। মা বল্লেন 'যে ব্রহ্মাণ্ড আগে প্রদক্ষিণ ক'রে আস্‌তে পার্ব্বে তাকে এই মালা দিব'। কার্ত্তিক তৎক্ষণাৎ ময়ুর ছুটিয়ে বেরিয়ে প'ড়্‌লেন। এদিকে গণেশ মাকে ভক্তিভাবে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রনাম ক'র্‌লেন; গণেশ জানে মার ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড। মা প্রসন্না হ'য়ে গণেশের গলায় হার দিলেন।

৭৯৪ ভগবান ভক্তির বশ। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য—এই সব তিনি চান। ভক্তিই সার। **তাঁকে ভালবাসতে পার্‌লে,** বিবেক, বৈরাগ্য এ সব আপনিই আসে।

৭৯৫ যতক্ষণ না **তাঁর** উপর ভালবাসা হয় ততক্ষণ কাঁচা ভক্তি। **তাঁর** উপর ভালবাসা হ'লে তখন পাকা ভক্তি। কাঁচা ভক্তি ঈশ্বরীয় কথা, উপদেশ এ সব ধারণা ক'র্‌তে পারে না। পাকা ভক্তি হ'লে ধারণা হয়। কাঁচে যদি মশলা মাখান থাকে, তা হ'লে ছবি রয়ে যায় কিন্তু শুধু কাঁচে ছবি থাকে না।

১৯৬ **মনে বিশ্বাস নাই কাজেই এত কর্ম্ম-ভোগ।** লোকে বলে যে গঙ্গায় স্নানের সময় পাপগুলা গঙ্গার তীরস্থ গাছের উপর বসিয়া থাকে এবং যে মুহূর্ত্তে যাত্রীরা স্নান সারিয়া তীরে উঠে, অমনি সেই পাপগুলি তাহাদের ঘাড়ে চাপে।

১৯৭ যারা কেবল বই পড়া পণ্ডিত কিন্তু ভগবানের তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাদের কথাবার্ত্তাও গোলমেলে। সামধ্যায়ী নামে কোন পণ্ডিত ব'লেছিলেন, "ঈশ্বর নীরস তোমরা নিজ নিজ প্রেম ভক্তির দ্বারা সরস কর।" কি আশ্চর্য্য! বেদে যাঁহাকে রসস্বরূপ বলিয়াছে, তাঁহাকে কি না নীরস বলেন; ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, তিনি ঈশ্বর কি তাহা জানেন নাই। তাই এইরূপ গোলমেলে কথা।

১৯৮ **অহঙ্কার করা বৃথা, ধন মান, জীবন যৌবন কিছুই চিরদিন থাকিবে না।** একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমার রূপ ও সাজগোজ দেখে ব'লেছিল, "মা যতই কেন সাজোগোজো না, তিন দিন পরে তোকে টেনে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে।" তাই বলি জজই হও, আর যেই হও—সব দুদিনের জন্য। এ সব অহঙ্কার করা, দুদিনের অহঙ্কার।

১৯৯ **টাকার অহঙ্কার করিতে নাই।** যদি বল আমি ধনী; ধনী আবার তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে সে মনে করে, আমি এই জগৎকে

আলো দিতেছি, কিন্তু যেই নক্ষত্র উঠে অমনি তাহার অভিমান চলিয়া গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাবিতে থাকে আমরা জগৎকে আলো দিতেছি, কিন্তু পরে যখন চন্দ্র উঠিল তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল। চন্দ্র মনে করিলেন, আমার আলোতে জগৎ হাসিতেছে। দেখিতে দেখিতে অরুণোদয় হইল, তখন চন্দ্র মলিন হ'য়ে গেল, খানিক পরে আর দেখা গেল না। ধনীরা যদি এগুলি ভাবে তাহা হইলে আর তাহাদের ধনের অহঙ্কার থাকে না।

৮০০ টাকা সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা এই সব এসে পড়ে। আর এতে রজোগুণও বৃদ্ধি করে। আবার রজোগুণ থাক্‌লেই তমোগুণ আস্‌বে। টাকা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, তাই সন্ন্যাসীরা টাকা স্পর্শ করে না।

৮০১ যতক্ষণ অহঙ্কার—ততক্ষণ অজ্ঞান; অহঙ্কার থাক্‌তে মুক্তি নাই। নিচু হ'লে তবে উঁচু হওয়া যায়; চাতক পাখীর বাসা নীচে; কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাস হয় না; খাল জমি চাই, তবে জল জমে, তবে চাস হয়।

৮০২ একজন বলিল, "অবাঙ্মনসাগোচরং" তিনি মনের অগোচর, তাঁকে ধারণা কিরূপে করিব? শুদ্ধ মনের গোচর, এ বুদ্ধির গোচর নন, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।

৮০৩ তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে ব'লতে পারে না। নারদ ঋষি যাচ্ছেন, পথে দুই যোগীর সহিত সাক্ষাৎ। একজন

পরিচয় পেয়ে বল্লেন 'তুমি নারায়ণের কাছ থেকে আস্‌ছ; তিনি কি ক'চ্ছেন?' নারদ বল্লেল 'দেখে এলাম তিনি ছুঁচের ছেঁদার ভিতর দিয়ে উঠ, হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন আর বার ক'চ্ছেন।' একজন ব'ল্লেন তার আর আশ্চর্য্য কি; **তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।** কিন্তু অপর জন ব'ল্লে, তাও কি হ'তে পারে। তবে তুমি কখন সেখানে যাও নাই।

৮০৪ নৌকাস্থিত ব্যক্তি সম্মুখে ভয়ঙ্কর স্রোতকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া, কাতরে ভগবানের নিকট 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করে, কিন্তু যখন স্রোত তাহার পদতল দিয়া চলিয়া যায়, তখন সেও "যা শালা" বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়। বদ্ধজীবেরও ঐ দশা। যখন বিপদে পড়ে, তখন কাতরে কতই প্রার্থনা করে, কিন্তু বিপদ চলিয়া গেলে সব ভুলিয়া যায়।

৮০৫ জয়পুরের গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করিত না। তখন তাঁহাদের খুব তেজস্বী ভাব ছিল। রাজা একবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যান নাই; বলিয়াছিলেন, "রাজাকো আনে বোলো।" তারপর রাজা ও অন্যান্য সকলে তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। তখন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আর কাহাকেও ডাকিতে হইত না। তাঁহারা স্বয়ংই রাজার নিকটে যাইয়া বলিতেন "মহারাজ আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি—এই নির্ম্মাল্য এনেছি ধারণ করুন। কাজেকাজেই তাঁহাদের ঐ করিতে হইত

কেন না আজ তাঁহাদের ঘর তুলিতে হইবে, কাল তাঁহাদের পুত্রের অন্নপ্রাশন, পরশু তাঁহাদের হাতে খড়ি ইত্যাদি নানা কারণে পয়সার দরকার।

৮০৬ যাদের চৈতন্য হ'য়েছে, 'ঈশ্বরই বস্তু—আর সব অবস্তু, অনিত্য ব'লে বোধ হ'য়েছে' তাদের ভাব আর এক রকম। তারা জানে যে ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা। ঈশ্বরের উপর তাদের এত ভালবাসা যে, যে কর্ম্ম তারা করে তাই সৎকর্ম্ম। তাদের হিসাব ক'রে পাপ ত্যাগ ক'রতে হয় না, কেন না তারা জানে এ কর্ম্মের কর্ত্তা আমি নই; আমি তাঁর দাস; আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী, যেমন করান—তেমনি করি, যেমন বলান—তেমনি বলি, যেমন চলান—তেমনি চলি।

৮০৭ যে তাঁরে ধরে, তার পা বেতালে পড়ে না।

৮০৮ যখন রাণী রাসমণির দেবালয়ের শ্রীরাধাকান্তদেবের গহনা চুরি গিয়াছিল, তখন সেজ বাবু (রাণী রাসমণির সেজ জামাতা) ঠাকুরের মন্দিরে যাইয়া বলিয়াছিল, "ছিঃ ঠাকুর! তুমি তোমার গহনা রক্ষা করিতে পারিলে না?" পরমহংসদেব তাহা শুনিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন, "ও তোমার কি বুদ্ধি? স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার দাসী তাঁহার কি ঐশ্বর্য্যের অভাব? এ গহনা তোমার পক্ষে ভারি একটা জিনিষ, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলা ঢেলা। ছিঃ অমন হীনবুদ্ধির কথা বলিতে নাই।"

৮০৯ বাড়ীর মধ্যে একজন রহিয়াছেন, বাহির হ'তে কেউ তাঁকে খুড়ো মশাই, কেউ তাঁকে মামা বাবু, কেউ তাঁকে মেশো মশাই ব'লে ডাকৃছে। কিন্তু তিনি ভিতর থেকে বুঝ্‌তে পারছেন যে সকলে তাঁকেই ডাকৃছে। **ভগবানও সেইরূপ। যে তাঁকে যাহা ইচ্ছে ব'লে ডাকুক্ না কেন, তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁকেই ডাকা হ'চ্ছে।**

৮১০ রাবণ বধের পর রামচন্দ্র রাবণপুরীতে প্রবেশ করিলেন, বুড়ি নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগ্‌লো। লক্ষ্মণ ব'ল্‌লেন, "এ কি আশ্চর্য্য! এই নিকষা এত বুড়ি, আর এত পুত্রশোক পেয়েছে, তবুও প্রাণভয়ে পালাচ্ছে।" রামচন্দ্র নিকষাকে অভয় দিয়ে নিকটে এনে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিকষা ব'ল্‌লে "রাম! এতদিন জীবিত আছি বলিয়াই তোমার এত লীলা দেখ্‌লাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ হ'য়েছে, তাহা হইলে তোমার আরও কত লীলা দেখ্‌তে পাব।"

৮১১ ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করবার সময় শরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িয়াছিল, অর্জ্জুন তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব'ল্‌লেন, "ভাই কি আশ্চর্য্য! পিতামহ, যিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী ও অষ্ট বসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদিতেছেন।" শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ কথা বলাতে তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ!

তুমি বেশ জান, আমি সেজন্য কাঁদিতেছি না। এইজন্য কাঁদিতেছি যে, তুমি স্বয়ং ভগবান যে পাণ্ডবের সারথী, সে পাণ্ডবেরও দুঃখ বিপদের শেষ নাই দেখিয়া; আমি কাঁদিতেছি এই ভাবিয়া যে ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।”

৮১২ সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্মসাগরের বাতাস লাগ্‌লে গ'লে যায় (অর্থাৎ অহঙ্কারাদি গ্রন্থি সকল নাশ হয়)। শিব তাহার এক গণ্ডুষ পান ক'রে অচেতন হইলেন এবং শুকদেব কেবল স্পর্শ ক'রে পাগল।

৮১৩ কোন সময় পরমহংসদেব, পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসা করেন, “কি গো! তুমি লোকদের কি শিক্ষা দিতেছ?” পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “আমাদের শাস্ত্রাদিতে যেমন পূজা, ধ্যান, তপস্যার কথা আছে তাহাই ব'ল্‌ছি।” পরমহংসদেব বলিলেন, “এখনকার সব ইংলিশ্‌ম্যান্‌, তারা কি অত শত লইতে পার্‌বে? এখন নেজামুড়ো বাদ দিয়ে চুম্বুক চুম্বুক বলিতে হবে, তবে লোক নেবে। এক হরিভক্তির কথাই এখন বলা ভাল।”

৮১৪ যিনি আচার্য্য তাঁর কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা দরকার; তা না হ'লে তাঁর উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করে না। শুধু মনে ত্যাগ ক'র্‌লে হবে না, বাহিরে ত্যাগই—ত্যাগ। তাই দেখে লোকে তাঁর কথা শুনবে ও তাদের শিক্ষা হবে।

৮১৫ কথায় বলে মায়ের টান বাপের চাইতে বেশী,

মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না। ত্রৈলক্ষ্যের (রাণী রাসমণির দৌহিত্র) মায়ের জমিদারী হ'তে গাড়ি গাড়ি টাকা আসিতেছিল, সঙ্গে কত লালপাগড়ি বাঁধা লাঠী হাতে দ্বারবান। ত্রৈলক্ষ্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে জোর ক'রে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে, চলে নাকি? ছেলের নামে তেমন নালিস চলে না। তাই **ভক্ত ভগবানকে মাতৃভাবে ধারণা করেন—পিতৃভাবে নয়।**

৮১৬ আপনার মা, জোর কর। যার যাতে সত্ত্বা থাকে তার তাতে টানও থাকে। মার সত্ত্বা আমার ভিতর আছে ব'লে তাইত মার দিকে অত টান হয়। যে ঠিক শৈব সে শিবের সত্ত্বা পায়; কিছু কণা তার ভিতর এসে পড়ে। যে ঠিক বৈষ্ণব তার ভিতর নারায়ণের সত্ত্বা আঁসে।

৮১৭ ছেলে ঘুড়ী কেনবার জন্যে মার আঁচল ধ'রে পয়সা চায়, মা তখন অন্য ছেলেকে নিয়ে গল্প ক'রছিলেন। প্রথমে মা কোন মতে দিতে চায় না, বলেন, "না তিনি বারণ ক'রে গেছেন, তিনি আসলে ব'লে দিব।" কিন্তু ছেলে যখন কোন মতে ছাড়লে না, কাঁদতে আরম্ভ ক'রলে তখন মা আর সব সন্তানগুলিকে ছেড়ে, তাকে একটী পয়সা বের ক'রে দিলেন।

৮১৮ **ইশ্বরের সব ধারণা কে করিতে পারে?** তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করবার দরকার কি? প্রত্যক্ষ করিতে

পারলেই হইল। তার অবতারকে দেখ্‌লেই তাঁকে দেখা হইল।

৮১৯ গঙ্গার জল গঙ্গার কাছে গিয়া স্পর্শ ক'রে বল, "গঙ্গা দর্শন ও স্পর্শন ক'রে এলুম। সব গঙ্গাটা—হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত—স্পর্শ করিতে হয় না।" যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ কর, তাহা হইলে সাগর স্পর্শ করা হইল। সেইরূপ অবতারকে দেখিলে ঈশ্বর দর্শন করা হয়।

৮২০ অগ্নির দাহিকাশক্তি সকল জায়গায় আছে, তবে কাষ্ঠেতে বেশী। ভগবান সকল স্থানে আছেন, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী, কোথাও কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ।

৮২১ একজন একজনকে চিঠি লিখিয়াছিল যে, পাঁচসের সন্দেশ ও একখানা কাপড় পাঠাইবেন। সে চিঠি প'ড়ে পাঁচসের সন্দেশ ও একখানা কাপড় মনে ক'রে রাখ্‌লে ও চিঠিখানা ফেলে দিলে, আর চিঠির দরকার নাই। শাস্ত্রাদি পাঠও সেইরূপ।

৮২২ শুদ্ধ তিনি আছেন বলিয়া, বসিয়া থাকিলে কি হইবে? হালদার পুষ্করিণীতে বড় বড় মাছ আছে, কিন্তু পুষ্করিণীর পাড়ে শুদ্ধ বসিয়া থাকিলে কি মাছ পাইবে? চার কর, চার ফেল, ক্রমে গভীর জল হইতে মাছ আসিবে ও জল নড়িবে। তখন আনন্দ হইবে ও

হয় তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল, একবার হয় তো মাছটা ধপাৎ করিয়া উঠিল, তখন আরো আনন্দ হইল।

৮২৩ এক কাণা তপস্যা ক'রে ভগবতীকে তুষ্ট করে। ভগবতী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বর লও" সে বলিল "মা। যদি বর দিবে তবে এই বর দাও যেন আমি নাতির সঙ্গে সোণার থালে ভাত দেখে খাই।" (অর্থাৎ একই বরেতে স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, ঐশ্বর্য্য, সোণার থাল, চক্ষু সবই হইল। ইহার নাম পাটোয়ারী বুদ্ধি)।

৮২৪ তপস্যার জোরে ভগবতী সন্তান হ'য়ে জন্মায়। রণজিৎ রায় ব'লে ও দেশের এক জমিদার ছিল, তপস্যার জোরে ভগবতীকে কন্যারূপে লাভ ক'রেছিলেন। একমাত্র কন্যা, সব স্নেহ তাহার উপর; সুতরাং মেয়েটীও বাপের বড় কাছছাড়া হয় না। রণজিৎ রায় একদিন জমিদারীর কাগজ পত্র দেখিতে ব্যস্ত, এমন সময় মেয়েটী বালক স্বভাববশতঃ 'বাবা এটা কি, ওটা কি' ব'লে বড় বিরক্ত ক'র্‌তে লাগ্‌ল। বাপ অনেক রকম মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে ব'ললে 'মা এখন একটু ঘুরে এস বড় কাজ প'ড়েছে।' মেয়েটী শুন্‌লে না, বিরক্ত ক'র্‌তে লাগ্‌ল; তখন রণজিৎ রায় বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্‌লে 'তুই এখান থেকে দূর হ।' ভগবতী বাড়ী থেকে চ'লে যাচ্ছেন, রাস্তায় এক শাঁখারীর সহিত দেখা, তাকে ডেকে শাঁখা প'র্‌লেন, দাম চাইতে ব'ল্লেন অমুক বাড়ীর অমুক

জায়গায় টাকা আছে লওগে, বলিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন আর তাঁকে দেখা গেল না। শাঁখারী সেই বাড়ীতে এসে শাঁখার দাম চাইলে, মেয়ে বাড়ীতে নেই শুনে রণজিৎ রায়ের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে প'ড়ল। তিনি ও তাঁহার লোকজন মেয়ের সন্ধানে চারিদিকে ছুটাছুটী ক'র্‌তে লাগিল কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মিলিল না। মেয়ের শোকে রণজিৎ রায় হা হুতাস ক'র্‌ছে, এমন সময় লোকজনেরা এসে ব'ল্লে দীঘিতে কি দেখা যাচ্ছে। রণজিৎ রায় দৌড়ে দীঘির ধারে গিয়ে ছাখে যে সেই শাঁখা পরা হাতটী জলের ভিতর হ'তে উঠ্‌ছে নাম্‌ছে, খানিকক্ষণ পরে তাহা মিলিয়া গেল আর দেখা গেল না। 'কি কর্‌লুম!' বলিয়া রণজিৎ রায় কেঁদে আকুল।

৮২৫ **অর্থ যাহার দাস সেই মানুষ।** যাহারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তাহারা মানুষ হইয়াও মানুষ নয়; মানুষের আকৃতি—কিন্তু পশুর ব্যবহার।

৮২৬ **জ্ঞানোন্মাদ হইলে আর কর্ত্তব্য থাকে না। তখন ভগবান তাঁহার ভার লন।** যেমন জমিদার নাবালক রাখিয়া মরিয়া গেলে, অছি সেই নাবালকের ভার লয়।

৮২৭ প্রেমোন্মাদ না হ'লে তিনি সমস্ত ভার লন না। ছোট ছেলেকেই হাত ধ'রে খেতে বসিয়ে দেয়, বুড়োদের কে দেয়? **তাঁর** চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে যখন আপনাকে ভুল হ'য়ে যায়, আর নিজের ভার নিজে নিতে পারে না, তখন ঈশ্বর তার সব ভার লন।

৮২৮ নদীর গতি সাগরের দিকে, কিন্তু মানুষ খাল কাটিয়া অন্য দিকে লইয়া যায়। আত্মার গতি ভগবানের দিকে, কিন্তু জীব কাম-কাঞ্চনরূপ খাল কাটিয়া তাহাকে অন্য দিকে লইয়া যায়।

৮২৯ পরমহংসদেব একটী যুবককে বিরলে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বর আছেন' এ কথা যাহার ঠিক ঠিক বোধ হয়, সে আর এ সংসারে থাকিতে পারে না।

৮৩০ প্রশ্ন—তাঁকে লাভ করবার জন্য কেন ব্যাকুলতা হয় না?

উত্তর—ভোগান্ত না হ'লে ব্যাকুলতা আসে না। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ যেটুকু আছে, সেটুকু তৃপ্তি না হ'লে, জগতের মাকে মনে পড়ে না।

৮৩১ যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।

৮৩২ প্রঃ—সব ত্যাগ না করিলে কি ঈশ্বর দর্শন হয় না?

উঃ—তোমাদের সব ত্যাগ করিবার দরকার নেই। কচ্ছপের মত সংসারে থাক; কচ্ছপ যেমন নিজে জলে চ'রে বেড়ায় কিন্তু মন তার, সেই আড়াতে—যেখানে ডিম রাখে, সেখানে প'ড়ে থাকে।

৮৩৩ পরমহংসদেব বলিতেন, "বৃহস্পতির শেষ কোন কার্য্য করিতে নাই।"

৮৩৪ রাধাকৃষ্ণের ও গীতার আধুনিক রকমের আধ্যাত্মিক

ব্যাখ্যার কথা শুনিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "উহার ভিতর আধ্যাত্মিক টাধ্যাত্মিক কিছুই নাই, যাহা আছে সব ঠিক ঠিক।"

৮৩৫ বনে ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে রাম পম্পাসরোবরে জল পান ক'রতে, তাঁর ধনুক সরোবরের ধারে পুঁতে রেখে জলে নেমেছিলেন। উঠে এসে ছ্যাখেন, ধনুকে একটা ব্যাঙ রক্তাক্ত কলেবরে বিদ্ধ হ'য়ে প'ড়ে আছে। রাম মহাদুঃখিত হ'য়ে তাকে ব'ল্‌লেন, "তুমি শব্দ ক'রলে না কেন? শব্দ ক'র্‌লে আমরা জান্‌তে পারতাম, তা হ'লে আর তোমার এ দশা হ'ত না।" ব্যাঙটা ব'ল্লে "রাম যখন বিপদে পড়ি, তখন 'রাম রক্ষা কর' ব'লে ডাকি; এখন রামই যখন মার্‌ছেন, তখন আর কাকে ডাক্‌ব?"

৮৩৬ পরমহংসদেব একদিন তাঁহার এক বালক শিষ্যকে বলিলেন, "তোমার শরীরে যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে প্রচুর ধনলাভের সম্ভাবনা; তোমার নিকট ধন থাকিলে ভাল হয়, ধনের সদ্ব্যবহার হয়, কি বল ধনী হইবে?" বালক শুনিয়া আকুল; চরণে ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল, ভগবান আমায় রক্ষা কর।

৮৩৭ পানিহাটির চিঁড়ামহোৎসবে একটী ভক্ত গোস্বামীর সহিত আলাপ করিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "তুমি ভোগও করিও—যোগও করিও।"

৮৩৮ যোগী দুরকম। ভক্ত যোগী আর গুপ্ত যোগী।

সংসারে গুপ্ত যোগী—কেউ তাকে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়।

৮৩৯ একজন ভাগবতের কথককে বলিয়াছিলেন, "তুমি এখনও আমড়ার অম্বল খাওগে।" (অর্থাৎ কাম-কাঞ্চনে মত্ত হওগে)।

৮৪০ একজন সিদ্ধাই আপন লিঙ্গ শিষ্যদিগের চক্রের মধ্যে আনিয়াছিল। পরমহংসদেব সে স্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে তিনি সেই লিঙ্গশরীরস্থ সিদ্ধাই সম্বন্ধে বলিতেন, "আমি দেখিলাম একটা কেঁচোর মত হ'য়ে শালা রহিয়াছে।"

৮৪১ কোন সিদ্ধাই তাঁর নিকট গিয়া তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে বলিয়াছিল। তিনি তাকে ব'লেছিলেন, "না বাপু! তাহা আমি করিতে পারিব না।" কিছুদিন বাদে সেই সিদ্ধাই লোক দ্বারা বলিয়া পাঠায়, তাঁকে বলিও আমি একজন সিদ্ধাই, অতএব আমার কথা অবহেলা করিলে তাঁহার অনিষ্ট হইবে। পরমহংসদেব সেই কথা শুনে বলেন, "তাঁকে বলিও যে আমি তার সিদ্ধি গ্রাহ্যও করি না।"

৮৪২ **পুস্তক হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হইয়া তাঁহাতে ডুব না দিলে তাঁহাকে ধরিতে পারিবে না।**

৮৪৩ পরমহংসদেব বলিতেন, "গুরু, কর্ত্তা ও বাবা, এই

তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। **ঈশ্বর কর্ত্তা—আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র।"**

৮৪৪ **তাঁর কৃপা না হইলে কিছুই হইবে না।**

৮৪৫ তিনি আরও বলিতেন, "যদি কেহ আমায় গুরু বলে, আমি বলি দূর শালা। গুরু কিরে? **এক সচ্চিদানন্দ বই আর কেহ বড় নাই।** আমি মাকে বলি, মা আমি যন্ত্র—তুমি যন্ত্রী, যেমন করাও—তেমনি করি, যেমন বলাও—তেমনি বলি।"

৮৪৬ সূক্ষ্ম কথার মর্ম্ম কয়জন বুঝে? লোকে যাহা-দিগকে দুশ্চরিত্র বলে, তাহাদের ভিতরও সাধু থাকিতে পারে।

৮৪৭ বিনয়ীর ঈশ্বর কেমন? যেমন খুড়ী, জেঠীর কোন্দল শুনিয়া ছেলেরা খেলা করিবার সময় পরস্পর বলাবলি করে, "আমার ঈশ্বরের দিব্য।" আর যেমন কোন কোন ফিট্ বাবু পান চিবাইতে চিবাইতে ছড়ি হাতে করিয়া একটী ফুল তুলিয়া বলে, "ঈশ্বর কি সুন্দর ফুল সৃজন করিয়াছেন।" এ ভাব ক্ষণিক, যেমন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটা। তাই বলিতেছি ডাকিতে হইবে 'ডুবু ডুবু ডুবু সাগরে আমার মন'। তাঁহার জন্য একেবারে ডুবিয়া যাইতে হইবে।

৮৪৮ পরমহংসদেবের কালী মানে আলাদা। বেদে যাঁহাকে পরমব্রহ্ম বলে—তিনি তাঁহাকেই কালী বলেন।

মুসলমান যাঁহাকে আল্লা বলে—খৃষ্টান যাঁহাকে গড্ বলে—তিনি তাঁহাকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না,—এক ছ্যাখেন। ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁহাকে ব্রহ্ম ব'লে গেছেন, যোগীরা যাঁহাকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁহাকে ভগবান বলেন—পরমহংসদেব তাঁহাকেই কালী বলেন। তাঁর কাছে শুনেছি, একজনকার কাছে একটী গামলা ছিল। যে তাহার কাছে কাপড় ছোপাইতে আসিত, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত তুমি কোন্ রঙ্গে ছোপাইতে চাও। লোকটী যদি বলিত সবুজ রঙ, তাহা হইলে কাপড়খানি গামলার রঙে ডুবাইয়া বলিত, "এই নাও তোমার সবুজ রঙে ছোপান কাপড়।" যদি কেহ বলিত লাল রঙ, তাহা হইলেও সেই গামলায় ছোপাইয়া বলিত, "এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।" এইরূপ হরিদ্রা, নীল প্রভৃতি যে যে রঙ চাহিত, সে সেই এক গামলায় ডুবাইয়া সেই সেই রঙ করিয়া দিত। একজন লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বলিল, "আমি কি রঙ চাহি ব'লব? তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছ, আমায় সেই রঙ দাও।" সেইরূপ পরমহংসদেবের সব ভাব আছে, সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার কাছে শান্তি ও আনন্দ পায়, তাঁহার যে কি ভাব কি গভীর অবস্থা কে বুঝিবে?

৮৪৯ একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে—নয় নিরাকারে। দৃঢ় হ'লে তবে ঈশ্বর লাভ হবে—নচেৎ নয়। দৃঢ় হ'লে, সাকারবাদীতেও ঈশ্বর লাভ ক'রবে—নিরাকারবাদীতেও ঈশ্বর

লাভ ক'রবে। মিছরীর রুটী সিদে ক'রেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও, মিষ্টি লাগ্‌বে।

৮৫০ রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন সব গরু মাঠে গিয়ে এক হ'য়ে যায়; আবার যখন সন্ধ্যাবেলায় নিজের ঘরে যায়, তখন আবার পৃথক হ'য়ে যায়। নিজের ঘরে আপনাতে আপনি থাকে।

৮৫১ জ্ঞানের দুটী লক্ষণ আছে। প্রথম—কুটস্থ বুদ্ধি, দ্বিতীয়—পুরুষকার। কুটস্থ বুদ্ধি কিনা হাজার দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, বিঘ্ন হউক না কেন—নির্ব্বিকার, যেমন কামারশালার 'নাই'—যার উপর হাতুড়ি পেটে। আর পুরুষকার কিনা—খুব রোক। কাম, ক্রোধ আমার অনিস্ট ক'রছে তো তাদের একেবারে ত্যাগ; যেমন কচ্ছপ যদি হাত পা ভিতরে সাঁদ ক'রলে তো চারখানা ক'রে ফেল্‌লেও আর বার ক'রবে না।

৮৫২ **যতক্ষণ দুই জ্ঞান** (অর্থাৎ 'আমি তুমি'—এই দ্বৈতবোধ)—**ততক্ষণ মায়া।** পরে দুই যাইয়া যখন এক জ্ঞান মাত্র থাকে, তখনই ঠিক জ্ঞান অথবা ব্রহ্মতে অবস্থান হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৮৫৩ সাকার এবং নিরাকার কিরূপ জান? যেমন জল আর বরফ। যখন জল জমাট বেঁধে থাকে—তখনই সাকার; আর যখন গ'লে জল হয়—তখনই নিরাকার।

৮৫৪ যিনি সাকার—তিনিই নিরাকার। ভক্তের কাছে

তিনি সাকাররূপে আবির্ভাব হ'য়ে দর্শন দেন। যেমন মহা-সমুদ্রে কেবল অনন্ত জলরাশি, কুলকিনারা কিছুই নাই, কেবল কোথাও কোথাও বেশী ঠাণ্ডায় জ'মে গিয়ে বরফ হ'য়েছে দেখা যায়। সেইরূপ ভক্তের ভক্তি-হিমে সাকার রূপ দর্শন হয়। আবার সূর্য্য উঠ্‌লে যেমন বরফ গ'লে যায় ও পূর্ব্বের ন্যায় যেমন জল তেমনি হয়। জ্ঞানসূর্য্য উদয় হ'লে সেই সাকাররূপ বরফ গ'লে জল হ'য়ে যায় ও নিরাকার হয়।

৮৫৫ যেমন কোন কোন লোক আম্র খাইয়া গামছা দিয়া মুখ পুঁছিয়া বসিয়া থাকে, যেন কেহ টের না পায়। আবার কোন লোক একটী আম্র পাইলে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাহা সকলকে একটু একটু দিয়ে খায়। ভক্তও সেইরূপ দুই প্রকারের।

৮৫৬ যাহারা শিষ্য ক'রে বেড়ায় তাহারা হাল্‌কা থাকের লোক, আর যাহারা সিদ্ধাই, অর্থাৎ নানারকমে শক্তি চায়, তাহারাও হাল্‌কা থাকের লোক।

৮৫৭ নির্গুণ ব্রহ্মও যে বস্তু—সগুণ ঈশ্বরও সেই বস্তু। যেমন আমি, এক সময় দিগম্বর—আবার এক সময় সাম্বর।

৮৫৮ যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ **নির্গুণ ব্রহ্মের** উপলব্ধি হ'তে পারে না, ততক্ষণ **সগুণ ব্রহ্ম** মানুতে হয়।

৮৫৯ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভগবানের চিন্তা করে, সেই বুঝ্‌তে পারে যে **তাঁর** স্বরূপ কি। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা

গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে বহুরূপী গিরগিটির নানা রং —কখনও হলদে, কখনও সবুজ, কখনও লাল, আবার কখনও বা কোন রং নাই ; ভগবানও সেই রকম ; তিনি নানাভাবে, নানারূপে তাঁর ভক্তদের দেখা দিয়া থাকেন। যারা তাঁর কোন খোঁজ খবর রাখে না, তারাই তাঁর স্বরূপ নিয়ে তর্ক ঝগড়া করে।

৮৬০ নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই নিত্য। লীলা ধ'রে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণে যেতে হয়। মহা-কারণে এলেই সব চুপ, সেখানে কোন কথা চলে না। আবার সেখান থেকে ক্রমে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলে আস্‌তে হয়। মহা-সমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রে উঠ্‌ছে আবার তাতেই লয় হ'চ্ছে।

৮৬১ যতক্ষণ ঈশ্বর না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নেতি নেতি ক'রে বিচার দ্বারা তাঁকে ধ'র্‌তে হয় ; তাঁকে পেলে তখন দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, তিনিই সব হ'য়েছেন। ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ, ভাল, মন্দ, শুচি, অশুচি—সকলই তিনি।

৮৬২ একটা বেলের খোলা, শাঁস, বিচি এ সব যদি আলাদা করা যায়, আর পরে যদি একজন জানতে চায় যে, বেলটা ওজনে কত? তা হ'লে শুধু শাঁসটা ওজন ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না। খোলা বিচিও নিতে হবে। বিচার ক'র্‌লে শাঁসটা সার, খোলা ও বিচি অসার ; কিন্তু যে সত্তার শাঁস, সেই সত্তাতেই খোলা ও বিচির উৎপত্তি। সম্পূর্ণ বেল

বুঝ্‌তে হ'লে খোলা ও বিচি ফেলবার যো নাই। সেইরূপ ঈশ্বরই সার বস্তু; কিন্তু তাঁকে পূর্ণরূপে বুঝ্‌তে হ'লে সৃষ্টি, জীব ও জগৎও তাঁর সঙ্গে নিতে হবে।

৮৬৩ কলাগাছের খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাঝে যেতে হয়, আবার মাঝ থেকে ক্রমে খোলার পর খোলায় এলে সম্পূর্ণ গাছের জ্ঞান উপলব্ধি হয়। সেইরূপ নেতি নেতি ক'রে উঠে গেলেই—ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্ম থেকে নেমে এলেই—জগৎ।

৮৬৪ সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডায় যেমন সাগরের জল বরফ হ'য়ে সাগরের জলে ভাসে, তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্ত্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞান-সূর্য্য উদয় হ'লে বরফ গ'লে আগেকার যেমনি জল তেমনি হয়; অধঃ ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ। সমুদ্র জলে জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে স্তব ক'রেছে—ঠাকুর তুমিই সাকার, তুমিই নিরাকার; আমাদের সাম্‌নে তুমি মানুষরূপে লীলা ক'র্‌ছ, আবার বেদে তোমাকেই বাক্য মনের অতীত ব'ল্‌ছে।

৮৬৫ কবীর ব'ল্‌তো—"সাকার আমার মা—নিরাকার আমার বাপ। কিস্‌কো নিন্দে কিস্‌কো বন্দে, দোনো পাল্লা ভারি।"

৮৬৬ প্রশ্ন—মহাশয় আমাদের উপায় কি?

উত্তর—গুরুবাক্যে বিশ্বাস; তাঁর বাক্য

ধ'রে ধ'রে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়, যেমন সূতোর খি ধ'রে ধ'রে গেলে বস্তু লাভ হয়।

৮৬৭ কর্ম্ম করা দরকার। সাধনা কর্ম্মগুলি তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে নিতে হয়। স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ সব দিয়ে হাওয়া করে, যাতে আগুনটা খুব হোয়ে সোনাটা গলে। সোনা গলবার পর তখন বলে, তামাক সাজ। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম প'ড়ছিল, এখন সুখে বসে তামাক খাবে।

৮৬৮ একটু সাধনা ক'রলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই। তখন সে নিজেই বুঝ্‌তে পারবে, কোন্‌টা সৎ, আর কোন্‌টা অসৎ। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য।

৮৬৯ ঘোড়ার চোখে আগে দুদিকে ঠুলি না দিলে ঘোড়া অগ্রসর হ'তে পারে না; রিপু সকলও সেইরূপ আগে বশ না ক'রতে পার্‌লে মনরূপ অশ্ব ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হ'তে পারে না।

৮৭০ শাস্ত্র কত পড়িবে, কেবল বিচার ক'রতে থাক্‌লেই বা কি হবে? অগ্রে তাঁকে লাভ করিবার চেষ্টা কর। গুরু বাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম্ম কর। গুরু না থাকেন, ভগবানের নিকট ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা কর, 'তিনি কেমন' তিনিই জানাইয়া দিবেন।

৮৭১ যদি সদ্‌গুরু লাভ হয়, তাহা হইলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচিয়া যায়। কাঁচা গুরু হইলে, গুরুরও যন্ত্রণা—

শিষ্যেরও যন্ত্রণা। কাঁচা গুরুর পাল্লায় প'ড়ে শিষ্য মুক্ত হয় না। এই বলিয়া পরমহংসদেব বলিতেন, একদিন ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম, একটা কোলা বেঙ্‌ খুব ডাকৃছে শুন্‌লাম। বোধ হ'ল যেন সাপে ধ'রেছে, কি হ'য়েছে একবার উঁকি মেরে দেখ্‌লুম। দেখি যে একটা ঢোঁড়া সাপ বেঙ্‌টাকে ধোরে ছাড়্‌তেও পারছে না, গিল্‌তেও পাচ্ছে না. ব্যাঙটারও যন্ত্রণা ঘুচ্‌ছে না। ভাব্‌লাম যদি জাত সাপে ধ'রতো, তিন ডাকের পরই ব্যাঙ্‌টা চুপ হ'য়ে যেত। ঢোঁড়ায় ধ'রেছে কিনা—তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙ্‌টারও যন্ত্রণা।

৮৭২ পরমহংসদেব বলিতেন, "আমার কোন শালা চেলা নাই। আমিই সকলকার চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে ও ঈশ্বরের দাস ; চাঁদা মামা—সকলকারই মামা।"

৮৭৩ কলিকাতা চিৎপুরের পুলের নীচে যে পীরের আস্তানা আছে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও লর্ড সাহেবের গির্জ্জার সম্মুখ দিয়া পরমহংসদেব যখনই যাইতেন তখনই তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন।

৮৭৪ একটী যুবক ভক্ত বিবাহ করিয়া পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলে পর, তিনি বলিয়াছিলেন, "গাছটী হইতে না হইতে আগাছায় ঘেরিয়া ফেলিল।"

৮৭৫ পরমহংসদেব বলিতেন, "আমি সবই লই। তুরীয় জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, ব্রহ্ম, জীব, জগৎ—আমি সব লই। সব

না হইলে ওজনে কম পড়ে, তাই আমি নিত্য, লীলা সব লই।”

৮৭৬ তিনি বলিতেন, “রোগ জানে আর দেহ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।”

৮৭৭ ঈশ্বর তিনটী কাজ ক’রছেন ; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হ’য়ে যাবে—কিছুই থাকবে না। মা কেবল সৃষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন ; আবার নূতন সৃষ্টির সময় সেই বীজগুলি বার ক’র্‌বেন। গিন্নিদের যেমন ন্যাতা-কাতার হাঁড়ী থাকে—তাতে শশা বিচি, কুমড়া বিচি, সমুদ্রের ফেণা, নীল বড়ী ইত্যাদি ছোট ছোট পুঁটুলীতে বেঁধে রাখে। দরকার হ’লে বার করেন।

৮৭৮ জনৈক নিষ্ঠাবান সম্ভ্রান্ত লোক পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি কেশব সেনের বাটীতে যাইবেন না, কেন না সে ম্লেচ্ছাচারী। পরমহংসদেব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, “তুমি লাট সাহেবের বাড়ী যেতে পার—টাকার জন্যে, আর আমি কেশব সেনের বাড়ী যেতে পারি না। সে ঈশ্বর চিন্তা করে, হরিনাম করে।”

৮৭৯ কোন ব্যক্তি পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মহাশয় থিওসফিকেল্ সোসাইটী যে সকল মহাত্মাদের কথা বলে, তাঁহারা কি সত্য আছেন?” তিনি বলেন, “আমার কথায় বিশ্বাস করেন তো আছেন।”

৮৮০ যখন পঞ্চবটীতলার মাটীতে পড়িয়া পরমহংসদেব

মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, "মা আমায় দেখিয়ে দাও, কর্ম্মীরা কর্ম্ম ক'রে যাহা পেয়েছে, যোগীরা যোগ ক'রে যাহা দেখিয়াছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যাহা জানিয়াছে।" আরও কত কি বলিতেন।

৮৮১ একটা সর্ব্বাঙ্গে ঘায়ে ভরা গলিত কুকুর অপর একটা কুক্কুরীর পশ্চাৎ শুঁকিতে শুঁকিতে যাইতেছিল। সে আঘাত করিতেছে, তথাপি পেছন ছাড়ে না দেখিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, **সংসারী লোকের অবস্থাও ঠিক ঐরূপ। শত শত যন্ত্রণা, দুঃখ, শোক, মনস্তাপের মধ্যে পড়ে, তথাপি আশক্তি কমে না।**

৮৮২ সে অহঙ্কার—অহঙ্কার নয়, যে অহঙ্কারে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ পায়; সে বিনয়—বিনয় নয়, যে বিনয়ে আত্মাকে হীন করে।

৮৮৩ কোন ভক্তের পীড়ার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি বসরাই গোলাপ, তাই মা তোমার গোড়া খুঁড়িয়া দিতেছেন।"

৮৮৪ কোন ভক্তের মৃত্যুতে তিনি বলিয়াছিলেন, "ফুলটী ভালরূপ প্রস্ফুটিত হইলেই উদ্যান স্বামী তাহা ছিঁড়িয়া লয়।"

৮৮৫ একটী ফকির বনে একটী কুটীর তৈয়ারী ক'রে তাতে থাকৃত। ফকিরটার কাছে অনেকেই আসে, তাঁর অতিথি সৎকার ক'র্‌তে ইচ্ছা হ'লো। অতিথি সৎকার

ক'র্‌তে হ'লেই টাকার দরকার। কি করেন, তখন আকবরসা দিল্লীর বাদ্‌সা; সাধু ফকিরের তাঁর কাছে অবারিত দ্বার, তাঁর কাছে একবার যাই ব'লে সরাসরি আকবরসার কাছে উপস্থিত হ'লেন। আকবরসা তখন নামাজ প'ড়ছিলেন, ফকির গিয়ে দাঁড়াল; শুন্‌লে আকবরসা নামাজের শেষে ব'লছে 'হে আল্লা ধন দাও, দৌলত দাও' এই না শুনে ফকিরটী কিছু না ব'লে চ'লে আস্‌ছে। তাঁকে চ'লে যেতে দেখে আকবরসা ইসারায় তাঁকে ব'স্‌তে ব'ল্‌লেন। নামাজ শেষ ক'রে বাদ্‌সা ফকিরটীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন 'আপনি এলেন কিছু না ব'লে চ'লে যাচ্ছেন কেন'? ফকিরটী বল্লেন আমার কুটীরে অনেক অতিথি আসে, তাঁদের খাওয়াবার জন্য বাদসার নিকট কিছু টাকা প্রার্থনা ক'র্‌তে এসেছিলাম। আকবরসা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন তবে চ'লে যাচ্ছেন কেন? ফকির ব'ল্‌লেন, যখন শুন্‌লাম তুমিও ধন, দৌলতের ভিখারী, তখন ভিখারীর কাছে ভিক্ষা চেয়ে কি হবে? খোদার কাছেই চাইবো ভেবে চ'লে যাচ্ছিলাম।

৮৮৬ "মাগ্‌নেসে ছোটা হো যাতা।" যার বাড়া নেই স্বয়ং ভগবান যখন ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বামনরূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। অতএব অপরের নিকট কোন বিষয় যাচ্‌ঞা করিতে হইলে ছোট হইতে হয়।

৮৮৭ অরণ্যের মধ্যে বানরেরা শীতকালে কুঁচ জড় করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া আগুন পোয়ায়। কুঁচের লাল বর্ণকে

তাহারা অগ্নির উত্তাপ মনে করে এবং তাহার উত্তাপে উত্তপ্ত হইবার আশা করে, কিন্তু তাহাদের আশা পূর্ণ হয় না। সংসারী মানবও সেইরূপ অসার ধন, মান, বিষয়াদি সংগ্রহ করিয়া সুখের আশা করে। কিন্তু তাহারা কোনক্রমে সুখ দিতে পারে না।

৮৮৮ কামিনী ও কাঞ্চন এই দুটী ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন। এই দুইটীর আসক্তি মানুষকে ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ ক'রে দেয়। আবার এমনি মজা—মানুষের যে পতন হ'চ্ছে তা তারা বুঝ্‌তে পারে না। কেল্লার গড়ানো রাস্তা দিয়ে ঢোক্‌বার সময় বুঝ্‌তে পারা যায় না যে, কত নিচে যাচ্ছি।

৮৮৯ এক প্রকার মাকড়সা আছে, যাহাদের অনেকগুলি বাচ্চা হয়, তখন তাহারা আহার যোগাইতে অসমর্থ হইয়া আপনাদের পোঁদ খাইতে দেয় এবং অবশেষে তাহাদের খাওয়ার চোটে অস্থির হইয়া মরিয়া যায়। সংসারী মানবও সেইরূপ সন্তান সন্ততিদিগকে লালন পালন করিতে আপনাদের গায়ের রক্ত দিয়াও নিস্তার নাই এবং নানা প্রকার যন্ত্রণা পাইয়া অবশেষে মারা যায়।

৮৯০ এক গর্ত্তে ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত্ত ডিঙ্গাইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ব্যাঙটা বাহিরে আসিয়া রাগিয়া হাতীর উদ্দেশ্যে মাটীতে লাথি মারিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, "এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিঙ্গাইয়া যায়।" টাকা হইলে এইরূপ অহঙ্কার হয়।

৮৯১ সাধুর নিকট যদি পোঁটলা পুঁটলি থাকে, পনেরটা গাঁটওয়ালা যদি বুঁচ্‌কি থাকে, তাহা হইলে তাদের বিশ্বাস করিও না। আমি পঞ্চবটীর তলায় ঐরকম সাধু দেখিয়াছিলাম। দু তিন জন ব'সে কেহ ডাল বাছিতেছে, কেহ কাপড় সেলাই করিতেছে, আর বড় মানুষের ভাণ্ডারের গল্প করিতে করিতে বলিতেছে, "আরে ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কর্‌কে সাধু লোককো বহুত্‌ খিলায়া; পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুত্‌ চিজ্‌ তিয়ারি কিয়াথা।"

৮৯২ বিধবার একাদশী দুধে চিঁড়ে ভিজছে, অর্থাৎ একাদশী করিতে হইবে বলিয়া দশমীর রাত্রে উত্তমরূপ ভোজন করিবার উদ্দেশ্যে দিনের বেলাই চিঁড়ে ভিজাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহাই তামসিক ভাবের দৃষ্টান্ত।

৮৯৩ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রাহ্ম-সমাজের জনৈক ব্যক্তিকে ঢং করিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহারই নাম কীর্ত্তনের তম।"

৮৯৪ ব্রাহ্ম-সমাজের কোন ব্যক্তিকে তিনি ভালবেসে ব'লেছিলেন, "বাপ ব'লে তাঁহাকে অনেক ডাকিয়াছ, একবার মা ব'লে ডেকে দেখ দেখি প্রাণ কেমন শীতল হয়।"

৮৯৫ পার্থিব মাতা যথাসময়ে সন্তানকে ডাকিয়া খাওয়ায়। মা আনন্দময়ীও যথাসময়ে স্বর্গের সুধা খাওয়াইবার জন্য ডাকিতেছেন। হে মানব! চক্ষু খুলিয়া দেখ।

৮৯৬ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "ভাই! যদি কাহারও মধ্যে অষ্টসিদ্ধির একটাও সিদ্ধি দেখিতে পাও, তাহা হইলে জানিও যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাইবে না।"

৮৯৭ ব্রাহ্মগণ যখন সাম্যভাব প্রচার করিতেন, পরমহংসদেব তখন তাহাদিগকে বলিতেন, "তাত বটে গো! তুমি বলিলেই বা কয় জন শোনে, আর কেশব বলিলেই বা কয়জন শোনে?"

৮৯৮ রামকৃষ্ণদেবের নানাপ্রকার ভাব ও সমাধি হইত। কোন সময় সমাধি ভঙ্গের পর তিনি সেই ভাবাবস্থায় কিরূপ আনন্দে ছিলেন জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, **"সচ্চিদানন্দ সাগরে আমি যেন মীন হ'য়ে সন্তরণ করিতেছিলাম"।**

৮৯৯ শিব অংশে জন্মগ্রহণ করিলে জ্ঞানী হয়। 'ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা' এ বোধের দিকে সদাসর্ব্বদা মন যায়। বিষ্ণু অংশে জন্মগ্রহণ করিলে প্রেমভক্তি যাবার নয়। জ্ঞান-বিচারের পর যদি এই প্রেমভক্তি কমিয়া যায়, তবে যদুবংশ-ধ্বংসকারী মুষলের ন্যায় সময়ে হু হু ক'রে তাহা বৃদ্ধি পায়।

৯০০ বেদান্তবাদীরা বলেন, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখদুঃখ, পাপপুণ্য এ সব আত্মার কিছুই করিতে পারে না। তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। যেমন ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে, কিন্তু আকাশের কিছু করিতে পারে না।

৯০১ মায়া কাহাকে বলে জান? বাপ, মা, ভাই, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্র, ভাগ্‌নে, ভাইপো, ভাইঝি এই সব আত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা বোধকে—মায়া; আর দয়া মানে—সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসা।

৯০২ মানুষকে মায়ায় ভুলিয়ে রাখে। যাদের জ্ঞান হয়, তারা মায়ার ভেল্কীতে ভোলে না; কামিনী কাঞ্চনে বশ হয় না। আঁতুড় ঘরের ধূলা, হাঁড়ির খোলা যে পায়ে পরে, তার বাজিকরের ড্যাম্ ড্যাম্ শব্দের ভেল্কি লাগে না। বাজিকর কি ক'রছে, সে তা ঠিক দেখ্‌তে পায়।

৯০৩ কেশব সেনকে তিনি বলিয়াছিলেন, "নির্জ্জনে না গেলে শক্ত রোগ সারবে কেমন ক'রে? রোগটা হ'য়েছে বিকার, আর যে ঘরে বিকার রোগী সেই ঘরে তেঁতুলের আচার আর জলের জালা; মেয়ে মানুষ, পুরুষের পক্ষে—তেঁতুলের আচার, আর ভোগ বাসনা—জলের জালা। তাতে কি রোগ সারে? দিন কতক ঠাঁইনাড়া হ'য়ে থাক্‌তে হয়। তারপর নীরোগ হ'য়ে আবার সেই ঘরে থাক্‌লে আর ভয় নেই।"

৯০৪ যেমন সাপ দেখিলে লোকে বলে "মা মনসা মুখটা লুকিয়ে লেজটা দেখিয়ে যেও" তেমনি কামিনী কাঞ্চনের সম্মুখে কখন যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। কারণ কামিনীর ন্যায় প্রলোভনের পদার্থ আর নাই, প্রলোভনে পতিত হইয়া শিক্ষা করা অপেক্ষা তাহার সংস্রবে না আসাই ভাল।

৯০৫ সরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিষয় বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূরে। বিষয় বুদ্ধি থাকৃলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার এই সব।

৯০৬ একালে যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, তেমনি "গেলের পাঁচন" ঔষধ বাহির হইয়াছে। যেমন ঘোর কলি, জীবের প্রতি কৃপা করিয়া হরিনামরূপ সুগম পথও ভগবান বাহির করিয়া দিয়াছেন। একালে হরিনামেই সর্ব্বস্ব হয়, কোনরূপ কষ্ট সাধনা করিতে হয় না।

৯০৭ কোন অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে পরমহংসদেব ব'ললেন, "বুঝি কোন ইংরাজ পণ্ডিত গীতার ভারি প্রশংসা করিয়াছে, তাই এত প্রশংসা করিলি।"

৯০৮ যেমন নিমন্ত্রিত ছেলে আর বাড়ীর ছেলে। দুইটী ছেলে, কিন্তু দুয়ের ভাবের তফাৎ। সেইরূপ শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি এক হইলেও জ্ঞানী যেন নিমন্ত্রিত ছেলে, আর ভক্ত যেন বাটীর ছেলে।

৯০৯ **বালকের ন্যায় বিশ্বাস না হইলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।** মা ব'লেছেন 'ও তোর দাদা হয়' বালকের অমনি বিশ্বাস ও আমার ষোল আনা দাদা। মা ব'লেছেন 'ওখানে জুজু আছে' বালকের অমনি

বিশ্বাস যে ওখানে সত্য সত্যই জুজু আছে। ঐরূপ বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখিলে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসারী বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

৯১০ জটিল বালক রোজ বনের পথ দিয়ে একলা পাঠ-শালায় যেতে বড় ভয় পেত। মাকে ভয়ের কথা বলাতে মা বল্লে, 'ভয় কি? তুই রোজ মধুসূদনকে ডাক্‌বি।' বালকটী ব'ল্লে 'মা মধুসূদন কে?' মা ব'ল্লে 'মধুসূদন তোমার দাদা হয়।' বালকটী নির্জ্জন পথে যেতে যেতে যেই ভয় পেয়েছে অমনি মার কথা স্মরণ ক'রে 'দাদা মধুসূদন' ব'লে ডাক্‌তে লাগ্‌ল; কাহারও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। যখন বালকটী 'কোথায় দাদা মধুসূদন আছ, এস, আমার বড় ভয় পেয়েছে' ব'লে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগ্‌ল, তখন ঠাকুর আর থাক্‌তে পারলেন না; এসে ব'ললেন 'এই যে আমি, তোমার ভয় কি। তুমি যখন ডাক্‌বে, তখনই আস্‌ব' ব'লে সঙ্গে ক'রে পাঠশালার রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিলেন।

৯১১ কেহ পরমহংসদেবকে বলিয়াছিল, "ঈশ্বর দয়াময়।" তাতে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিসে দয়াময়?" সে ব্যক্তি বলিল, "কেন মহারাজ! তিনি আমাদের সর্ব্বদা দেখিতেছেন, আমাদের আহারীয় সামগ্রী যোগাইতেছেন, আমাদের ধর্ম্মার্থ সকলই দিতেছেন।" পরমহংসদেব বলিলেন, "যদি কাহারও সন্তানাদি হয়, তাদের খবর, তাদের খাওয়াইবার ভার, বাপ লইবে না তো

কি বামন পাড়ার লোক আসিয়া লইবে।” একজন বলিল, “মশাই তবে কি তিনি দয়াময় নন?” তিনি বলিলেন, “তা কেন গো! ও একটা বলিলাম, তিনি যে আপনার লোক, তাঁর উপর আমাদের জোর চলে, আপনার লোকদের এমন পর্য্যন্ত বলা যায়, দিবি নারে শালা।”

৯১২ পূর্ব্বদিকে যতই চলিবে—পশ্চিমদিক ততই দূর হইবে। **ধর্ম্মপথে যতই চলিবে—সংসার তত দূর হইয়া পড়িবে।**

৯১৩ **কলিতে নারদীয় ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ও সার।**

৯১৪ ঈশ্বর অনন্তই হ’ন আর যত বড়ই হ’ন তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসিতে পারেন ও আসেন। তিনি অবতার হন, উপমার দ্বারা বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই—প্রত্যক্ষ হওয়া চাই, উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। দেখ গরুর যদি শিংটা স্পর্শ কর গরুকেই স্পর্শ করা হইল। পা লেজটাকে স্পর্শ করিলেও গরুকেই স্পর্শ করা হইল; কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর মধ্যে সার পদার্থ হইতেছে দুগ্ধ। সেই দুগ্ধ বাঁট দিয়া আইসে। সেইরূপ **ঈশ্বর প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য মানুষ দেহ ধারণ ক’রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।**

৯১৫ সংসারে দুই স্বভাবের লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকগুলো কুলোর ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট, আর কতকগুলো চালুনির ন্যায়। কুলো যেমন ভূষি প্রভৃতি অসার বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সার বস্তুগুলি আপনার ভিতর রাখে, সেই রকম এক শ্রেণীর লোক সংসারে অসার বস্তু (কামিনী-কাঞ্চনাদি) পরিত্যাগ করিয়া সার বস্তু ভগবানকে গ্রাস করে; এবং চালুনি যেমন সার বস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া অসার বস্তুগুলি নিজের ভিতর রাখে, সেইরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকগুলি সার বস্তু ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া অসার বস্তু কাম-কাঞ্চনাদি গ্রহণ করে।

৯১৬ ঈশ্বরতত্ত্বের সার হ'চ্ছে—ঈশ্বরে প্রেমভক্তি। সেই প্রেমভক্তি মানুষকে শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ ক'রে সময় সময় অবতীর্ণ হন।

৯১৭ যখন সামনে দিয়ে ষ্টিমার চ'লে যায়, তার ঢেউ টের পাওয়া যায় না; দূরে গেলে তখন তার ঢেউ এসে কাছে লাগে। অবতারদের দেহ ত্যাগের পর, তাঁদের কাজ-কর্ম্ম দেখে জীব তাঁদের বুঝ্‌তে পারে।

৯১৮ বিষয়ীরা যখন সাধুর কাছে আসে তখন বিষয়ের কথা, বিষয় চিন্তা সব একেবারে লুকিকে ফ্যালে। সাধুর কাছ থেকে চলে গিয়ে আবার সেগুলি বার করে; যেমন পায়রা মটর খেলে মনে হ'লো সব হজম ক'রে ফেল্লে কিন্তু তারপর গলায় হাত দিয়ে দেখ মটর সব গিজ্‌ গিজ্‌ ক'রছে।

৯১৯ তীব্র বৈরাগ্য হ'লে আত্মীয়স্বজন কালসাপ,

সংসার পাতকুয়া ব'লে বোধ হয়। তখন বিষয় ঠিক্‌ঠাক্‌ ক'রবো, টাকা জমাবো এ সব বোধ থাকে না। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু—আর সব অনিত্য, অবস্তু ব'লে মনে হয়।

৯২০ **ব্রহ্ম-দ্রব-বারি বা গঙ্গাজল তিনি সকলকে পান করিতে বলিতেন।** কাহারও মন খারাপ হইয়া গেলে বলিতেন, "**একটু গঙ্গাজল খাও, সব ভাল হ'য়ে যাবে।**"

৯২১ পরমহংসদেবের ঘরে ব'সে এক ব্যক্তি একখানা পুস্তক হইতে রাজা রামমোহন রায় এক ব্রাহ্মণের সহিত যে রহস্য করিয়াছিলেন, সেই স্থলটী পাঠ ক'রে অপর একজনকে শুনাইতেছিল। পরমহংসদেব বিছানায় তখন শয়ন করিয়াছিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের ফুল তুলিবার ঝারিটী লুকাইয়া রাখেন তারপর ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু পুষ্প সাকার। সাকার বস্তু দিয়ে নিরাকার পূজা করা যায় না। তাঁহাকে মন দ্বারা পূজা করিতে হয়। ব্রাহ্মণ তাহাই বুঝিল। পরমহংসদেব তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দুজনেরই সমান মোটা বুদ্ধি, মনটা সাকার না নিরাকার?"

৯২২ মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের নিকট একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া অতি বিনীতভাবে কথাবার্ত্তা কহিত। কিছুকাল পরে সে আর আসিত না। একদিন পরমহংসদেব হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কোন্নগরে যাইয়া দেখিলেন, সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসিয়া হাওয়া খাইতেছে। তখন তাঁহাকে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ

বলিয়া উঠিল, "কি ঠাকুর! আছো কেমন?" পরমহংসদেব তার কথার স্বর শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "ও হৃদে! এ লোকটার এখন টাকা হইয়াছে, তাই ঐ রকম কথা।" হৃদয় হাঁসিতে লাগিল। বাস্তবিকই অর্থ হইলে মানুষের বিপরীত ভাব হইয়া থাকে।

৯২৩ একজনের বাড়ীতে ভারি অসুখ, রোগী মৃতপ্রায়, এমন সময় একজন বলিল, "ওমুক নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়িবে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে পড়িবে, আর একটা সাপ একটা ব্যাঙকে তেড়ে যাইবে, ব্যাঙকে ছোবল মারিবার সময় ব্যাঙটা যেই লম্ফ দিয়া পলায়ন করিবে, ওমনি সর্পের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়িয়া যাইবে; সেই বিষের ঔষধ করিয়া যদি রোগীকে সেবন করাইতে পার, তবে রোগী বাঁচিবে।" যাহার বাড়ীতে অসুখ, সে দিন নক্ষত্র দেখিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল, আর ব্যাকুল হইয়া ঐ সকল খুঁজিতে লাগিল। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছে, "ঠাকুর! তুমি যদি জোটপাট করিয়া দাও তবেই হয়।" যাইতে যাইতে সে একটা মড়ার মাথার খুলি দেখিতে পাইল, দেখিতে দেখিতে এক পসলা বৃষ্টিও হইয়া গেল। তখন সে ব্যক্তি বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর! মড়ার মাথার খুলি ত পাইলাম, সেই নক্ষত্রে বৃষ্টিও হইল এবং খুলিতে বৃষ্টির জলও পড়িয়াছে। এখন কৃপা ক'রে আর কয়টার যোগাযোগ করিয়া দাও।" এমন সময় একটা বিষধর সর্প আসিল। তখন সেই লোকটার

ভারি আনন্দ হইল এবং এমন ব্যাকুল হইল যে, তাহার বুক দুড়্ দুড়্ করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর! অনেকগুলি যোগাযোগ হইয়াছে, এখন কৃপা করিয়া অবশিষ্ট-গুলির যোগাযোগ করিয়া দাও।" বলিতে বলিতে ব্যাঙও আসিল, সাপটা ব্যাঙকে তাড়া করিল। মড়ার মাথার খুলির কাছে সেই সাপটা যেমন ছোবল দিতে যাইবে, ওমনি ব্যাঙটা লম্ফ দিয়া ওদিকে চলিয়া গেল, আর বিষ খুলির ভিতর পড়িয়া গেল। **কাতর প্রাণে ভগবানের নিকট যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।**

৯২৪ তোতাপুরী সকল সময় ধূনী জ্বালাইয়া রাখিতেন। একদিন তিনি অগ্নির ধারে বসিয়া পরমহংসদেবের সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছেন, এমন সময় একজন আসিয়া তামাক খাইবার জন্য ধূনী হইতে আগুন তুলিয়া লইল। তোতাপুরী তাহা দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু পরমহংসদেব তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এই কি তোমার ব্রহ্মময় জগৎ? ঐ মানুষটা কি ব্রহ্ম নয়, ঐ আগুনটাও কি ব্রহ্ম নয়? জ্ঞানীর চক্ষে আবার ছোট বড় কি?" তোতাপুরী শান্ত হইয়া বলিলেন, "ভাই! তুমি ঠিক বলিয়াছ। আজ হইতে আর তুমি আমাকে রাগান্বিত হইতে দেখিবে না।" এবং বাস্তবিকই তারপর হইতে আর তাঁহাকে রাগিতে দেখা যায় নাই।

৯২৫ সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর তাঁতে আত্ম সমর্পণ কর;

তা হ'লে আর গোল থাক্‌বে না। তখন দেখ্‌বে তিনিই সব ক'রছেন। সবই '**রামের ইচ্ছা**'।

৯২৬ কোন গ্রামে একজন তাঁতি বাস করিত। সে বড় ধার্ম্মিক ব'লে সকলেই তাকে বিশ্বাস করতো ও ভালবাস্‌তো। তাঁতি হাটে কাপড় বিক্রয় করে। খরিদ্দার জিজ্ঞাসা ক'রলে "কাপড়ের দাম কত।" তাঁতি ব'ললে, "রামের ইচ্ছায় সুতার দাম ১৲ টাকা, রামের ইচ্ছায় মেহনতের দাম ।৹ আনা, রামের ইচ্ছায় মুনফা ৵৹ আনা, কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছায় ১।৵৹ আনা।" লোকে বিশ্বাস ক'রে তাহার কথামত দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিয়ে চ'লে যেত। লোকটী গভীর রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে ঈশ্বর চিন্তা ক'রতো। একদিন অনেক রাত্‌ হ'য়েছে তবুও ঘুম হ'চ্চে না, সে ব'সে ব'সে তামাক খাচ্ছে, এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি ক'রতে যাচ্ছিল। তাদের একটা মুটের অভাব ছিল। তারা সেই তাঁতির হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল। তারপর এক গৃহস্থের বাটীতে ডাকাতি ক'রে সমুদায় মাল পত্র তাঁতির মাথায় তুলে দিলে। এমন সময় পুলিস এসে পড়ায় ডাকাতেরা সবাই পালিয়ে গেল, কেবল মাল মাথায় তাঁতি ধরা পড়িল। গ্রামের লোক পরদিন সে সংবাদ শুনে হাকিমের নিকট যাইয়া বলিল যে, এ লোক কখনই ডাকাতি করিতে পারে না, এ পরম ধার্ম্মিক। হাকিম তাঁতিকে সবিশেষ ঘটনা বর্ণনা করিতে বলিলেন। তাঁতি ব'ললে, "হুজুর! রামের

ইচ্ছায় আমি রাত্রে ভাত খাইলাম। রামের ইচ্ছায় তারপর চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে ঈশ্বর চিন্তা করিতেছিলাম। রামের ইচ্ছায় অনেক রাত হ'য়ে গেল, এমন সময় রামের ইচ্ছায় একদল ডাকাত এসে আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল। তারপর রামের ইচ্ছায় তারা এক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতি করিল। রামের ইচ্ছায় আমার মাথায় সব মোট দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছায় পুলিস এসে পড়িল। রামের ইচ্ছায় তারা সবাই পালাল। রামের ইচ্ছায় আমি ধরা পড়িলাম। রামের ইচ্ছায় কাল রাত্রে হাজতে রহিলাম. আব আজ সকালে রামের ইচ্ছায় হুজুরের কাছে আমায় এনেছে।" হাকিম তাঁতিকে খালাস দিলেন। তাঁতি রাস্তায় বন্ধুদের ব'ললে, "রামের ইচ্ছায় আমায় ছেড়ে দিলে।"

৯২৭ প্রশ্ন—শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে কি ধর্ম্মলাভ হয় না ?

উত্তর—অপরকে হত্যা করিতে হইলে বিবিধ অস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু আত্মহত্যা একখানি নরুনের দ্বারা সাধিত হয়। তেমনি প্রচারক বা বক্তা হইলে শাস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু আত্মজ্ঞান এক কথায় হয়।

৯২৮ শাস্ত্র প'রে হদ্দ অস্তি মাত্র বোধ হয়, কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়।

৯২৯ সকলেরই জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় জ্ঞান হ'তে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই খাটানো আছে, গ্যাস

কোম্পানীর কাছ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। তাদের আরজি কর। আরজি কল্লেই তারা গ্যাসের বন্দোবস্ত ক'রে দেবে। ঘরে গ্যাসের আলো জ্ব'লবে।

৯৩০ শুধু শাস্ত্র প'ড়ে কি হবে? শাস্ত্র বালিতে চিনিতে মিশেল আছে, তাথেকে চিনিটুকু লওয়া ভারি কঠিন। শাস্ত্রের মর্ম্ম গুরু মুখে, সাধু মুখে জেনে নিতে হয়— তখন আর গ্রন্থের কি দরকার।

৯৩১ বই প'ড়ে ঠিক অনুভব হয় না। তাঁর দর্শন পেলে, বই, শাস্ত্র এ সব খড় কুটো ব'লে বোধ হয়।

৯৩২ প্রশ্ন—ধর্ম্ম লাভের উপায় কি?

উত্তর—ঈশ্বরে নির্ভর করাই ধর্ম্মলাভের সহজ উপায়।

৯৩৩ প্রশ্ন—ঈশ্বরে নির্ভরের উপায় কি?

উত্তর—যেমন খুঁটি ধরিয়া বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিলে আর পড়িবার আশঙ্কা থাকে না, তেমনি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সমস্ত কার্য্য করিলে তাহার আর বিপদ হয় না।

৯৩৪ জপ করা কি ভাল?

জপ ক'রতে ক'রতে ঈশ্বর লাভ হয়। নির্জ্জনে গোপনে তাঁকে ডাকলে তাঁর কৃপা হয় ও তাঁর দর্শন পাওয়া যায়।

৯৩৫ সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যতদিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়; যখন ঈশ্বর লাভ হয়, তখন সন্ধ্যাদি কর্ম্ম চলে যায়। কর্ম্ম যে বরাবর ক'রতে হবে তা নয়। ঈশ্বর

দর্শন হ'লে আর কর্ম্ম থাকে না, যেমন ফল হ'লে ফুল আপনি ঝ'রে যায়।

৯৩৬ কিরূপে লোক অন্য লোকের নেতা হয়?

যে গরুর মস্তকে সোরসো থাকে, সেই গরুই দলের অগ্রে অগ্রে গমন করে। তেমনি যে ব্যক্তির মহত্ত্ব আছে, তিনিই অপর সকলের দলপতি বা নেতা হন।

৯৩৭ প্রশ্ন—লোকদিগকে ধর্ম্মপথে কিরূপে আনা যায়?

উত্তর—বলপূর্ব্বক কাহাকেও ধর্ম্মপথে আনা যায় না। ভগবৎ কৃপায় মানুষ আপনি ধর্ম্মপথে আসে। পাপ বোধ হইলে মানুষ আপনিই দয়াল নামের স্মরণ লয়।

৯৩৮ প্রঃ—আমরা অতি হীন, দুর্ব্বল, আমরা কি কোন মহান কার্য্য করিতে পারি?

উঃ—শুক্‌নো এঁটো পাতা ঝড়ে যেমন বহু দূরে উড়ে গিয়ে পড়ে, দুর্ব্বল অক্ষম মনুষ্যও ব্রহ্ম কৃপাবলে সেইরূপ মহাবল প্রাপ্ত হ'য়ে মহা কার্য্য সাধন করে।

৯৩৯ প্রঃ—মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার সাধন প্রণালী কিরূপ?

উঃ—যাহার বাজ্‌না শিখ্‌তে সখ হয়, সে তক্কা পিটে বাজনা শেখে। মায়ার হাত হ'তে রক্ষা পাবার জন্য যার মন ব্যাকুল হয়, স্বয়ং ঈশ্বর আসিয়া তাঁহাকে সাধন প্রণালী শিক্ষা দেন।

৯৪০ প্রঃ—সংসারীদের উপায় কি?

উঃ—সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরীয় কথা শোনা, আর সদগুরুর কাছে উপদেশ লওয়া। তবে সদগুরুর লক্ষণ আছে—যে কাশী গিয়েছে, আর দেখেছে, তার কাছেই কাশীর কথা শুনতে হয়। গুরু পণ্ডিত হ'লে কি হবে? যার সংসার অনিত্য ব'লে বোধ হয়নি সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য নয়। যার বিবেক বৈরাগ্য আছে সেই উপদেশ দিতে পারে।

৯৪১ প্রঃ—সাধু চিনিবার উপায় কি?

উঃ—কামারশালের হাপোরখানায় বসিলে শীতল গাত্র উত্তপ্ত হয়, তেমনি যাহার নিকট থাকিলে ধর্ম্ম ভাবের সঞ্চার হয়—তিনিই সাধু।

৯৪২ ত্যাগীর পক্ষেই গেরুয়া; **যাদের ভিতর বার এক হ'য়ে গেছে, আসক্তির লেশমাত্র নাই—** তারাই গেরুয়া পরার যোগ্য পাত্র।

৯৪৩ প্রঃ—প্রকৃত সাধু দর্শনের উপায় কি?

উঃ—সূর্য্যকে মশালের আলোকে দেখিতে হয় না, তেমনি যেখানে জ্ঞানসূর্য্য উদয় হয়, সেখানে সাধু অন্বেষী তাঁহার দর্শন পায়।

৯৪৪ প্রঃ—সংসারে থেকে কি ঈশ্বর লাভ হয়?

উঃ—আন্তরিকতা হ'লে সংসারে থেকেও ঈশ্বর লাভ হয়। **আমি ও আমার**—এইটা অজ্ঞান। হে ঈশ্বর? তুমি ও **তোমার**—এইটাই জ্ঞান।

৯৪৫ প্রঃ—সংসারে জ্ঞানীর লক্ষণ কি ?

উঃ—হরিনামে ধারা আর আনন্দ, তাঁর মধুর নাম শুনলেই শরীর রোমাঞ্চ হয়, আর দুনয়নে ধারা বাহির হয়।

৯৪৬ সংসারীদের মনে ত্যাগ, সংসার ত্যাগ নয়। অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে থেকে, আন্তরিকতার সহিত চাইলে তাঁকে পাওয়া যায়।

৯৪৭ প্রঃ—সংসার আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানের তফাৎ কি ?

উঃ—দুইই এক জিনিষ। এটীও জ্ঞান—ওটীও জ্ঞান ; তবে সংসারে জ্ঞানীর ভয় আছে। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে—কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হওনা কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বে।

৯৪৮ যদিও সংসারে জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোন ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

৯৪৯ সংসারে বদ্ধ হ'য়ে থাকা মহামায়ার ইচ্ছা। 'ভবসাগরে উঠ্‌ছে ডুব্‌ছে কতই তরী'। আবার 'ঘুড়ি লক্ষের দু একটা কাটে, হেঁসে দাও মা হাত চাপ্‌ড়ি'। লক্ষের মধ্যে দু একজন মুক্ত হ'য়ে যায়। বাকী মার ইচ্ছায় বদ্ধ হ'য়ে আছে।

৯৫০ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করা মানুষের কি সাধ্য ! যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া—তিনিই কেবল সেই মায়া থেকে মুক্ত ক'রতে পারেন। এক সচ্চিদানন্দ বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, বা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য যে জীবের ভববন্ধন মোচন করে।

নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি পরমহংসদেবের নিকট প্রায়ই পাঠ হইত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, শঙ্কর ভাষ্য, আনন্দ গিরির টীকা এবং ভাষ্যানুবাদ সমেত—৪।৹, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীশ্রীধর স্বামী এবং শ্রীমৎ তুরীয় স্বামীর ব্যাখ্যার সারাংশ সমন্বিত ১।৹, পকেট সংস্করণ ॥৵৹।

গুরু গীতা।

মূল ও বঙ্গানুবাদ—৶৹।

শ্রীমদ্ভাগবত।

দ্বাদশ স্কন্ধের অতি বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সুললিত পদ্য ছন্দে সুন্দর ত্রিবর্ণ চিত্রাবলীযুক্ত। সোণার জলে লেখা, কাপড়ে বাঁধাই ৪৲ ঐ রাজ সংস্করণ ৪॥৹, ঐ সাধারণ সংস্করণ ৩।৹।

চৈতন্য চরিতামৃত।

আদি, মধ্য ও অন্ত লীলা।
উত্তম বাঁধাই ৪৲, সাধারণ ২॥৹

চৈতন্য ভাগবত।

আদি, বিশুদ্ধ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ ১॥৹

ভক্তমাল গ্রন্থ।

বৈষ্ণব সাহিত্যের অমিয় ভক্ত চরিতমালা। নির্ভুল ও উপাদেয় সংস্করণ ১॥৹।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

সুখপাঠ্য, সর্ব্বজনপ্রিয় সুললিত পদ্যচ্ছন্দে ১৲।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অনুবাদসহ ৬৲ সাধারণ সংস্করণ ৸৹।

রাধাতন্ত্র।

রাধাকৃষ্ণের গূঢ় রহস্য ও প্রকাশ-তত্ত্ব নির্ণয় গ্রন্থ মূল ও অনুবাদ ১৲।

দেবী পুরাণ।

মূল ও বঙ্গানুবাদ। দেবী পূজার পদ্ধতি ও মাহাত্ম্য কথা, শক্তিপূজার অধিকার ও বিবরণ সমন্বিত বাঁধা ১।৹, আবাঁধা ১৶৹।

শ্রীশ্রী চণ্ডী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত। মূল, ভাষ্য, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ বাঁধা ২।৹, আবাঁধা ১॥৹, পকেট চণ্ডী ॥৵৹ ও।৹।

গীত গোবিন্দ।

জয়দেব কৃত। প্রেমভাবে ভাবোচ্ছ্বাসে মুগ্ধ সেই "দেহী পদপল্লব মুদারম" রাধাকৃষ্ণের প্রেমময় লীলা-বিলাস। মূল ও অনুবাদসহ ৸৹।